মৃত্যু-দ্বীপে স্বপন

শশধর দত্ত

প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

মৃত্যু-দ্বীপে স্বপন

শশধর দত্ত

প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ কর্ত্তৃক ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ
শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ও শিশির
প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

মৃত্যু-দ্বীপে স্বপন

—–:০(০:*:০):০—–

(১)

সামগান হইতে প্রায় চারি শত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গভীর জঙ্গলাচ্ছন্ন দ্বীপটির নাম 'মৃত্যু-দ্বীপ' বলিয়া অভিহিত হইত। স্বপন বন্য নর-রাক্ষসদের হাতে পতিত ভারতী জাহাজের কয়েকটি নর-নারীকে উদ্ধার করিয়া আনিবার পর সামগানে প্রত্যাবর্তন করিয়া, ম্যাজেষ্টিক হোটেলে পৌছাইয়া দেখিল, রাজপুতনার বিজয়লক্ষ্মী ষ্টেটের করদ নৃপতি মহারাজা উদয় সিংহ তাহার জন্য পরম আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছেন। মহারাজা উদয় সিংহের মুখে স্বপন শুনিল যে, মহারাজার কন্যা বিদুষী বিজয়া উক্ত প্রমোদ-জাহাজে ছদ্ম নামে ভ্রমণ করিতেছিল। মহারাজা যখন এস এস 'ভারতী'র দুর্ভাগ্যের ইতিহাস অবগত হন, তখন সামগান দ্বীপে উপস্থিত হইয়া দ্বীপের অন্য প্রান্তে একটি বৃহৎ বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন ও কন্যাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় ও লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার কোন সন্ধান না পাইয়া যখন হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন একটি বন্য-জাতীয় ব্যক্তি মাত্র গত সপ্তাহে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারী বিজয়ার একখানি

অলঙ্কার তাহাকে দিয়া বলিয়াছিল যে, সে ঐ অলঙ্কার এখান হইতে চারশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মৃত্যু-দ্বীপের সমুদ্রতীরে কুড়াইয়া পাইয়াছে। অলঙ্কারে বিজয়ার নাম লেখা ছিল এবং মহারাজার নাম অলঙ্কারের বিপরীত দিকে খোদিত থাকায়, লোকটি অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজা লোকটিকে প্রচুর পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং মৃত্যু-দ্বীপে যাইবার জন্য সামগানে বহু অর্থ প্রলোভন দেখাইয়াও, একটি ব্যক্তিকেও সম্মত করিতে পারেন নাই। সকলেই মৃত্যু-দ্বীপের নাম শুনিয়া ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিল। অবশেষে তিনি স্বপনের কথা শ্রবণ করিলেন এবং স্বপনের সহিত দেখা করিবার জন্য ম্যাজেস্টিকে আসিয়া বাস করিতেছেন।

স্বপন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে-লোকটি রাজকুমারীর অলঙ্কার দিয়াছিল, সে মৃত্যু-দ্বীপে কেন গিয়াছিল? মহারাজা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সে যে-জাহাজে খালাসীর কাজ করিত সেই জাহাজ ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় সাইক্লোন ঝড়ে পতিত হইয়াছিল এবং মৃতু-দ্বীপ অবধি যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। জাহাজ মৃত্যু-দ্বীপের নিকটে নোঙ্গর করিল, কোথায় তাহারা উপস্থিত হইয়াছে অনুসন্ধান করিবার জন্য দ্বীপে কয়েকজন অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু অল্প সময় অনুসন্ধানের পর একজন নাবিক দ্বীপটিকে চিনিতে পারিয়া যখন বলিয়াছিল, তাহারা মৃত্যু দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে, তখন সকলে ব্যস্তভাবে দ্বীপ ত্যাগ করিয়া জাহাজে উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল।

মহারাজা কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচ লক্ষ টাকা ও অভিযানের সকল ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়া, স্বপনের নিকট একান্ত অনুরোধ জানাইয়া অবশেষে তাহাকে সম্মত করিয়াছিলেন।

স্বপন মৃত্যু-দ্বীপে অভিযান চালাইবার জন্য অভিযাত্রী বাহিনী গঠনের জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। সে লক্ষ টাকা দিলেও কোন লোক যাইতে স্বীকৃত হইবে না, চিন্তা করিয়া অবশেষে সে মহারাজাকে অনুরোধ করিয়া, যে-লোকটি রাজকুমারী বিজয়ার একখানি অলঙ্কার কুড়াইয়া পাইয়াছিল, তাহাকে আনাইয়া প্রশ্ন করিয়া অবগত হইল যে, 'মৃত্যু-দ্বীপের' তীরভাগ বনানী-মুক্ত ও মুক্ত স্থানটি আনুমানিক দুই শত গজ বিস্তৃত।

স্বপন মন স্থির করিয়াছিল। সে একটি অভিযান-উপযোগী বন্দোবস্ত করিয়া, একদিন প্রাতে ব্রেকফাস্টের পর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছিল যে, তিনি স্বপনের প্রত্যাবর্তন করা অবধি ম্যাজেস্টিকে অবস্থান করিবেন।

অপরাজেয় দুঃসাহসী স্বপন তাহার প্লেনে একাকী যাত্রা আরম্ভ করিয়া, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মৃত্যু-দ্বীপে সমুদ্রতীরে আকাশে উপস্থিত হইয়া সে বনানীর আকাশে গমন না করিয়া, ধীরে ধীরে প্লেন লইয়া মৃত্যু-দ্বীপে অবতরণ করিল। স্বপন সর্বাগ্রে প্লেনটি জঙ্গলের ভিতর লইয়া গিয়া গোপনে রক্ষা করিল।

স্বপন তাহার রিস্টওয়াচের দিকে চাহিতে দেখিল, বেলা একটা বাজিতে মাত্র বিশ মিনিট সময় অবশিষ্ট আছে। সে প্লেনে বসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিল এবং অপরাহ্ণ দুইটা অবধি বিশ্রাম করিয়া, বনানী পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য পৃষ্ঠে রাইফেল বাঁধিয়া ও পকেটে রিভলভার, জলের বোতল প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যাদি লইয়া যাত্রা করিল।

স্বপন বনানীর ভিতর দিক্‌নির্ণয় করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র কম্পাশ-যন্ত্র লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিল।

সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ভূমি-তল এক জাতীয় দীর্ঘ ঘাসে আচ্ছাদিত থাকায়, স্বপনের গতি দ্রুত হইতে বাধা পাইতে লাগিল। সে এই ভাবিয়া বাহির হইয়াছিল যে, কিছুদূর গমন করিয়া সে ফিরিয়া আসিবে এবং পরদিন প্রাতে পুনরায় যাত্রা করিবে। স্বপন বেলা চারিটা অবধি পথ চলিয়া, বনানীর রূপ দেখিয়া ধারণা করিল, সে ইতিপূর্বে যে-সকল বনানীতে প্রবেশ করিয়াছে, এই বনানী তাহা হইতে সম্পূর্ণভাবে অন্য জাতের। সে ইহাও বুঝিল যে, এরূপ বনের ভিতর হস্তীযূথ থাকাও বিচিত্র হইবে না।

স্বপন অগ্রগতি রুদ্ধ করিল এবং কম্পাশ দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল।

প্রত্যাবর্তন-পথে অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চলিয়া স্বপন সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই লুক্কায়িত প্লেনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল এবং প্লেনটি বন-সীমান্ত হইতে অব্যবহিত মুক্ত স্থানের উপর লইয়া আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্বে যখন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, তখন সহসা মুখ ফিরাইলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখিল যে, তাহার নিকট হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে একটি বৃদ্ধা নারী দেহের অর্ধ-ভগ্নাবস্থায় একটি লাঠির উপর ভর দিয়া বনানীর দিকে গমন করিতেছে।

স্বপন মুহূর্ত-দুই নিষ্ক্রিয় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে দ্রুতবেগে বৃদ্ধার উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। স্বপন দেখিল, বৃদ্ধার গতিও দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছে এবং বন-সীমান্তে উপস্থিত হইবামাত্র স্বপনের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সে অদৃশ্য হইয়াছে।

যেখানে বৃদ্ধা অদৃশ্য হইয়াছিল স্বপন দৌড়াইয়া সেখানে গমন করিল, কিন্তু কোথাও বৃদ্ধাকে দেখিতে না পাইয়াবিস্ময় বোধ করিল।

স্বপন বনানীর ভিতর প্রবেশ করিয়াও বৃদ্ধার দেখা না পাইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িল এবং কিরূপে বৃদ্ধা অদৃশ্য হইয়া গেল, ভাবিতে ভাবিতে তাহার প্লেনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্লেনের দ্বার ভিতর দিক হইতে চাবি বন্ধ করিয়া দিল।

স্বপন প্লেনের ককৃসিটের সম্মুখ ভাগের আচ্ছাদন ঈষৎ মুক্ত করিয়া বসিয়া রহিল। প্লেনের ভিতরে ও বাহিরে আলোক জ্বালিয়া দিল।

স্বপন ভাবিতে লাগিল, বৃদ্ধা কি তাহার চক্ষুভ্রম ? সে কি সত্যই কোন কিছু দেখে নাই ? তাহাও কি সম্ভবপর হইতে পারে ? তবে বৃদ্ধা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল ? তদুপরি হিংস্র জন্তু-অধ্যুষিত গভীর জঙ্গলের ভিতর একটি বৃদ্ধা নারীর পক্ষে গমন করা অথবা বাস করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

স্বপন কিছু সময় চিন্তা করিয়া সকল চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিল এবং রাত্রি আটটার সময় রাত্রের আহার শেষ করিয়া, ভিতরের আলোক বন্ধ করিয়া দিল ও নিদ্রা যাইবার জন্য চেয়ারের উপর অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিল।

স্বপন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সহসা কোন জন্তুর ভয়াল রবে সে সচকিত হইয়া চেয়ারের উপর উঠিয়া বসিল। শুনিল, কোন অজ্ঞাত জন্তু বন-সীমান্তে উপস্থিত হইয়া ভয়াল রবে গর্জন করিতেছে। সে প্লেনের একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন মুক্ত করিয়া চাহিতে দেখিল, দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় হাত এক বৃহদাকার জন্তু প্লেনের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া অপার্থিব চিৎকারে সমগ্র বনানী ও সমুদ্র-গর্জন শব্দ ডুবাইয়া দিতেছে।

স্বপন কিছু সময় জন্তুটির দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন্ জন্তু তাহা

বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল। সে চিন্তা করিল, এই বনানীতে তাহাকে নূতন নূতন জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

মৃত্যু-দ্বীপ! কি জন্য দ্বীপের নাম মৃত্যু-দ্বীপ হইয়াছে? এই সব অজ্ঞাত, অতিকায় দানবেরা কি প্রত্যেকটি অভিযাত্রীকে হত্যা করিয়া থাকে? তবে রাজকুমারী বিজয়াকে কাহারা এখানে আনিয়াছে? যদি এখানে কোন মনুষ্যের বাসস্থান না থাকে, তবে রাজকুমারী বিজয়া এখানে সম্ভবপর হইল কিরূপে?

স্বপন দেখিল, অতিকায় জন্তুটি কিছু সময় চিৎকার করিয়া ধীরে ধীরে প্লেনের নিকট আগমন করিতেছে এবং তাহার পশ্চাতে প্রায় দশ-বারোটি একই জাতীয় জন্তু লাইন-বদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

স্বপন দ্রুত চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, এই জন্তুগুলি যদি ইচ্ছা করে তবে প্লেনকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া যাইতেও সক্ষম হইবে। সেক্ষেত্রে ইহাদের প্রতিরোধ করা যাইবে কিরূপে?

স্বপন দেখিল, সর্ব সমেত চৌদ্দটি অজ্ঞাত অতিকায় প্রাণী বন হইতে বাহির হইয়াছে। সে দ্রুত সিদ্ধান্ত করিল এবং প্লেনের ককৃসিটে গেল। মুহূর্তের ভিতর সব কয়টি এঞ্জিন শত বজ্র-নির্ঘোষ শব্দে গর্জন করিতে লাগিল।

স্বপন ককৃসিটের বাতায়ন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, অতিকায়গণ সভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে অতিকায়গুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।

স্বপন পাঁচ মিনিট ধরিয়া এঞ্জিন চালু রাখিয়া পরে বন্ধ করিয়া দিল এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুনশ্চ উপবেশন করিল ও মুক্ত বাতায়ন পথে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে রাত্রি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বপন চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল। বনানীর অভ্যন্তর হইতে নানা জাতীয় জন্তুর কলরব ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময়ে স্বপন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া শয়ন করিল এবং নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে স্বপনের নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেখিল, প্রভাত হইয়াছে। বনানীর কলরব শান্ত হইয়াছে। স্বপন প্লেন হইতে বাহির হইয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিল এবং প্লেনের ভিতর হইতে একটি কেরোসিনের স্টোভ বাহির করিয়া চা, টোস্ট এবং ডিম সিদ্ধ করিয়া আহার করিল।

ব্রেকফাস্ট অন্তে স্বপন চিন্তা করিল, সে অদ্য প্রভাত হইতে বনানীর ভিতর রাজকুমারী বিজয়ার অনুসন্ধান-কার্য আরম্ভ করিবে। অপরাহ্ণ ২টা অবধি যতদূর যাওয়া যায় সে যাইবে, পরে ফিরিয়া আসিয়া প্লেনে রাত্রি যাপন করিবে এবং পরদিন বনানীর অপর দিকে অনুসন্ধান-কার্য আরম্ভ করিবে। এইরূপে সে বন-মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বন্য জাতির বাসস্থান বাহির করিতে পারিবে। ইহা চিন্তা করিয়া স্বপন পুনশ্চ প্লেনটিকে বনানীর ভিতর গোপনে রক্ষা করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিল।

গত অপরাহ্ণে যে-পথ ধরিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথে গমন না করিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে কম্পাশ ধরিয়া গমন করিতে লাগিল। বেলা ১০টা অবধি একাদিক্রমে বন-পথ অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত লতাগুল্মশূন্য বনভূমিতে উপনীত হইয়া দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহর উপস্থিত হইলে, ক্ষুদ্র কম্পাশটি বাহির করিয়া দেখিল, সে সোজা দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতেছে।

স্বপন এক স্থানে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। বনমধ্যে নানা জাতীয় গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল, রাত্রে সেই স্থানে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু দিন কয়েক কোন বন্য জন্তুর দেখা না পাইয়া সে ভাবিল, বন্য জন্তুরা গভীর অরণ্যের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে।

স্বপন চলিতে লাগিল। সহসা পশ্চাতে মৃদু পদ শব্দ উত্থিত হইলে, সে সচকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন স্থানে কিছু দেখিতে না পাইয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার পরে পুনশ্চ অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক সময়ে পুনরায় পশ্চাতে কোমল পদধ্বনি প্রবেশ করিলে স্বপন বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদদ্বয় বন্য গুল্ম-লতায় জড়াইয়া গেলে, সে তাল সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে মাটির উপর পড়িয়া গেল। তাহার জামার বুক পকেটে রক্ষিত ক্ষুদ্র কম্পাশ-যন্ত্রটি পতনের বেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

স্বপন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কম্পাশ যন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া চিন্তা করিল, তবে কি সে চলিতে চলিতে স্বপ্ন দেখিতেছে ? ইতিপূর্বে এরূপ ভ্রম ত তাহার কখনও হয় নাই ?

স্বপন তাহার রিস্টওয়াচের দিকে চাহিতে দেখিল, অপরাহ্ণ দুইটা বাজিতে মাত্র অর্ধ ঘণ্টা কাল অবশিষ্ট আছে। সে যেমন চলিতেছিল, সোজা দক্ষিণ মুখে গমন করিতে লাগিল।

সম্মুখে স্বল্প-পরিসর মুক্ত স্থান রহিয়াছে। সে আরও দেখিল, মুক্ত স্থানের বিপরীত দিকে একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে।

স্বপন ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। সে শিলা-স্তূপের নিকট গিয়া তাহার উপর উপবেশন করিল এবং মধ্যাহ্ন আহারের জন্য আনীত খাদ্য-সম্ভারে পূর্ণ সুটকেশটি পৃষ্ঠ-দেশ হইতে মুক্ত করিয়া আহার করিতে লাগিল। আহারান্তে বোতল হইতে জল পান করিয়া, স্বপন বিশ্রাম করিতে উদ্যত হইয়াই চিন্তা করিল, বনভূমির উপর দিয়া পদব্রজে গমন করিলে, যে-পথ দীর্ঘ ছয় ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, শ্রান্তি ও ক্লান্তি ভরা দেহে সে মাত্র চারি ঘণ্টায় কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিবে না। সুতরাং সে বৃক্ষ-পথে গমন করিবে।

ইহা চিন্তা করিয়া স্বপন তাহার রাইফেল ও সুটকেশ পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া সম্মুখবর্তী বৃক্ষের নিম্ন শাখা ধরিয়া আরোহণ করিল এবং উত্তর দিক অনুমান করিয়া দ্রুতবেগে শাখা হইতে শাখান্তরে গমন করিতে লাগিল।

(২)

স্বপন দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে সহসা বৃক্ষতলে পদ শব্দ শুনিতে পাইয়া, একটি শাখার উপর দাঁড়াইয়া পড়িল এবং বৃক্ষ-তলদেশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পরম বিস্ময় বোধ করিল। সে পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল।

অপরাহ্ণ চারিটা বাজিলে স্বপন দেখিল, সে একটি স্বল্প পরিমিত মুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। স্থানটি স্বপনের নিকট অতিশয় পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। সে সবিস্ময়ে ভাবিল, তবে কি সে ইতিপূর্বে এই বনানীতে আগমন করিয়াছিল? কিন্তু তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে?

স্বপন বৃক্ষ-শাখা হইতে ঝুপ করিয়া বৃক্ষতলে অবতরণ করিল এবং চারিদিকে একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া, সে যে শিলা-স্তূপে বসিয়া অপরাহ্ণ দুইটার সময় আহার করিয়াছিল, সেই শিলা-স্তূপটি দেখিয়া তাহার সারা দেহ সহসা স্থির হইয়া পড়িল। সে শিলা-স্তূপের উপর বসিয়া ভাবিল, যে কম্পাস যন্ত্র ভগ্ন করিয়া সে দীর্ঘ দুইটি ঘণ্টা সময় অরণ্যের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে এবং যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল ঠিক সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়াছে। অপরাহ্ণ চারিটা বাজিতেই বনানীর ভিতর সন্ধ্যা আসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। স্বপন ভাবিল যে, অদ্য প্লেনে রাত্রি অতিবাহিত করিবার বাসনা স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। সে কিছুতেই বন হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

আকাশে সূর্য মেঘে ঢাকিয়াছিল। ঘন-সন্নিবেশিত বৃক্ষ রাজি ঘন পল্লবাচ্ছন্ন শীর্ষদেশ ভেদ করিয়া এতটুকুও সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ না পাইয়া, বনানীর ভিতর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল।

স্বপনের দৃষ্টিতে সহসা এক অপ্রত্যাশিত অভিনব দৃশ্য পড়িয়া গেল। সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার পশ্চাদ্দিকে বৃক্ষ-সমূহের ভিতর দিয়া একটি ভগ্ন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখ যাইতেছিল। স্বপন দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভগ্নাবশেষের দিকে দ্রুত পদে যাইতে লাগিল। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে উপস্থিত হইয়া স্বপন দেখিল, সে পুরাকালের অতিকায় প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

স্বপন দেখিল, একটি অট্টালিকার গম্বুজ-শীর্ষ এখনও অক্ষত অবস্থায় শির উচ্চ করিয়া, কালের করাল গ্রাসকে উপেক্ষা দেখাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

স্বপন দ্রুত চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, রাত্রে ঐ গম্বুজের

ভিতর আশ্রয় লওয়াই সর্বাপেক্ষা সমীচীন কাজ হইবে। ইহা চিন্তা করিয়া স্বপন তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল এবং গম্বুজের উপর গমন করিবার জন্য প্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল।

স্বপন ভাবিল, সে-গম্বুজের ভিতর কোন হিংস্র জন্তু বাস করিতে পারে। সুতরাং অতি সতর্ক হইয়া তাহাকে গম্বুজের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে।

স্বপন ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া ধীরে ধীরে গম্বুজের সিঁড়ি-মুখে উপস্থিত হইল। সে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিল, গম্বুজের ভিতর তীব্রান্ধকারের ভিতর কি আছে না দেখিয়া উপরে গমন করা সমীচীন হইবে না। সে পকেট হইতে একটি টর্চ বাহির করিয়া জ্বালিল ও গম্বুজের সিঁড়ির ভিতর আলোক নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে তাহার সন্দেহের ভিতর কোন সত্য বস্তু ছিল না।

স্বপন ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সে দ্বিতলে আরোহণ করিয়া একটি প্রশস্ত কক্ষ দেখিতে পাইল। সে কক্ষের চারিদিকে আলোক নিক্ষেপ করিতে দেখিল, কক্ষের দক্ষিণ দিকে একটি বাতায়ন রহিয়াছে। সে বাতায়নের উপর বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, সেখান হইতে ভগ্ন-স্তূপের বাহিরে বনানী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

স্বপন এই কক্ষেই রাত্রি-যাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিল এবং কক্ষের চারিদিক পুনরায় একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, মুক্ত বাতায়নের উপর গিয়া বসিল এবং বনানীর দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বপন তাহার রাইফেলটি পার্শ্বে বাতায়নের নিম্নে দেওয়াল-গাত্রে রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার নিবিড় ও সূচীভেদ্য অন্ধকার বনানীকে অদৃশ্য করিয়া দিল। ধীরে ধীরে রাত্রি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আকাশে কৃষ্ণা-চতুর্থীর চন্দ্র উদিত হইলে বনানীর নিবিড় অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া গেল।

ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সহসা একটি ব্যাঘ্র গভীর গর্জনে সমগ্র বনানীকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। স্বপন বুঝিতে পারিল না, ব্যাঘ্র তাহাকে দেখিতে পাইতেছে কি-না! সে তাহার রাইফেলটি হাতের কাছে টানিয়া লইয়া বসিয়া রহিল।

ব্যাঘ্র মুহূর্ত-কয়েকের জন্য নীরব থাকিয়া পুনশ্চ দ্বিগুণ বিক্রমে ডাকিতে লাগিল এবং ডাকিতে ডাকিতে ভগ্ন-স্তূপ হইতে নামিয়া বনানীর ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

স্বপন বসিয়া রহিল। তাহার রেডিয়াম-রিস্টওয়াচে সময় দেখিয়া বুঝিল, রাত্রি ৯টা বাজিতে তখনও বিশ মিনিট সময় অবশিষ্ট রহিয়াছে। অপরাহ্ণে আহার করিয়া তাহার ক্ষুধা বোধ হইতেছিল না। সে ভাবিল, রাত্রি ১০টার পর আহার করিবে। এই ভাবিয়া সে বাতায়নের উপর বসিয়া রহিল। বনানীর ভিতর হইতে নানা প্রকারের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল, গভীর অরণ্যের হৃদয়-স্তম্ভনকারী অপার্থিব শব্দে চারিদিক ব্যাপৃত হইয়াছিল। স্বপন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু নিদ্রাভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

এক সময়ে স্বপনের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সে সম্পূর্ণরূপে সজাগ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সে কক্ষের ভিতর একা নহে। নিশ্চয়ই কেহ অথবা কোন জন্তু কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

স্বপন সহসা দেখিল, দুইটি গোলাকার অগ্নিপিণ্ড তাহার নিকট হইতে প্রায় পনেরো হাত দূরে জ্বলিতেছে এবং তাহার উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে।

স্বপন ধীরে ধীরে তাহার রাইফেল হস্তে তুলিয়া লইয়া লক্ষ্য স্থির করিল এবং তৎক্ষণাৎ ফায়ার করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি বীভৎস চিৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। স্বপন শান্ত ও সমাহিত চিত্তে পুনশ্চ উপর্যুপরি দুইবার ফায়ার করিল। এক বৃহদাকার জীব লম্ফ দিয়া তাহার পদতলের নিকট আসিয়া পতিত হইল ও পড়িয়া রহিল।

স্বপন পকেট হইতে টর্চ বাহির করিয়া প্রজ্জলিত করিল। দেখিল, তাহার পদতলে এক অতিকায় ভল্লুক পড়িয়া রহিয়াছে। ভল্লুকের অস্বাভাবিক বৃহদাকার দেখিয়া স্বপন বিস্মিত হইল। সে দেখিল, ভল্লুক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

স্বপন ধারণা করিল, এই গম্বুজ কক্ষটিতে ভল্লুক বোধ হয় বাস করিতেছিল। সে তাহার কক্ষে তাহাকে অনধিকার প্রবেশ করিতে দেখিয়া আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। স্বপন টর্চ নির্বাপিত করিয়া কিছু সময় নীরবে বসিয়া রহিল এবং রাত্রি ১০টা বাজিলে, সে তাহার সঙ্গে আনীত সুটকেশ হইতে খাদ্য বাহির করিয়া আহার করিতে লাগিল। আহারান্তে সে নিদ্রা যাইবার জন্য কক্ষের ভিতর একটি সুবিধাজনক স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে কক্ষের একটি কোণ পরিষ্কার করিয়া, সেখানে দেওয়ালে ঠেস দিয়া অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় মুদিত করিল।

গভীর রাত্রি। স্বপনের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে দেখিল, গত সন্ধ্যায় সে যে বৃদ্ধাকে সমুদ্রতটে দেখিয়াছিল, সেই বৃদ্ধা তাহার নিকট হইতে কয়েক হাত দূরে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

স্বপন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। কক্ষের বাতায়ন দিয়া চন্দ্রকিরণ ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল। স্বপন কহিল, "কে তুমি?"

বৃদ্ধার দন্তহীন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। পর মুহূর্তে তাহার মুখভাব ভীষণ আকৃতি ধারণ করিল। সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক দৃষ্টে স্বপনের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বপন তাহার পকেটে হাত দিয়া রিভলভার চাপিয়া ধরিল ও কহিল, "শোন। যদি তুমি ভেবে থাক, আমাকে ভয় দেখাবে, তা'হলে সে চিন্তা দূর ক'রে দাও। আমি তোমাকে এক মিনিট সময় দিচ্ছি। বল, তুমি কে?"

স্বপনের মনে হইল, কেহ যেন একসঙ্গে শত শত ঘণ্টা-ধ্বনি করিতে লাগিল, এমন স্বরে বৃদ্ধার কণ্ঠে হাস্য-ধ্বনি সারা কক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। স্বপনের মত লৌহমনা যুবকও সেই অপার্থিব, অমানুষিক হাস্য-ধ্বনিতে ভীত হইয়া চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত-কয়েক পরে সহসা বৃদ্ধা তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

স্বপন টর্চ জ্বালিয়া তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিয়াও বৃদ্ধার কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাইল না। সে অতিশয় বিস্মিত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি তাহার দৃষ্টি বিভ্রম এক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে?

স্বপন কিছু সময় পরে পুনশ্চ উপবেশন করিল। সে ভাবিতে লাগিল, বৃদ্ধার মত নারীর পক্ষে গম্বুজের অর্ধ-ভগ্ন সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া কক্ষের ভিতর আগমন করা আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে না। তবে কি সে স্বপ্ন দেখিতেছিল? কিন্তু বৃদ্ধার ঘণ্টা-ধ্বনির মত সুমিষ্ট হাস্য-ধ্বনি যাহা কয়েক মিনিট ধরিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাও কি স্বপ্ন?

স্বপন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সাহস ও ধৈর্য হারাইল না। সে পুনরায় চক্ষুদ্বয় মুদিত করিল এবং একসময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

স্বপনের যখন পুনরায় নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন প্রভাত হইয়াছে। কক্ষের ভিতর প্রভাতালোক প্রবেশ করিয়া রাত্রির বিভীষিকা লয় পাইয়াছে।

স্বপন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্যুটকেশ হইতে বোতল পূর্ণ জল বাহির করিয়া, মুখ-চোখ ধৌত করিয়া, স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতে লাগিল।

স্বপন চা প্রস্তুত করিয়া ব্রেকফাস্ট শেষ করিল এবং পুনশ্চ যাত্রা আরম্ভ করিল।

স্বপনের নিকট পানীয় জল অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট রহিল। সে বৃক্ষ-পথে গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল যে, তাহাকে পানীয় জল অনুসন্ধান করিতেই হইবে। সে অনুমানে উত্তরদিক সিদ্ধান্ত করিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছু দূর গমন করিয়া স্বপন সহসা এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে দেখিল, গত পরশু রাত্রে সে যে-সব অপরিচিত অতিকায় জীবগুলিকে দেখিয়াছিল, তাহাদের মত পাঁচটি অতিকায় দানব তাহার নিকট হইতে মাত্র দশ গজ দূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছে, কেহবা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। দুইটি শাবক মাতার ক্রোড়ের নিকট দাঁড়াইয়া বক্ষ-দুগ্ধ পান করিতেছে।

স্বপন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সে কি করিবে? অগ্রসর হইবে, না ভিন্ন দিকে চলিয়া যাইবে?

স্বপন কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া বৃক্ষ-শাখার উপর উপবেশন করিল এবং অতিকায় দানবগুলি কি করে—চলিয়া যায়, না অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে—দেখিবার জন্য পৃষ্ঠ দেশ হইতে রিভলভার মুক্ত করিয়া নিঃশব্দে বৃক্ষের শীর্ষদেশে গমন করিল ও ঘন ঝোপাচ্ছন্ন স্থানে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিল।

স্বপন দেখিতে লাগিল, বনমানুষাকৃতি জীবগুলি বসিয়া রহিল। প্রায় একটি ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর স্বপন যখন অত্যন্ত অধৈর্য হইয়া উঠিল, দেখিল, সহসা অতিকায় জীবগুলি সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে এবং মাতা তাহার সন্তানদ্বয়কে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া অন্যান্যের সহিত বনানীর একদিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

মাত্র দু'টি মিনিট! তাহার পর জীবগুলি অনত্যুচ্চ কণ্ঠে দুর্বোধ্য শব্দ করিয়া তীব্রবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল এবং মুহূর্ত-কয়েক পরে দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

স্বপন কি ঘটিতেছে এবং কোন্ হেতুর জন্য অতিকায় দানবগুলি পলায়ন করিল, দেখিবার জন্য নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সহসা দূরে বৃংহতি-ধ্বনির সহিত গুরু-গম্ভীর পদশব্দ উত্থিত হইলে, স্বপন সভয়ে চিন্তা করিল, বন্য-হস্তী-যূথ আগমন করিতেছে। বন্যহস্তীরা কিরূপ হিংস্র ও নির্মম স্বপন তাহা বিশেষরূপেই জানিত। তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে মহীরুহের উপর আশ্রয়-লব্ধ মনুষ্যকে হত্যা করিবার জন্য কয়েকজনে মিলিয়া সমবেত শক্তি দিয়া মহীরুহ উপড়াইয়া ফেলিয়াছে, এমন বহু ঘটনাও সে শুনিয়াছে। সুতরাং তাহাকে দেখিতে পাইলে হস্তী-পাল হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় থাকিবে না, ইহা চিন্তা করিয়া সে বৃক্ষের সর্বাপেক্ষা নিবিড় ঝোপাচ্ছন্ন স্থানে গমন করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে স্বপন দেখিল, শত শত হস্তীর একটি দল বৃংহতি-ধ্বনি করিতে করিতে বৃক্ষ তলদেশে উপস্থিত হইল এবং যেখানে অতিকায় দানবেরা বসিয়াছিল, সেই স্থানে শুঁড় দিয়া আঘ্রাণ লইতে লাগিল এবং আকৃতির তুলনায় অতি ক্ষুদ্র চক্ষু দ্বারা তাহারা সম্মুখ ভাগ ভিন্ন উপর দিকে চাহিতে পারিত না বলিয়া, সম্মুখের দিকে চাহিতে লাগিল এবং কয়েক ডজন হস্তী বৃক্ষ-তলদেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বৃংহতি-ধ্বনি করিতে লাগিল।

স্বপন যে-বৃক্ষের উপর আশ্রয় লইয়াছিল, সহসা সেই বৃক্ষটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। স্বপন যদি সর্ব সময়ে সতর্ক না থাকিত তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ভূমি-তলে পড়িয়া যাইত।

স্বপন কারণ অনুসন্ধানের জন্য দেখিল, দুইটি বৃহদাকার হস্তী তাহাদের গাত্র কুণ্ডয়ন তৃপ্ত করিবার জন্য বৃক্ষ-কাণ্ডে গাত্র ঘসিতেছে।

স্বপন সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। হস্তীকুল কিছু সময় যাবৎ অতিকায় দানবদের জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে বৃংহতি-ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া যাইতে লাগিল।

হস্তী-যূথ অদৃশ্য হইলে স্বপন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিল এবং দ্রুতবেগে বৃক্ষ-পথে চলিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইলে স্বপন মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য একটি বৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়া, সুটকেশ হইতে কিছু খাদ্য বাহির করিয়া আহার করিতে লাগিল।

স্বপন দেখিল, এইবার তাহার সঙ্গে আনা খাদ্য নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। ইহার পর সে যদি প্লেনে গমন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার হরিণের মাংসের উপর নির্ভর করিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর

থাকিবে না। সবার উপর পানীয় জল তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতেই হইবে। একদিন আহার না করিয়া থাকা যাইবে, কিন্তু জল পান না করিয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইবে।

ইহা চিন্তা করিয়া স্বপন আহারান্তে অবশিষ্ট জল হইতে সামান্য পরিমাণ পান করিয়া রাখিয়াছিল এবং অল্প সময় বিশ্রাম করিবার জন্য একটি ডালের উপর হেলান দিয়া বসিয়া রহিল।

(৩)

স্বপন সারাদিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, না পারিল প্লেনের নিকট উপস্থিত হইতে, না পারিল পানীয় জলের অনুসন্ধান করিতে। তখনও সন্ধ্যা হইতে দুই ঘণ্টা সময় অবশিষ্ট ছিল। সে বাতাসে জলের আঘ্রাণ লইবার জন্য বাতাসে ঘ্রাণ লইতে লইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার নিকট যে জলটুটুকু অবশিষ্ট ছিল, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে ও অসহ্য গরমে পিপাসার্ত হইয়া সে পান করিয়াছিল। বোতলে আর একটি বিন্দু পরিমাণও জল অবশিষ্ট ছিল না।

বনানীর ভিতর ক্রমশ আলোক হ্রাস পাইতেছিল। স্বপন বুঝিল, অবিলম্বে জলের সন্ধান করিতে না পারিলে, তাহাকে সারারাত্রি নিদারুণ পিপাসায় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আগামী কাল প্রাতে তাহার চলিবার শক্তি পর্যন্ত লয় পাইয়া যাইবে। দুঃসাহসী, লৌহমনা স্বপনও অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িল। এমন সময়ে বাতাসের গতির দিক পরিবর্তিত হইলে, স্বপন উত্তেজিত আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। সে বাতাসে জলের অতি তীব্র গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, দেহে মত্ত মাতঙ্গের শক্তি প্রাপ্ত হইল। সে দ্রুতবেগে জলের উদ্দেশে বৃক্ষ-পথে গমন করিতে লাগিল।

দশ মিনিট সময় বৃক্ষ-পথে গমন করিয়া সহসা স্বপনের দৃষ্টিতে একটি ক্ষুদ্র পর্বত দেখা দিল এবং পর্বতের নিকটে গিয়া সে ঝরণা-ধারার কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে পাইয়া, পরম নিশ্চিন্ত মনে পর্বতের নিকটে গিয়া দেখিল, পর্বতের উপর হইতে একটি ঝরণাধারা প্রবাহিত হইয়া, একটি সঙ্কীর্ণ নালার ভিতর দিয়া ক্ষীণকায়া তটিনীর মত প্রবাহিত হইতেছে।

স্বপন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব মুহূর্তে দেখিল, নালার অপর পার্শ্বে কয়েকটি হরিণ জল পান করিতে আসিয়াছে।

স্বপন সচকিত হইয়া সতর্ক হইল এবং বৃক্ষের নিম্ন শাখায় অতি নিঃশব্দে অবতরণ করিয়া, পৃষ্ঠদেশ হইতে রাইফেল মুক্ত করিয়া লইল এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে ফায়ার করিলে, একটি হরিণ তীর বেগে আকাশে লম্ফ দিয়া নালার এ-পারে উপস্থিত হইয়া, সশব্দে ভূমিতলে পড়িয়া গেল ও পড়িয়া রহিল।

রাইফেলের তীব্র শব্দে অন্যান্য হরিণেরা নিমেষের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল। স্বপন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, প্রথমে ঝরণার জল প্রাণ ভরিয়া পান করিল এবং সুটকেশ হইতে জলের পাত্র তিনটি বাহির করিয়া জলপূর্ণ করিয়া লইল।

স্বপন হরিণের দেহ হইতে কয়েক দিনের উপযুক্ত মাংস কাটিয়া লইয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া, সুটকেশের ভিতর একটি ঝাড়নে বাঁধিয়া রক্ষা করিল।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। স্বপন দ্রুতবেগে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কয়েকটি শুষ্ক কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া লইয়া নিম্নে ফেলিয়া দিল এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দুই খণ্ড মাংস রোস্ট করিতে লাগিল।

মাংস খণ্ড-দ্বয় সুস্বাদু রোস্টে পরিণত হইলে, সে বৃক্ষের উপর আরোহণ

করিল এবং তলদেশ হইতে প্রায় চল্লিশ ফুট উপরে আরোহণ করিয়া, রাত্রি যাপনের জন্য একটি নিরাপদ স্থান বাছিয়া লইল।

স্বপন সুটকেশ একটি শাখার উপর রক্ষা করিয়া, সুটকেশের স্ট্র্যাপ দ্বারা বন্ধন করিল এবং স্বয়ং একটি সংযোগ-শাখায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

স্বপন ভাবিল, সে ত কোথাও কোন বসতি দেখিতে পাইতেছে না। তবে কি সে ভুল স্থানে প্রেরিত হইয়াছে? কিন্তু রাজকুমারী বিজয়ার অলঙ্কার এই দ্বীপ হইতে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং এখানে যদি মনুষ্য-বাস না থাকে, তবে তাহা সম্ভবপর হইল কিরূপে? তা'ছাড়া সে দুই দিনে এই সুবৃহৎ সীমাহীন-প্রায় বনানীর কতটুকু অংশই বা দেখিয়াছে! তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া বনানীর চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এমন সহজে সে ব্যর্থতা বরণ করিবে না।

সহসা বৃক্ষ-তলদেশে ব্যাঘ্রের উপস্থিতি বুঝিতে পারিয়া স্বপন টর্চের আলোক নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, দুইটি ব্যাঘ্র মৃত হরিণের দেহের ভিতর মুখ প্রবেশ করিয়া আহারে রত হইয়াছে। টর্চের আলোক ব্যাঘ্রদ্বয়ের মুখের উপর পতিত হইলে, উভয়েই একটি হিংস্র-চিৎকার করিয়া এক লম্ফে আলোক-সীমার বাহিরে চলিয়া গেল।

স্বপন টর্চের আলোক নির্বাপিত করিয়া দিয়া মৃদু হাস্য করিল। সে বুঝিল যে, হরিণের অস্তিত্ব আর কয়েকটি মিনিট পরেই লয় পাইয়া যাইবে।

স্বপন বৃক্ষের উপর বসিয়া রহিল। রাত্রি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রি ৯টার সময় স্বপন আহার শেষ করিয়া নিদ্রা যাইবার জন্য ব্যবস্থা শেষ করিল। ব্যাঘ্রদ্বয় মৃত হরিণটিকে নিঃশেষে আহার করিয়া স্বপনের দিকে মনোযোগী হইল এবং ভয়াল রবে উভয়ে গর্জন করিতে লাগিল।

স্বপন দুইটি ব্যাঘ্রের ভীষণ চিৎকারে বিরক্ত হইয়া, টর্চের আলোক তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রদ্বয় বৃক্ষ-তলদেশ হইতে লম্ফ দিয়া আলোক-সীমার বাহিরে চলিয়া গেল।

স্বপন পুনরায় টর্চ নির্বাপিত করিয়া অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিল এবং চক্ষুদ্বয় মুদিত করিল।

রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, বনমধ্যে জন্তুগণের চিৎকার-ধ্বনি সমগ্র বনানীকে মুখর করিয়া তুলিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। প্রত্যুষের শীতল বাতাস অঙ্গে লাগিয়া স্বপনকে নিদ্রাতুর করিয়া ফেলিল। প্রভাতে বনানী আলোকিত হইয়া উঠিবার পূর্বেই ব্যাঘ্রদ্বয় অদৃশ্য হইয়াছিল। কোন স্থানেই আর কোন বন্য জন্তুর আভাস মাত্র ছিল না। স্বপন বৃক্ষ হইতে স্যুটকেশ সমেত অবতরণ করিল।

স্বপন আগুন জ্বালিয়া প্রথমে চা প্রস্তুত করিয়া লইল এবং পরে টোস্ট ও ডিম সিদ্ধ করিয়া আহার করিল। শেষে স্যুটকেশ হইতে আরও দু'টি খণ্ড হরিণের মাংস বাহির করিয়া রোস্ট করিয়া ফেলিল এবং যত্নের সহিত স্যুটকেশের ভিতরে রাখিয়া, পুনশ্চ বৃক্ষ-পথে যাত্রা আরম্ভ করিল।

স্বপন যে কোন্ দিকে গমন করিতেছে সে বিষয়ে তাহার কোন ধারণাই ছিল না। সে মধ্যাহ্ন কাল অবধি বৃক্ষ-পথে গমন করিয়া একটি মহীরুহ-তুল্য বৃক্ষের উপরে বসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিল।

আহারান্তে স্বপন কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া পুনশ্চ যাত্রা আরম্ভ করিল।

অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় স্বপন এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল,

দৈর্ঘ্যে প্রায় চার হাতের উপর হইবে, এরূপ ভীমকায় এক ব্যক্তি ধনুকে তীর যোজনা করিয়া ঘাস খাইতে রত একটি হরিণকে লক্ষ্য করিতেছে এবং লোকটির অলক্ষ্যে একটি ভীষণ ব্যাঘ্র লোকটিকে আক্রমণোদ্যত হইয়া পশ্চাতে থাবা গাড়িয়া বসিয়াছে।

স্বপন দ্রুত চিন্তা করিতে লাগিল। সে বুঝিল, যে-মুহূর্তে লোকটি হরিণকে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইবে, সেই-মুহূর্তে ব্যাঘ্র তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। স্বপন দ্রুত বেগে নিম্ন শাখায় অবতরণ করিল এবং আক্রমণোদ্যত ব্যক্তির মস্তক লক্ষ্য করিয়া ফায়ার করিতে উদ্যত হইয়াই দেখিল, ব্যাঘ্র একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া লম্ফ-দান করিয়াছে। স্বপনের রাইফেল সম-সময়ে গর্জন করিয়া উঠিল এবং মধ্য-পথে ব্যাঘ্রের মস্তকে বুলেট প্রবেশ করিলে, সে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া সশব্দে পড়িয়া গেল ও পড়িয়া রহিল।

অতিকায় দানব-সদৃশ লোকটি সভয়ে এই দৃশ্য দেখিল। সে দেখিল, তাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীর হরিণটিকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহাকে আক্রমণকারী ব্যাঘ্র একটি শব্দের দ্বারা হত হইয়াছে।

দানব এমন দৃশ্য জীবনে কখনও দেখে নাই। কি করিয়াছে—সে তখন পর্যন্ত ধারণ করিতে না পারিয়া যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে, তখন বৃক্ষ হইতে ঝুপ করিয়া স্বপন নিম্নে অবতরণ করিয়া কহিল, "কি বন্ধু, আশ্চর্য হয়েছ? আর ভয় নেই, আমি ব্যাঘ্রকে হত্যা করেছি।"

দানব স্বপনের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে ভাবিল, তবে কি তাহার ভগবান তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন? সে তৎক্ষণাৎ স্বপনের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং দুই হাত যুক্ত করিয়া লোকে দেবতার নিকট যে ভাবে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই ভাবে স্বপনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "আমি দেবতা নই, বন্ধু। আমি তোমারই মত একজন সামান্য মানুষ। ওঠো, যাও, তোমার হরিণটা তুলে নিয়ে এস।"

দানব ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "কে তুমি?"

"আমি তোমারই মত একজন মানুষ।" স্বপন হাস্য মুখে কহিল।

"তুমি শব্দ ক'রে বাঘটাকে মেরেছ? কিসের শব্দ করেছিলে?" দানব প্রশ্ন করিল।

স্বপন হাস্য মুখে কহিল, "শব্দ ক'রে নয়, বন্ধু। এস, দেখবে এস।" এই বলিয়া দানবের সহিত স্বপন মৃত ব্যাঘ্রের নিকট গমন করিয়া, তাহাকে ব্যাঘ্রের মস্তকে বুলেটাহত স্থানটি দেখাইয়া পুনশ্চ কহিল, "শব্দে কি এমন গর্ত হয়, বন্ধু?"

"তবে?" লোকটি সভয়ে প্রশ্ন করিল।

স্বপন তাহার রাইফেল দেখাইয়া কহিল, "এই অগ্নি-বাণে আমি বাঘকে হত্যা করেছি।"

দানবাকৃতি লোকটি বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। সে কহিল, "তুমি কি রাজার লোক? আমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছ?"

স্বপন উত্তেজিত হইয়া পড়িল। কহিল, "রাজা? কোন্ রাজার কথা বলছ, বন্ধু?"

দানব কহিল, "তুমি বলছ যে, তুমি বিশালীপুরা থেকে রাজা মিত্রাসুর কর্তৃক আমাকে গ্রেফ্‌তার ক'রে নিয়ে যেতে আসনি?"

স্বপন অকৃত্রিম স্বরে কহিল, "বল বন্ধু, আমি কিরূপে বল্‌লে তোমার

বিশ্বাস হবে যে, আমি জীবনে বিশালীপুরার অথবা রাজা মিত্রাসুরের নাম শুনি নি। কিন্তু কোথায় এই রাজ্য, বন্ধু?"

দানব ক্ষণকাল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্বপনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "না, তুমি সত্য কথা বলেছ, বন্ধু। কারণ বিশালীপুরার যোদ্ধারা অগ্নি-বাণ কখনও চোখে দেখে নি। তা'ছাড়া তোমার মত চেহারা ও বেশভূষা তাদের নয়। তবে তুমি কি কুশালীপুরা থেকে এসেছ, বন্ধু?"

স্বপন হাস্যমুখে কহিল, "না, বন্ধু, তা'ও নয়। কিন্তু বললে না ত, তোমার বিশালীপুরা ও কুশালীপুরা রাজ্য দু'টি কোথায় আছে?"

দানব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "কেন? এই জঙ্গলে! জিজ্ঞাসা করি, এই বন ছাড়া আর পৃথিবী আছে? জঙ্গলের দক্ষিণে বিশালীপুরা ও উত্তরে কুশালীপুরা।"

স্বপন সবিস্ময়ে কহিল, "এই বনের মধ্যে দু'টি রাজ্য আছে? রাজা আছে? জনসাধারণ আছে, তুমি বলছ, বন্ধু?"

দানবাকৃতি লোকটি হাস্যমুখে কহিল, "তুমি সেজন্য বিস্মিত হচ্ছ কেন? তুমি কোথাকার লোক? বলছ, বিশালী অথবা কুশালীর লোক নও। তবে কোথা থেকে এসেছ তুমি?"

স্বপন কহিল, "আমি বহু দূর হ'তে, সমুদ্রের পরপার থেকে এসেছি, বন্ধু। আমার কথা পরে হবে। এখন বল, তোমার নাম কি?"

লোকটি কহিল, "আমার নাম হানাকু।" এই বলিয়া সে একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া নতস্বরে কহিল, "তুমি আমাকে বন্ধু বলেছ, আমিও তোমাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করলাম। শোন, আমি রাজা মিত্রাসুরের ক্রীতদাস ছিলাম। একদিন সুযোগ পেয়ে আমি স্ত্রীর সঙ্গে পালিয়ে আসি। আমরা দুজনে এই বনে আত্মগোপন ক'রে আছি।

তাই ভয়ে ভয়ে আছি, কখন রাজার সৈন্যেরা এসে আমাদের ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যু-মুখ থেকে রক্ষা করেছ। চল, বন্ধু, আজ আমাদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাদের বাধিত করবে। পিয়ালুও খুব খুশি হবে।"

স্বপন এই সুযোগ অবহেলা করিল না। সে কহিল, "বেশ, চল, বন্ধু। বৃক্ষে রাত্রি-বাস না ক'রে, আজ তোমার আস্তানায় রাত্রি অতিবাহিত করা যাক।"

হানাকু কহিল, "বন্ধুর নামটি কী?"

"শত্রুঘ্ন।" স্বপন কহিল।

হানাকু হরিণটি স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া, মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "এস, শত্রুঘ্ন।"

(৪)

দানবাকৃতি হানাকুর সহিত স্বপন যখন তাহার বাসস্থান অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব থাকিলেও, বনভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। এক সময়ে স্বপন কহিল, "তোমার বাসস্থান কত দূরে, বন্ধু?"

"আর বেশি দূরে নয়, শত্রুঘ্ন। ঐ যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ওরই একটা গুহায় আমরা বাস করি।" এই বলিয়া হানাকু অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদে চলিতে লাগিল।

অল্প সময় পরে পর্বতের পশ্চাদ্দেশে গুহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপন দেখিল, গুহা-মুখ হইতে প্রায় বিশ গজ দূরে প্রস্তর-খণ্ড দিয়া উচ্চ পাঁচিল গাঁথিয়া, প্রবেশ করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার নির্মিত করিয়াছে। হানাকু

বাহির হইতে অপূর্ব কৌশলে দুই হাত উচ্চ ও দুই হাত প্রস্থ দ্বার-মুখে রক্ষিত একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সরাইয়া, হেঁট হইয়া বসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং পরে হরিণটি ভিতরে টানিয়া লইয়া, স্বপনকে প্রবেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল।

স্বপন হানাকুর মত বসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অল্প দূরে গুহা-মুখে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত রহিয়াছে। প্রস্তর-দ্বার মুক্ত হইবার শব্দে একটি নারী-কণ্ঠ হইতে সুমিষ্ট স্বর ভাসিয়া আসিল, "হানাকু, এলে? তোমার দেরি দেখে……" সহসা নারী-কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

হানাকু অগ্রসর হইয়া গিয়া স্ত্রীকে দ্রুত কণ্ঠে সংক্ষেপে স্বপনের পরিচয় দিয়া, পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "এস, বন্ধু।"

স্বপন অগ্রসর হইয়া গেল। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের আলোকে সে দেখিল, একটি ২৪।২৫ বৎসরের তরুণী মেয়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হস্তদ্বয় একত্রে যুক্ত করিয়া বলিতেছে, "আসুন, দেব। আমার স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যু-মুখ থেকে রক্ষা করেছেন। আপনি আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।"

স্বপন অতিশয় বিব্রত হইয়া কহিল, "মিথ্যে তোমরা সামান্য ব্যাপারকে বড়ো ক'রে তুলছ। আমি যা করেছি, তোমার স্বামী আমার ক্ষেত্রেও ঠিক অমনি ভাবে আমাকে রক্ষা করত, বহিন।"

"বহিন!" তরুণী পিয়ালু আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া কহিল, "ভাইয়া, আপনার বহিন হবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে আমি কৃতার্থ হ'লাম। আসুন ভাইয়া, মুখ-হাত আপনার ধোবেন আসুন।"

হানাকু প্রথমে হরিণটির মাংস প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। পাশাপাশি তিনটি গুহা লইয়া হানাকু সংসার পাতিয়াছিল। সে

পার্শ্ববর্তী গুহাটিকে স্বপনের জন্য নির্দিষ্ট করিল। সে স্বপনের নিকট গিয়া দেখিল, ব্যাঘ্র-চর্মের উপর সে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে।

হানাকুকে দেখিয়া স্বপন কহিল, "বন্ধু, চা-পানের অভ্যাস আছে?"

হানাকু কহিল, "চা? কি বস্তু, বন্ধু?"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে তাহার স্যুটকেশ হইতে একটি কেতলি বাহির করিয়া কহিল, "এই পাত্র জল দিয়ে পূর্ণ ক'রে, সেই জল ফুটলে পাত্রটির ভিতর এই বস্তুগুলি ফেলে দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে এখানে নিয়ে এস। তারপর আমি তোমাকে এমন এক জাতীয় পানীয় পান করাব যে, তোমার দেহের শ্রান্তি ও ক্লান্তি সব দূর হ'য়ে যাবে।"

হানাকু তৎক্ষণাৎ কেতলি ভরিয়া জল গরম করিয়া, চায়ের পাতা দিয়া লইয়া আসিল। স্বপন দুধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া, দু'টী পাত্র আনিবার জন্য বলিল ও আপনার কাপ বাহির করিয়া, তাহাদের জন্য দুই পাত্র ও আপনার জন্য এক কাপ ঢালিয়া লইয়া, তাহাদের পান করিবার অনুরোধ জানাইল।

হানাকু হাস্য মুখে পত্নীর হাতে একটি পাত্র দিয়া, স্বয়ং অপর পাত্রের চা পান করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের সকল জড়তা ও শ্রান্তি দূর হইয়া গেলে, সে সবিস্ময়ে স্বপনের নিকট চায়ের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল।

রাত্রে আহারের পর স্বপন শয়ন করিবার পূর্বে হানাকুকে আহ্বান করিলে, পত্নীর সহিত হানাকু স্বপনের গুহার ভিতর প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিল।

স্বপন কহিল, "তোমাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ, বহিন। এখন

আমি তোমাদের কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি, তোমরা যা জান আমাকে জানাবে।"

হানাকু কিছু বলিবার পূর্বে পিয়ালু কহিল, "নিশ্চয়ই ভাইয়া, আমাদের জীবন দিয়েও যদি আপনার উদ্দেশ্য সফল করা যায়, তবু আমরা মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করব না।"

স্বপন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণী মেয়ের দিকে একবার চাহিয়া, হানাকুর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোমরা কি জান, কোন বিদেশী তরুণী মেয়েকে কোন দুর্বৃত্তের দল রাজা মিত্রাসুরকে বিক্রয় করে গেছে?"

হানাকু কহিল, "যদিও আমি নিশ্চিত ভাবে বন্ধুর আত্মীয়ার কথা শুনি নি, তবে আমাদের রাজা বহু নারী ক্রয় ক'রে ক্রীতদাসী রূপে প্রাসাদে রাখে। বহু কুশালী নারী বিশালীর রাজপ্রাসাদে ক্রীতদাসী-জীবন যাপন করছে।"

"রাজপ্রাসাদে? তোমাদের রাজার প্রাসাদ আছে, বন্ধু?" স্বপন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

হানাকু ও পিয়ালুর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। হানাকু কহিল, "তুমি যে কেন বিস্মিত হচ্ছ বন্ধু, আমি বুঝি না। আমাদের রাজার সুবৃহৎ প্রাসাদ আছে, সৈন্যদল আছে, সেনাপতি আছে। এক হাজারের বেশী যোদ্ধা-হাতী আছে, ঘোড়া আছে, দেবতা-মন্দির আছে, পুরোহিত আছে, মন্ত্রী আছে—সব আছে। রাজার মত ধনবান ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই, বন্ধু। তবে রাজার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সে সুখী নয়।"

স্বপন দেখিল, তরুণী পিয়ালুর মুখে এক ঝলক ঘৃণার আভাস ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "রাজার চোখ-মুখ-ঠোঁট ও সারা দেহ চাকা চাকা সাদা দাগে ভরে গেছে। সে সর্বদা নিজের দেহ

ঢেকে রাখে। মুখের শ্বেত দাগগুলিকে ঢাকবার জন্য হতভাগ্য নরপতি সর্বদা রঙ মেখে থাকে। কোন মেয়েই সেই ঘৃণ্য রোগগ্রস্ত শয়তানকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু সে এরূপ নিষ্ঠুর ও চরিত্রহীন যে, কত মেয়েকে জোর ক'রে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছে, তার আর সংখ্যা নেই।"

স্বপন কহিল, "বিশালীপুরা কত দূরে, বন্ধু?"

"এখান থেকে বৃক্ষ-পথে এক দিন ও এক রাত্রির পথ, বন্ধু। কিন্তু ও-প্রশ্ন কেন শত্রুর? তুমি কি সেই শয়তান রাজার রাজধানীতে যেতে চাও নাকি?" হানাকু সভয়ে প্রশ্ন করিল।

পিয়ালু কহিল, "না ভাইয়া, অমন চিন্তা পর্যন্ত করতে পাবেন না। আপনি জানেন না, আপনি সেখানে উপস্থিত হবামাত্র আপনাকে কুশালী ভেবে ক্রীতদাস করে রাখবে। আপনার কোন কথাই তারা শুনবে না।"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "কিন্তু আমি যে আমার আত্মীয়াকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি, বহিন?"

পিয়ালু কহিল, "কত দিন পূর্বে আপনার আত্মীয়াকে হারিয়েছেন, ভাইয়া?"

স্বপন চিন্তান্বিত স্বরে কহিল, "তা' প্রায় একমাস পূর্বে হবে, বহিন। আবার এমনও হতে পারে যে, মাত্র সপ্তাহ দুই পূর্বে আমার আত্মীয়াকে এখানে এনে বিক্রয় করে গেছে।"

পিয়ালু কহিল, "তা' হলে এখন পর্যন্ত আপনার আত্মীয়া রাজপ্রাসাদেই আছেন। এখন পর্যন্ত তিনি রাজার পত্নী হয়ে চিরদুখিনী হয়ে পড়েন নি।"

স্বপন গম্ভীর স্বরে কহিল, "তার কি নিশ্চয়তা আছে, বহিন?"

"আছে, ভাইয়া। কারণ বিশালী রাজ্যের প্রথানুসারে বিবাহের পূর্বে বাগ্‌দত্তা পত্নীকে তিন মাসের জন্য প্রাসাদে বাস করতে হয়। এই সময়ের ভিতর সেই নারী রাজপ্রাসাদের নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, রাজার রানী হবার যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করলে সে-বিবাহ সিদ্ধ হয় না। কাজেই রাজার অনিচ্ছা থাকলেও তা'কে অপেক্ষা করতে হয়।"

স্বপন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এই সংবাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, বহিন।"

হানাকু কহিল, "এখন রাজধানী যাবার চিন্তা ত্যাগ করেছ ত, বন্ধু?"

স্বপন শান্ত কণ্ঠে কহিল, "অস্থির হয়ো না, বন্ধু। আমি তোমাদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আমি গত দুদিন যাবৎ বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোন লোকের সঙ্গেই দেখা হয় নি।" এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ হাস্য মুখে কহিল, "স্বপ্নে দেখেছিলাম কিনা জানি না, তবে গত দু'দিনের ভিতর দু'বার একটা বৃদ্ধাকে দেখেছিলাম, বন্ধু। কিন্তু কোন কথা বললেও সে কোন উত্তর না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না যে, সত্যই আমি তাকে দেখেছিলাম কি-না?"

হানাকু সভয়ে কহিল, "তোমাকেও দেখা দিয়েছিল, বন্ধু? অথচ তুমি......" এই অবধি বলিয়া সহসা সে নীরব হইল।

স্বপন সবিস্ময়ে কহিল, "অথচ কী?"

পিয়ালু কাতর স্বরে কহিল, "ভগবান ভাইয়াকে রক্ষা করেছেন। যে সেই বৃদ্ধার দৃষ্টিতে পড়েছে, সেই প্রাণ দিয়েছে।" বলিয়া স্বপনের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভাইয়া, নিশ্চয়ই আপনি বুড়ীকে দেখে ভয় পান নি?"

স্বপন হাস্য মুখে কহিল, "ভয় আমি পাই না, বহিন। জীবনে কখনও কোন বস্তুই আমাকে ভীত করতে পারে নি। আমি মৃত্যুকেও ভয় করি না, বহিন।"

হানাকু উল্লসিত স্বরে কহিল, "তাই ভাইয়া আমাদের রক্ষা পেয়েছে, পিয়ালু। বুড়ীকে দেখে ভয় পেলেই, বুড়ী তাকে হত্যা করে।"

স্বপন সবিস্ময়ে কহিল, "কে, সেই বুড়ী?"

"অশরীরী প্রেত, বন্ধু।" হানাকু কহিল, "জানি না, তুমি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করো কি-না! কিন্তু ঐ বুড়ীকে বিশালী রাজ্যের বহু নর-নারী দেখেছে। তাদের মধ্যে মাত্র একজনই রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন রাজ্যের অতি বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত। তাঁর বয়স দেড়শত বৎসর হয়েছে, বন্ধু। এখনও তিনি জীবিত আছেন।"

স্বপন কহিল, "এখনও তিনি জীবিত আছেন? কোথাকার অর্থাৎ কোন্ রাজ্যের প্রধান পুরোহিত তিনি?"

হানাকু কহিল, "বিশালী রাজ্যের বন্ধু। রাজা তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন।"

স্বপন কহিল, "তুমি বলতে চাইছ যে, বৃদ্ধা অশরীরী প্রেতাত্মা?"

পিয়ালু কহিল, "হাঁ, ভাইয়া। বুড়ী আপনাকে প্রথমবারে ভীত করতে না পেরে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বারও ব্যর্থ হ'য়ে চিরতরে আপনাকে বিরক্ত করা থেকে অব্যাহতি নিয়েছে।"

স্বপন হাস্য মুখে কহিল, "রাজা মিত্রাসুরের কয়টি রানী আছে?"

"তা'র সংখ্যা নেই, বন্ধু।" হানাকু কহিল, "অনেকগুলি হতভাগিনী বিবাহের পর আত্মহত্যা করেছে—সে-সব হতভাগিনী কুষ্ঠের মত ব্যাধি শ্বেতা-রোগীকে সহ্য করতে না পেরে, ঘৃণাভরে জীবন-বিনিময়ে মুক্তি নিয়েছে।"

স্বপন তাহার রিস্টওয়াচের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "রাত্রি বারোটা বাজে, বহিন। এইবার তোমরা বিশ্রাম করো গে।"

তরুণী পিয়ালু দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল ও স্বপনকে অভিবাদন করিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "এস, ভাইয়াকে বিশ্রাম করতে দাও।"

(৫)

পরদিন প্রাতে স্বপন চা তৈয়ার করিয়া, পিয়ালুর দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য লইয়া ব্রেকফাস্ট শেষ করিল।

হানাকু কহিল, "আজ আর শিকারে যাবার প্রয়োজন হবে না, বন্ধু। আজ আমরা সারা দিন ও রাত গল্প ক'রে কাটিয়ে দেব।"

স্বপন কহিল, "আমার ত বিশ্রামের অবসর হবে না, হানাকু! তুমি শুনেছ, কি জন্য আমি এই দূর দেশে এসেছি। সুতরাং আমার পক্ষে পাঁচটা মিনিটও অলস ভাবে বসে থাকা সমীচীন হবে না, বন্ধু।"

এমন সময়ে পিয়ালু স্বপনের দেওয়া চা পান করিতে করিতে সেখানে আসিয়া কহিল, "বুঝলাম, ভাইয়া। আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি আপনার কথা শুনেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আলস্যে সময় অতিবাহিত করতে পারবেন না ব'লে কি বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন?"

স্বপন সবিস্ময়ে কহিল, "তার অর্থ, বহিন?"

তরুণী পিয়ালু কহিল, "অর্থ খুব সোজা, ভাইয়া। আপনি যে-মুহূর্তে বিশালীতে প্রবেশ করবেন, আপনি গ্রেফতার হবেন। আপনি যত বড় শক্তিমানই হোন না কেন, কিছুতেই হাজার হাজার যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হ'তে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার কর্মতৎপরতার কি মূল্য থাকবে, ভাইয়া?"

স্বপন বন্য তরুণী-মেয়ের উক্তি শুনিয়া পরম বিস্মিত হইল। সে কিছু সময় পিয়ালুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "সেক্ষেত্রে আমাকে সতর্ক হয়ে অগ্রসর হতে হবে, বহিন।"

পিয়ালু একবার তাহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্বপনকে কহিল, "উপস্থিত আপনি কি জানতে চান, ভাইয়া? আপনার আত্মীয়া বিশালী রাজপ্রাসাদে ক্রীতদাসী হয়ে আছেন কি না?"

স্বপন কহিল, "হাঁ, বহিন। সর্বাগ্রে আমি অবগত হতে চাই যে, সে ওখানে আছে কি-না? যদি থাকে, তবে কি অবস্থায় আছে?"

পিয়ালু কহিল, "দেখুন, আমার ওপর রাজার কোন অভিযোগ নেই অথবা কোন অপরাধও আমি করি নি। তা'ছাড়া আমি যে হানাকুকে বিবাহ ক'রে তা'র সঙ্গে পলাতক-জীবন যাপন করছি, তা'ও তা'রা জানে না। সুতরাং আমি অনায়াসে আপনার আত্মীয়ার সংবাদ এনে দিতে পারি।"

স্বপন কিছু বলিবার পূর্বে হানাকু কহিল, "আমরা দু'জনে আজ দ্বিপ্রহরে পিয়ালুকে বিশালী রাজ্যের বন-সীমান্ত অবধি পৌঁছে দিয়ে আসব। তারপর আগামী কাল প্রাতে পিয়ালু ফিরে এলে আমরা আবার সেখান থেকে ওকে ফিরিয়ে আনব। না না, কোন ভয়ের কারণ নেই, বন্ধু। এমন ভাবে বহুবার পিয়ালু রাজধানীতে গিয়ে আমাদের সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র নিয়ে ফিরে এসেছে।"

স্বপন শুনিল। সে কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "না, বহিন। আমি তোমাকে বিপদের ভিতর যেতে দিতে পারি না।"

পিয়ালু হাস্য মুখে কহিল, "কি বলছেন, ভাইয়া? বিপদ আবার কোথায় দেখলেন? আপনি কি ভাবেন, আমি রাজধানীতে প্রায়শই

যাতায়াত করি না? না না, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আপনাকে বিব্রত হ'তে হবে না। আজ দ্বিপ্রহরে যাত্রা ক'রে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আগামী কাল প্রাতে ১০টার সময় আমি আপনাকে প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এনে দেব।"

স্বপন হানাকুর দিকে চাহিলে, হানাকু হাস্য মুখে কহিল, "না বন্ধু, না, পিয়ালুর জন্যে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হ'তে হবে না। অবশ্য আমি যদি বুঝতাম, সে তোমার সামান্য কাজে লাগবার পরিবর্তে বিরাট বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে চলেছে, তা'হলে আমি অন্য পথে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতাম।"

পিয়ালু কহিল, "কিন্তু ভাইয়া, আমি মাত্র অতি অল্প আয়াসে সংবাদটুকু সংগ্রহ ক'রে আনতে পারি। তবে আসল যে কাজ অর্থাৎ তাঁকে শয়তানের কবল হতে উদ্ধার করা, সে-কাজে কোনরূপ সাহায্য দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই।"

স্বপন স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, "বহিন, তুমি যে অমূল্য সংবাদ দিতে চলেছ, তা' যে কিরূপ মূল্যবান, আমার অন্তর্যামীই বোঝেন। আচ্ছা তাই হোক, আমি অপেক্ষা করব।" এই বলিয়া সে তরুণী পিয়ালুর হাস্যালোকিত মুখের দিকে একবার চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "তা'হলে এবার একটু কফি পান করা যাক, বহিন। তুমি একটু জল গরম ক'রে নিয়ে এস।"

পিয়ালু দ্রুতবেগে দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনার সম্মতির জন্য আমার অসংখ্য সাধুবাদ গ্রহণ করুন, ভাইয়া। কিন্তু কফি আবার কি বস্তু?"

স্বপন হাস্য মুখে কহিল, "চায়ের মতই কার্যকরী, তবে স্বাদ অন্যরূপ মাত্র।"

সেদিন দ্বিপ্রহরে বেলা ১২টার সময় হানাকু যতদূর সম্ভব নিজেকে ছদ্মবেশে রূপান্তরিত করিয়া, স্বপনের সহিত তরুণী পিয়ালুকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিল। তাহারা সোজা পথে না গিয়া, রাজধানীর পশ্চাদ্দিকের ফটকের উদ্দেশে গভীর বনানীর ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে হানাকু কহিল, "আমরা একটু অব্যবহৃত পথে চলেছি, বন্ধু। কারণ রাজ-সৈন্যেরা পলাতক ক্রীতদাসদের গ্রেফতার ক'রে নিয়ে যাবার জন্য প্রায়শই এই বনানীর কতকগুলি সম্ভাব্য স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকে। তারা একাদিক্রমে দিনের পর দিন জঙ্গলে বাস ক'রে অনুসন্ধান-কার্য চালিয়ে থাকে। তা'ই আমরা এমন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যেখানে ক্বচিৎ সৈন্যদলের আগমন হয়ে থাকে।"

স্বপন কহিল, "বিশালীপুরা কত দূরে অবস্থিত ?"

"সোজা পথে গমন করলে আমাদের গুহা থেকে সারা দিনের পথ, শত্রুর। তবে আমরা চলেছি এক অনাবিষ্কৃত ও অব্যবহৃত সোজা পথে। ফলে সারা দিনের দূরত্ব চার ঘণ্টায় হ্রাস করেছি। তা'ছাড়া এ-পথে কোন সেনা-বাহিনী গমন করে না। এমন কি তারা জানে না যে, এমন কোন সোজা পথ আছে। তবে পথ যত সোজা, পথে বন্য জন্তুর বিপদের ভয়ও তত বেশি। সুতরাং..." এই অবধি বলিয়াই সে নীরব হইল এবং দাঁড়াইয়া পড়িল।

তরুণী পিয়ালুকে মধ্যস্থলে রাখিয়া স্বপন পশ্চাতে যাইতেছিল। হানাকুকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে কহিল, "কি হ'ল, বন্ধু ?"

হানাকু তাহার ধনুকে তীর সংযোজনা করিতেছিল; সে কহিল, "চুপ করো, বন্ধু। একটা বাঘ আমাদের পথ অবরোধ করেছে।"

স্বপন পিয়ালুকে পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। সে হানাকুকে অপেক্ষা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া, পৃষ্ঠদেশ হইতে রাইফেল মুক্ত করিয়া দেখিল, একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র প্রায় দশ গজ দূরে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঘ্র পশ্চাতের পদদ্বয়ের উপর বসিয়া লাফ দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।

স্বপন রাইফেল উদ্যত করিয়া ধরিল এবং দশ গজ দূরে যাইবার জন্য হানাকুকে আদেশ দিয়া, ব্যাঘ্র লম্ফ দিবার পূর্বেই উপর্যুপরি দুইবার ফায়ার করিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র গভীর নির্ঘোষে উল্কাবেগে লম্ফ দিয়া স্বপনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া সশব্দে ভূমিতলে পড়িয়া গেল ও গতায়ু হইয়া পড়িয়া রহিল।

ব্যাঘ্র মরিয়াছে, নিশ্চিন্ত হইয়া স্বপন হানাকু ও পিয়ালুর দিকে চাহিয়া হাস্য মুখে কহিল, "এস, বহিন।"

পিয়ালু হরিণীর মত স্বপনের নিকট ছুটিয়া আসিয়া, নত হইয়া ব্যাঘ্রটি পরীক্ষা করিতে লাগিল এবং ব্যাঘ্রের মস্তকে দুইটি বুলেট-গর্ত দেখিয়া সভয়ে কহিল, "অগ্নি-বাণ এখানে প্রবেশ করেছিল, ভাইয়া?"

"হাঁ, পিয়ালু। এখন চল, আর বিলম্ব করা সমীচীন হবে না।" স্বপন কহিল।

হানাকু কহিল, "আমরা প্রত্যাবর্তনের মুখে বাঘের চামড়াটা খুলে নিয়ে যাব, বন্ধু।"

"বেশ, তাই হবে। চল।" বলিয়া স্বপন পূর্বেকার মত পশ্চাতে থাকিয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিল।

অপরাহ্ণ তিনটার সময় বিশালীপুরার বনানী সীমানায় উপস্থিত হইয়া পিয়ালু কহিল, "ভাইয়া, যাবার সময় আরও দ্রুত আপনাদের যেতে

হবে। শুনলাম, আপনি বৃক্ষ-পথে যেতে অভ্যস্ত। হানাকুও তাই। শুধু আমি পারি না বলে আমাদের হেঁটে আসতে হয়। আপনারা বৃক্ষ-পথে গমন করুন। তা'হলে সন্ধ্যার সময় গুহায় পৌছাতে পারবেন।" এই বলিয়া সে বিদায় লইয়া দ্রুত পদে বনানীর বাহিরে চলিয়া গেল।

"এস, বন্ধু।" বলিয়া হানাকু লম্ফ দিয়া নিকটবর্তী বৃক্ষে আরোহণ করিল। স্বপনও তাহাকে অনুসরণ করিয়া বৃক্ষারোহণ করিল এবং হানাকুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বৃক্ষের শীর্ষদেশে গমন করিল ও বিশালীপুরার দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বপন রাজধানীর চারিদিকে সুউচ্চ পাঁচিল-বেষ্টিত নগরীর দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল। লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত একটি বন্য-স্থানে যে এরূপ নগরী থাকিতে পারে, ভাবিয়া স্বপনের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

সে বহু দূরে রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিল, পথে বহু লোক চলাচল করিতেছে। এক স্থানে কয়েকটি হস্তীকে লইয়া সৈন্যেরা কোথাও গমন করিতেছে। বহু দূর ব্যবধানে থাকায়, স্বপন রাজধানীর নর-নারীকে অতি ক্ষুদ্র আকারে দেখিতেছিল। সে দেখিল, এক স্থানে কয়েকটি আকাশ-চুম্বী মন্দির-চূড়া দেখা যাইতেছে।

হানাকু স্বপনের পার্শ্বে আসিয়া কহিল, "এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, বন্ধু। যদি কোন প্রহরী অথবা সৈন্যের দৃষ্টিতে পড়ে যাই, তবে আর রক্ষা থাকবে না আমাদের।"

স্বপন কহিল, "মাত্র দু'টি মিনিট, হানাকু। হাঁ, ঐ যে একটি বৃহৎ অট্টালিকার মত কিছু দেখা যাচ্ছে, ওটা কি রাজপ্রাসাদ?"

"হাঁ, বন্ধু। আর ঐ যে মন্দিরগুলি দেখা যাচ্ছে, ঐ মন্দিরেই দেড়

শত বছরের অতি বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত বাস করেন। তাঁর প্রায় দশ জন সহকারী আছে। তারাই দেব-সেবার কার্য চালিয়ে থাকে।"

স্বপন কহিল, "ঐ হাতীগুলিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?"

"জল পান করাতে, বন্ধু। রাজধানীর পশ্চিম দিকে একটা হ্রদ আছে। সেই হ্রদে হস্তীদের জলপান ও স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হ'য়ে থাকে। কিন্তু আর না, বন্ধু। ঐ দেখ, একদল প্রহরী পাঁচিলের ওপর দিয়ে এদিকে আসছে।" বলিয়াই সে ঝুপ করিয়া পার্শ্ববর্তী বৃক্ষে লম্ফ প্রদান করিল। স্বপন তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

বৃক্ষ-পথে হানাকুকে অনুসরণ করিতে করিতে স্বপন গমন করিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের ভিতর তাহারা মৃত ব্যাঘ্রের নিকট উপস্থিত হইল ও হানাকু কহিল, "তুমি এখানে মিনিট কয়েক বিশ্রাম করো, বন্ধু। আমি বাঘের ছালটাকে খুলে নিই।"

স্বপন একটি শাখার উপর উপবেশন করিয়া দেখিল, হানাকু তাহার তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে বাঘটির মস্তক হইতে লেজ অবধি উদরের উপর দিয়া সোজা চিরিয়া ফেলিল। অতঃপর দুই বলবান হস্তে অপূর্ব নিপুণতার সহিত কয়েক মিনিটের ভিতর সমগ্র ছালটি খুলিয়া লইল এবং ভাঁজ করিয়া কটিদেশের সহিত বন্ধন করিল ও বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কহিল, "চল, বন্ধু।"

সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া উঠিল। স্বপন টর্চ জ্বালিয়া আলোক নিক্ষেপ করিতে করিতে অবশেষে গুহার নিকট উপস্থিত হইল এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশ করিল।

তরুণী পিয়ালু রাত্রের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। হানাকু কহিল, "তোমার চা তৈরী করি, বন্ধু? তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম করো।"

স্বপন তাহার জন্য নির্দিষ্ট গুহার ভিতর প্রবেশ করিয়া শয়ন করিল। অল্প সময় পরে হানাকু চায়ের কেতলি লইয়া প্রবেশ করিল এবং উভয়ে বিস্কুট ও চা পান করিতে লাগিল।

স্বপন চা পান করিতে করিতে কহিল, "আজ রাত্রে বহিন কোথায় থাকবেন, হানাকু ?"

হানাকু কহিল, "রাজপ্রাসাদে। সেখানে পিয়ালুর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এক রানীর সহচরীরূপে চাকরি করে। পিয়ালু, তা'র ভগ্নীর সঙ্গে বাস করবে এবং অনায়াসে সকল সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনবে। এমন কি তোমার আত্মীয়া বিজয়া যদি সেখানে থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গেও আলাপ করে আসবেন।"

স্বপন অপেক্ষাকৃত খুশি হইয়া কহিল, "ভগবান মঙ্গলময়! তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হবার জন্যই আমাদের যোগাযোগ সাধন করেছেন।"

হানাকু কহিল, "সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, বন্ধু। এখন শোন। পিয়ালু আমাদের জন্য মাংসের তরকারি ও রুটি তৈরী ক'রে রেখে গেছে। এখন তোমার ও আমার জন্য দু'খানা রোস্ট ক'রে ফেলি। তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম করো, বন্ধু।"

স্বপন কহিল, "আগামী কাল কখন পিয়ালু বহিনকে আমরা আনবার জন্য যাত্রা করব ?"

"প্রভাতে। বেলা ১০টার পূর্বে রাজধানীর ফটক মুক্ত হয় না। সুতরাং পিয়ালু ১১টার পূর্বে বন-সীমান্তে উপস্থিত হতে পারবে না, বন্ধু। আমি তিন জনের মত খাদ্য সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করব। তারপর সন্ধ্যার সময় পিয়ালু আমাদের রেঁধে খাওয়াবে।" এই বলিয়া হানাকু কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্বপন চিন্তা করিতে লাগিল। তরুণী পিয়ালুর সংবাদের উপর তাহার ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতা নির্ভর করিতেছে। সে আগামী কাল পিয়ালুর মুখে সংবাদ শ্রবণ করিবার পর তাহার প্রোগ্রাম স্থির করিবে। ভাবিতে ভাবিতে স্বপন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

(৬)

পরদিন প্রাতে ব্রেকফাস্টের পর হানাকু ও স্বপন পিয়ালুকে আনিবার জন্য যাত্রা করিল। হানাকু প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া তাহাদের তিন জনের জন্য দ্বিপ্রহরকালীন খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাত্রা করিয়াছিল।

বৃক্ষ-পথে উভয়ে যাত্রা আরম্ভ করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল। স্বপনের মন উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ও আশায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে নিজ মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া নীরবে গমন করিতেছিল। এক সময়ে হানাকু কহিল, "যদি বিশালীতে তোমার আত্মীয়াকে দেখতে পাওয়া না যায়, তবে কুশালীতে নিশ্চয়ই তাঁকে পাওয়া যাবে।"

স্বপন কোন উত্তর দিল না। সে তাহার রিস্টওয়াচের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা ১০টা বাজিতে মাত্র বিশ মিনিট সময় অবশিষ্ট আছে। স্বপন কহিল, "ফটক কখন মুক্ত হয়, হানাকু?"

হানাকু কহিল, "১১টার সময়, বন্ধু। এখনও প্রচুর সময় আমাদের হাতে আছে।"

স্বপন কহিল, "আমরা কোন্ দিকে চলেছি?"

"দক্ষিণ দিকে।" হানাকু উত্তর দিল।

স্বপন কহিল, "বিশালীপুরার আরও দক্ষিণে কোন রাজ্য অথবা দেশ নেই?"

"না। পৃথিবীর শেষ হয়েছে দক্ষিণ দিকে। তারপরেই আরম্ভ হয়েছে সমুদ্র। আর কোন দেশ নেই, শত্রুঘ্ন।"

স্বপন মনে মনে হাস্য করিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন অভিমত প্রকাশ করিল না।

বেলা সাড়ে দশটার সময় বন-সীমান্তে উপস্থিত হইয়া, হানাকু সতর্ক দৃষ্টিতে একবার বিশালীপুরার রাজধানীর দিকে চাহিয়া দেখিল ও একটি বৃক্ষের ঘন ঝোপাচ্ছন্ন স্থানে স্বপনের সহিত আশ্রয় লইয়া উভয়ে বসিল। স্বপন কহিল, "এখনও আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করতে হবে।"

হানাকু কহিল, "ঐ দেখ বন্ধু, প্রহরীদের পালা বদল হচ্ছে। এক দল প্রহরী প্রভাত হ'তে বেলা ১১টা অবধি পাহারা দিয়েছে, তাদের এবার ছুটি দিতে অন্য দল চলেছে। আবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় প্রহরী বদল হবে। এমনি ভাবে তিন ঘণ্টা অন্তর প্রহরী বদল হয়ে থাকে।"

স্বপন কহিল, "পাঁচিলের উচ্চতা কত?"

হানাকু কহিল, "ত্রিশ ফুট, বন্ধু। প্রধানত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুর্দান্ত জন্তুগণের আক্রমণ থেকে রাজধানীর নর-নারীকে রক্ষা করবার জন্য এই পাঁচিল নির্মিত হয়েছে। এই পাঁচিল দৈর্ঘ্যে দশ মাইল ও প্রস্থে ছয় মাইল। সর্বসমেত দশটি ফটক চারিদিকে আছে। উত্তর-দক্ষিণে প্রত্যেক দিকে তিনটি হিসাবে ছ'টি ও পূব-পশ্চিমে দু'টি হিসাবে চারটি ফটক রাখা হয়েছে।"

স্বপন কহিল, "প্রত্যেক ফটকে প্রহরী সংখ্যা কত?"

"বিশ জন হিসাবে প্রহরী-সৈন্য ফটক রক্ষা ক'রে থাকে। তা'ছাড়া রাজপ্রাসাদের প্রহরী সৈন্য সংখ্যা প্রায় তিন শত, বন্ধু। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর প্রহরী বদল হয়ে থাকে।"

স্বপন বিস্মিত হইল। এমন একটি অজ্ঞাত বন্যস্থানের রাজা যে এরূপ সভ্য প্রথায় বাস করিতে সক্ষম, তাহার নিকট দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত বোধ হইতে লাগিল। সে কহিল, "রাজ্যে টাকা-পয়সার চলন আছে?"

হানাকু কহিল, "নিশ্চয়ই আছে, বন্ধু। সোনা ও রূপা গালিয়ে ছাঁচে ঢেলে রাজার কারখানায় টাকা তৈরী হয়। বিশালীতে সোনা ও রূপা প্রচুর পরিমাণে মাটির তলা থেকে তোলা হয়। তবে রাজা ভিন্ন সোনা-রূপা তোলবার অধিকার কারও নেই।"

এমন সময়ে বিউগল ধ্বনির মত শব্দ হইতে লাগিল। স্বপন বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কি! বিউগল বাজছে কেন, হানাকু?"

"ওহো! যুদ্ধ-বাঁশির কথা বলছ, বন্ধু? ফটক মুক্ত করা হচ্ছে তা'ই জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" হানাকু উত্তর দিল।

স্বপন অধীর উৎকণ্ঠা বোধ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। হানাকু পুনশ্চ কহিল, "পিয়ালুর এখানে আসতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লেগে যাবে।"

স্বপন উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল, "ফটকের বাইরে আসবার সময় কোন কৈফিয়ত দিতে হয়?"

"হানাকু কহিল, "সাধারণত দিতে হয় না। তবে প্রহরী সর্দারের কারও ওপর যদি কোন সন্দেহ জাগে, তবে বাইরে যাবার হেতু তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে থাকে।"

স্বপন কহিল, "পিয়ালু বহিনকে যদি প্রশ্ন ক'রে?"

হানাকু হাস্যমুখে কহিল, "তবে বলবে যে তা'র ভগ্নীর অসুখ, তাই বন থেকে ওষুধ আনতে চলেছে। তা'হলেই প্রহরী সর্দার আর কোন প্রশ্ন করবে না।"

হানাকু ও স্বপন উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তরুণী পিয়ালুর আসিবার সময় যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই স্বপন উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, যদি পিয়ালু সফল না হয় তবে দু'টি দিনের কর্মতৎপরতা তাহার ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

সহসা হানাকু চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "পিয়ালু আসছে, বন্ধু! কিন্তু এ কি! ওর পিছনে ছয় জন সৈন্য আসছে যে? সর্বনাশ! তবে কি......" এই অবধি বলিয়া হানাকু মুহূর্ত-কয়েক বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ কহিল, "জয় ভগবান! না, সৈন্যেরা পাঁচিলের বাইরে নিয়মিত পাহারায় বেরিয়েছে।"

স্বপন তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে রাইফেল মুক্ত করিতেছিল। সে পুনশ্চ রাইফেলের বন্ধন যথাপূর্ব করিয়া কহিল, "আমাদের একটু পিছিয়ে যাওয়া কি সমীচীন হবে না, হানাকু?"

"হবে। কিন্তু অগ্রে আমাদের উপস্থিতি পিয়ালুকে জানাতে হবে। আমি সে বন্দোবস্তও ক'রে এসেছি।" এই বলিয়া সে পিয়ালু তাহাদের বৃক্ষের সমান্তরালবর্তিনী হইলে, একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ড ছুঁড়িয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণী মেয়ে একবার সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং বন-সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হানাকু কহিল, "এস, বন্ধু।" এই বলিয়া সে নিঃশব্দে বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া পরবর্তী বৃক্ষের শাখায় উপস্থিত হইল এবং স্বপনের সহিত প্রায় বিশ গজ অভ্যন্তরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে সৈন্য ছয়জন মার্চ করিয়া পাঁচিলের বাহিরে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিল। পিয়ালু অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে

একবার চাহিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পিয়ালু যে-মুহূর্তে স্বপন ও হানাকুর বৃক্ষ-তলে উপস্থিত হইল, তাহারা উভয়ে বৃক্ষ শাখা হইতে ঝুপ করিয়া মাটির উপর অবতরণ করিল।

স্বপন একাগ্র দৃষ্টিতে তরুণী মেয়ের প্রসন্ন আভাসে ভরা মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, সে কৃতকার্য হইয়াছে। তবুও সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করিল, "তারপর, বহিন ? তুমি সফল হয়েছ ?"

পিয়ালু হাস্য মুখে কহিল, "আমার মহান ভাইয়ার উদ্দেশ্য কখনও অপূর্ণ থাকে না। আমি আশাতীত ভাবে সফল হয়েছি, ভাইয়া। চলুন, বলছি।"

নিমেষের ভিতর স্বপনের মন হইতে সকল দুর্ভাবনা নিঃশেষে লয় পাইয়া গেল। সে কহিল, "এস বহিন। আমরা গুহায় উপস্থিত হয়ে তোমার কথা শুনব। তুমি যে সফল হয়েছ, এই সংবাদই আমার সকল উৎকণ্ঠা দূর করেছে।"

হানাকু চলিতে চলিতে কহিল, "সেই ভাল, বন্ধু। দুর্গম পথে আলোচনায় অন্যমনস্ক থাকলে নিরপত্তায় ব্যাঘাত জন্মাতে পারে। বাসস্থানে পৌঁছেই আমরা পিয়ালুর কথা শুনব।"

স্বপন হাস্য মুখে কহিল, "তুমি বৃক্ষ-পথে যেতে পারবে না পিয়ালু ?"

পিয়ালু সলজ্জ স্বরে কহিল, "না ভাইয়া, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু......"

হানাকু কহিল, "এস, আমি তোমাকে স্কন্ধে করে নিয়ে যাই, পিয়ালু। ভাইয়ার কাছে লজ্জা পাবার কিছু নেই।"

স্বপন নিরীহ হাস্য মুখে কহিল, "বহিন যদি ভাইয়াকে লজ্জা করে, তবে দুনিয়ার পবিত্রতা সব লোপ পেয়ে যাবে, বন্ধু।"

তরুণী পিয়ালু একবার স্বপনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার জন্য ভাইয়া কষ্ট পাবেন এমন কাজ আমি করব না, ভাইয়া।" এই বলিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "এস, আমাকে নিয়ে চল।"

মানুষ যেমন দুই মাসের শিশুকে অনায়াসে বক্ষের উপর তুলিয়া লয়, হানাকু তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে পিয়ালুকে দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া লইয়া স্কন্ধে দুই ভাগে ফেলিল এবং লম্ফ দিয়া একটি বৃক্ষের নিম্ন শাখা ধরিয়া উপরে আরোহণ করিল। স্বপন তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। পায়ে পাঁচ ঘণ্টার পথ মাত্র দুই ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া স্বপন হানাকু ও পিয়ালুর সহিত তাহাদের গুহা-ভবনে উপস্থিত হইল।

হানাকু সহসা প্রবল বিস্ময় ভরে কহিল, "আরে, আমি যে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য খাদ্য তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু......"

পিয়ালু মৃদু স্বরে কহিল, "ভালই হয়েচে। ভাইয়া ঠাণ্ডা খাবার খেতে পারতেন না।" এই বলিয়া সে স্বপনের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভাইয়া, আহাঃ স্নান সেরে নিন, ইতোমধ্যে আমি খাবার তৈরি করে ফেলি। আহারের পর আমার দীর্ঘ কাহিনী শুনবেন।"

স্বপন কহিল, "বেশ, তাই হোক, বহিন।"

সেদিন অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় স্বপনের গুহা-কক্ষে বসিয়া তরুণী পিয়ালু তাহার অভিযান-কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। সে কহিল, "রাজকুমারী বিজয়ার অসামান্য রূপ ও দেহ-সৌন্দর্য দেখে রাজা তাঁকে প্রধানা মহিষী করবার জন্য স্থির করেন। একদিন তিনি রাজ্যের ও রাজবংশের প্রথানুযায়ী রাজকুমারীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব

করে একজন পুরোহিতকে রাজকুমারীর কক্ষে পাঠান। রাজকুমারীকে পুরোহিত রাজার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পুরোহিতের কথা শুনে রাজকুমারী বিজয়া নিদারুণ ঘৃণায় জর্জরিত এবং শঙ্কায় অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি থর থর করে কাঁপতে থাকেন।

"পুরোহিত রাজকুমারীর মনোভাব বুঝতে পেরে বলেন, 'মা, আপনি এ-ভাবে নিজ মনোভাব যেন রাজাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবেন না। তার ফল অত্যন্ত ভয়ানক হবে। তিনি আরও বলেন যে, এমন কি ঘৃণা করবার মত অমার্জনীয় অপরাধের জন্য কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত রাজা নিষ্ঠুর ভাবে রাজকুমারীকে হত্যা করতেও পারেন।' রাজকুমারী তখন পুরোহিতের পায়ে ধরে বলেন, 'আমাকে রক্ষা করুন, পিতাজি! আমি কিছুতেই রাজাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারব না। তা'র চেয়ে মৃত্যুও আমার শ্রেয় হবে। আমি মরব হাঁ। নিশ্চয়ই মরব। মৃত্যু ভিন্ন আমার রক্ষা পাবার আর আর কোন পথ নেই'।"

"তারপর, বহিন?" স্বপন উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিল।

তরুণী পিয়ালু বলিতে লাগিল, "তারপর পুরোহিত তাঁকে বলেন 'এখনও তিন মাস সময় আছে, মা। এর মধ্যে দয়াময় ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তবে অনেক কিছু অঘটন ঘটতে পারবে। তুমি যেন বিবেচনা ও বুদ্ধির অভাবে সকল রকম সুযোগের ব্যবহার না করে, নিজের জীবন নষ্ট ক'রো না, মা।'

"পুরোহিতের কথা শুনে রাজকুমারী বিজয়া বলেন, 'আমার ত আর কোন সুযোগই হবে না, পিতাজী। আমাকে শয়তানেরা বহু দূরদেশ থেকে চুরি করে এনে রাজাকে বিক্রয় করে গেছে। আমি যে এখানে আছি, আমার পিতাজী জানেন না। কেউ জানে না। তবে আমার পক্ষে কোন্ সুযোগের কথা আপনি বল্‌ছেন পিতাজী?'

"পুরোহিত সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেন, 'মা, মানুষ দয়াময় ভগবানের ইচ্ছা কিরূপে অনুধাবন করবে? মঙ্গলময় কখনও মানুষের অমঙ্গল করেন না। প্রত্যেক কাজেই যদি দেখবার মত দৃষ্টি থাকে, তবে করুণাময়ের শুভেচ্ছা নিহিত আছে, দেখতে পেয়ে থাকে। তবেই আজ যা তোমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে, মঙ্গলময়কে অমঙ্গলের আকর বলে মনে হচ্ছে—দেখবে, সেই দৃশ্যত অমঙ্গলের ভিতর থেকে কিরূপে বিপুল পরিমাণে মঙ্গলের আবির্ভাব হয়েছে।' তারপর তিনি আরও বলেন, 'রানী পদের উপযুক্ত করবার জন্য এই তিন মাস কাল তোমার শিক্ষা আরম্ভ হবে—আদব-কায়দা, রাজবংশের রীতিনীতি, প্রধানা মহিষী হলে যে-সব কর্তব্য সাধন করতে হবে, সে-সব কণ্ঠস্থ ও আত্মস্থ করতে হবে, মা। তারপর তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যাবার পর······' এই অবধি বলে তিনি নীরব হন। তখন রাজকুমারী বলেন, 'আমি যে-কাজ মনে-প্রাণে ঘৃণা করি, সেই কাজ মনে-প্রাণে সমর্থন করতে হবে? সেই কার্যে যোগ দিতে হবে, পিতাজী?'

"পুরোহিত ম্লান স্বরে বলেন, 'অন্তত দু'টো মাস তুমি শান্ত-সমাহিত চিত্তে নির্দেশ মত প্রতিটী নির্দেশ মান্য করে যাও মা, আমি তোমার জন্য ভগবানের মন্দিরে প্রার্থনা জানাব।' " এই বলে পুরোহিত চলে যান।"

স্বপন কহিল, "কত দিন পূর্বে পুরোহিত বিবাহ প্রস্তাব জানিয়েছিলেন, বহিন?" স্বপন প্রশ্ন করিল।

"আজ হতে ঠিক দু' সপ্তাহ পূর্বে, ভাইয়া।" পিয়ালু কহিল, "গত দুই সপ্তাহের ভিতরেই রাজকুমারী বিজয়া শীর্ণ ও মলিন হয়ে পড়েছে।" তরুণী পিয়ালু 'আসিতেছি' বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্বপন ও হানাকু কিছু বুঝিতে না পারিয়া নীরবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

(৭)

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তরুণী পিয়ালু একটি লেফাফা লইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিল, "রাজকুমারী বিজয়া আপনাকে একখানি পত্র দিয়েছেন, ভাইয়া। এই নিন।" বলিয়া পত্রখানি স্বপনের হাতে তুলিয়া দিল।

স্বপন পত্রখানি আগ্রহভরে পাঠ করিতে লাগিল। আমরা পত্রখানি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

স্নেহময়ী ভগিনী পিয়ালুর মুখে শুনিলাম, ভাইয়া, আপনি আমাকে এই নরক হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। জানি না, বিশ্বাস করিতেও ভরসা হয় না—রামচন্দ্রজী এই দুঃখিনী নারীর প্রতি এরূপ প্রসন্ন হইবেন যে, আপনার মত এক মহানকে অমাকে উদ্ধার করিবার জন্য পাঠাইয়া দিবেন!

ভাইয়া, আমাকে যে কি প্রকারে আপনি উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন, আমি ভাবিয়া পাই না। আপনাকে এখানে দেখিবামাত্র শয়তানের সৈন্য-বাহিনী গ্রেফ্‌তার করিবে। আপনাকে হত্যা করিবে। আপনি আমার জন্য আপনার অমূল্য জীবন বলি দিবেন, আমি চাহি না। আমার মত একটি তুচ্ছ নারীর জন্য—না ভাইয়া, কিছুতেই আপনার জীবন-বিপন্ন করিতে পারিবেন না।

যেদিন শয়তান কুষ্ঠ রোগী আমাকে তা'র কাছে সহবত শিক্ষা

গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান জানাইবে, সেই দিনই আমি মরিব। হাঁ, আমি মরিব, ভাইয়া। মৃত্যু ভিন্ন আমার নিষ্কৃতি লাভের আর কোন পন্থা নাই।

শুনিতেছি, শীঘ্রই রানী হইবার জন্ত উপযুক্ত শিক্ষা-পর্বের অন্ততম বিষয়—স্বয়ং রাজার নিকট নির্দিষ্ট তিন মাসের ভিতর এক সপ্তাহ সহবত শিক্ষা-পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি ভাবিতেও ঘৃণায় ক্ষোভে জর্জরিত হইতেছি যে, কুষ্ঠরোগীর নিকট বসিয়া তাহার রানী হইবার জন্ত উপযুক্ত পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে।

জানি না, কবে আমার সেই মহা দুর্দিন উপস্থিত হইবে। যদি ইতোমধ্যে আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইতে পারেন, তবেই অভাগিনীকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন, নচেৎ হয় আমি বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করিব, নয় পলায়ন করিয়া গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্রের খাদ্যে পরিণত হইব।

পরিশেষে আমি এই নিবেদন করিতেছি যে, আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করিবেন না।

ইতি—

আপনার অভাগিনী ভগ্নী

বিজয়া

স্বপন পত্রখানি পাঠ করিয়া, হানাকু ও পিয়ালুকে পত্রের মর্ম বুঝাইয়া দিল। হানাকু গম্ভীর মুখে কহিল, "এখন উপায়, বন্ধু ?"

স্বপন চিন্তান্বিত স্বরে কহিল, "কিছুই স্থির করতে পারছি না, বন্ধু।"

এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া ...

সহবত শিক্ষার জন্য বিজয়া দেবীকে আহ্বান করবে, কিছু শুনেছ, বহিন ?"

পিয়ালু কহিল, "কোন স্থিরতা নেই, ভাইয়া। তবে এত শীঘ্র না-ও আহ্বান করতে পারে। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে রাজা দু'টি মাস অতিবাহিত হবার পর ভবিষ্যৎ মহিষীকে আহ্বান করেছে। কিন্তু বিজয়ার ক্ষেত্রে কবে আহ্বান করবে, কেউ তা' নির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারে না, ভাইয়া।"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "উত্তম! আমি সেজন্য অনুমান অথবা কল্পনার ওপর নির্ভর ক'রে বসে থাকব না।"

"কি করবেন ?" উদ্বিগ্ন স্বরে পিয়ালু প্রশ্ন করিল।

স্বপন গম্ভীর স্বরে কহিল, "আমি আজই অপরাহ্ণে যাত্রা ক'রে রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করবার জন্য চেষ্টা করব। তারপর দয়াময় ভগবান অদৃষ্টে যা লিখেছেন, তা'ই হবে।" এই বলিয়া সে মৃদু হাস্য করিল।

পিয়ালু মুহূর্ত্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "আমি একটা প্রস্তাব করতে পারি, ভাইয়া ?"

স্বপন সশ্রদ্ধ স্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই পার, বহিন। শুধু তোমার জন্যই এমন অবিশ্বাস্য অতি অল্প সময়ের ভিতর বিজয়ার সংবাদ লাভ করেছি! বল, বহিন ?"

পিয়ালু কহিল, "আগামী পরশ্ব রাত্রে রাজা বছরের শেষ দিনের উৎসবে যোগ দেবার জন্য দক্ষিণ-রাজ্যে দু'দিনের জন্য চলে যাবে। সেই অবসরে আপনি অনায়াসে, অপেক্ষাকৃত নিরাপদে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে সক্ষম হবেন। যদিও আমি কল্পনা করতে পারি না, আপনার

স্বপন সাগ্রহে কহিল, "বেশ, তা'ই হবে, বহিন। আমি আগামী পরশু অপরাহ্ণে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করব। ইতোমধ্যে বনানীর পথ-ঘাট একটু পর্যবেক্ষণ করব।"

ইহার পর পিয়ালু ও হানাকু স্বপনকে বিশ্রাম করিবার জন্য রাখিয়া, গুহা-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন রাত্রে আহারের পর স্বপন গুহা-কক্ষে বসিয়া পিয়ালু ও হানাকুর সহিত কথা বলিতেছিল। স্বপন বলিতেছিল, "তুমি কি জান, পিয়ালু বহিন, রাজার প্রতি সৈন্যদলের ও রাজ-কর্মচারীদের আনুগত্য কিরূপ গভীর?"

পিয়ালু কহিল, "আপনি যদি বলতে চান, সৈন্য ও রাজ-কর্মচারীরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, তা'হলে আপনি ভুল করবেন। কারণ রাজ্যের নিয়মানুসারে রাজবংশের সন্তান ভিন্ন অন্য কেউ রাজা হতে পারবে না।"

স্বপন হাস্য মুখে কহিল, "যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তোমাদের শ্বেতা-রাজাকে একবার দেখবার আগ্রহ আমার বড়ো কম নয়, বহিন।"

পিয়ালু কহিল, "আপনার আগ্রহ পূর্ণ না করে যদি কার্যোদ্ধার করতে পারেন, তবে আমি সুখী হব, ভাইয়া। কারণ রাজার মত নিষ্ঠুর, হীন, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বিশালীপুরায় আর দু'টি নেই, ভাইয়া।"

হানাকু কহিল, "বন্ধু, আশা করি, আমাকে তোমার কাজে যেটুকু ব্যবহার করতে পার, তা' করতে দ্বিধা করবে না?"

স্বপন কহিল, "তোমাদের সাহায্যেই ত আমি অগ্রসর হ'তে সক্ষম হচ্ছি, বন্ধু। তোমাদের সাহায্য না পেলে আমি শুধু বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম।"

হানাকু কহিল, "সবই দৈব, বন্ধু। তুমি যদি ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'য়ে বাঘটাকে হত্যা না করতে, তাহ'লে আজ তোমার সঙ্গে বন্ধু-ভাগ্যে ভাগ্যবান হবার সুযোগ পেতাম না। রাত অনেক হয়েচে, বন্ধু। আগামী কাল আমরা শিকার করতে যাব।"

স্বপন কহিল, "উত্তম! শুভ রাত্রি, বন্ধু! শুভ রাত্রি, বহিন।"

পরদিন প্রভাতে ব্রেকফাস্টের পর স্বপন ও হানাকু শিকার করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। স্বপন কহিল, "আমরা পৃথক ভাবে শিকার করব, হানাকু। আমাদের অদৃষ্টে কি শিকার সম্ভব হয় দেখতে হবে।"

"বেশ, তাই হোক, বন্ধু।" বলিয়া হানাকু অন্য দিকে চলিয়া গেল।

স্বপন রাইফেল হস্তে ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূর যাইবার পর সহসা তাহার কর্ণে মনুষ্য কণ্ঠস্বর ও পদধ্বনি প্রবেশ করিলে সে সচকিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, নিশ্চয়ই রাজ-সৈন্যেরা কোন পলাতক ক্রীতদাসকে গ্রেফ্‌তার করিতে বাহির হইয়াছে। সে দ্রুত পদে একটি ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিল।

অনতিবিলম্বে স্বপন দেখিল, বারো জন সৈন্য তীর-ধনুক ও সুতীক্ষ্ণ বর্শার দ্বারা সজ্জিত হইয়া যাইতেছে। স্বপন যেখানে লুকাইয়া ছিল, তাহার অব্যবহিত নিকটে সৈন্যদল একটি বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল ও একজন সৈন্য কহিল, "এস, একটু বিশ্রাম করা যাক। এখন কতদিন যে পলাতকাকে গ্রেফ্‌তার করতে লাগবে, কে বলতে পারে?"

সৈন্যগণের ভিতর কেহ কেহ বসিল, অপর সকলে ভূমি-শয্যায় শয়ন করিল।

অভিষিক্তা হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা পেয়েও কোন নারী যে পলায়ন করতে পারে, আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি ?"

অন্য সৈন্য ঘৃণা ভরে থুথু ফেলিয়া কহিল, "দেখ বন্ধু, নিজেকে প্রতারিত ক'রো না। যেমন তুমিও জান, আমিও ঠিক তেমনি জানি, কেন হতভাগিনী পলায়ন করেছে। তরুণী সুন্দরী নারীর নিকট পৃথিবীর সাম্রাজ্ঞী পদের চেয়ে সহস্র গুণে বেশি কামনার বস্তু মনোমত স্বামী লাভ। সেক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ পাটরানীর পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষার প্রয়াস এতটুকুও দূষণীয় হয় নি।"

সৈন্যদলের সর্দার কহিল, "তিনশো পাঁচ নম্বর, তোমার কথা রাজদ্রোহ-কর হচ্ছে, বন্ধু।"

তিনশো পাঁচ নম্বর কহিল, "তা জানি, সর্দার। জিজ্ঞাসা করি, আপনার অভিমতও কি তা'ই নয় ?"

"চুপ করো, চুপ করো! কেউ যদি শোনে আমরা এসব বিষয় আলোচনা করছি, তা'হলে রাজার কানে উঠে আমাদের সকলকে ফাঁশির দড়িতে ঝুলিয়ে দেবে।" এই বলিয়া সর্দার নীরব হইল।

কিছু সময় নীরবে অতিবাহিত হইয়া গেল। এক সময়ে অপর একজন সৈন্য কহিল, "ভবিষ্যৎ পাটরানীকে যদি দেখতে পাই, তবে কি তাঁকে আমরা গ্রেফ্‌তার ক'রে নিয়ে যাব, সর্দার ?"

সর্দার মুখভাব বিকৃত করিয়া কহিল, "তবে কি জন্য আমরা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, জিজ্ঞাসা করতে পারি কী ?"

পূর্বোক্ত সৈন্য কহিল, "তা ঠিক, সর্দার। কিন্তু আমাদের সহানুভূতি হতভাগিনীর দিকে। কিন্তু পলায়ন ক'রে যদি নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন, তা'হলে না হয় আমরা পলায়নে সাহায্য করতাম। কিন্তু

হিংস্র জন্তু সমাকুল এই গভীর অরণ্য থেকে পলায়ন করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হবে। নিশ্চিত ভাবে তিনি হিংস্র জন্তুর খাদ্যে পরিণত হবেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে যত শীঘ্র সম্ভব অনুসন্ধান ক'রে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই সমীচীন হবে।"

সর্দার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "রাজার আমাদের প্রতি দেওয়া আদেশের কথা স্মরণ আছে ত, সৈন্যগণ? তিনি বলেছেন যে ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরলে, তোমাদের না-ফেরার সমতুল্য হবে।" এই অবধি বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "রাজার উক্তির অর্থ বুঝতে পেরেছ তোমরা?"

একজন কহিল, "পেরেছি বৈকি, সর্দার। দয়াময় রাজা আমাদের হত্যা করবার আদেশ দেবেন। সেক্ষেত্রে যে-পর্যন্ত না আমরা ভবিষ্যৎ প্রধানা রানীকে পাচ্ছি, সে-পর্যন্ত এই বনেই বাস করি আসুন, সর্দার। আমাদের বন ও গৃহ এখন দুইই সমান।"

সর্দার কহিল, "ওঠো, এস দেখি, কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি-না!"

সৈন্যদল পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল ও মার্চ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া গেল।

সৈন্যদলের পদ শব্দ মিলাইয়া গেলে, স্বপন ঝোপ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সে যাহা শুনিল, তাহাতে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, রাজকুমারী বিজয়া পলায়ন করিয়াছে। খুব সম্ভবত আগামী কাল রাজা বাহিরে যাইবে—এই জন্য বিজয়াকে তাহার কক্ষে সহবত পাঠ হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল এবং হতভাগিনী ভয়ে ও ঘৃণায় জ্ঞানশূন্য হইয়া জঙ্গলের ভিতর চলিয়া আসিয়াছে।

স্বপন ভাবিতে লাগিল যে, রাজকুমারী বিজয়া নিশ্চয়ই বনানীতে

প্রবেশ করিয়াছে। নচেৎ সৈন্যদল বনানীতে প্রবেশ করিত না। কিন্তু হিংস্র জন্তুর কবল হইতে সে কি জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে? স্বপন সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে যে-পথে হানাকু ও পিয়ালুর সহিত বিশালী রাজপ্রাসাদ অভিমুখে গমন করিয়াছিল, সেই দিকে গমন করিতে লাগিল।

স্বপনকে পিয়ালু আরও বলিয়াছিল যে, রাজকুমারী বিজয়া জঙ্গল সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং কিরূপে ফটকের ভিতর দিয়া গমন করিতে হয়, সব কিছু জানিয়া লইয়াছিল।

স্বপন ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতেছিল। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইল। দেখিল, মনুষ্য-সমান ঘন ঘাসে পদব্রজে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব করিয়াছে।

স্বপন একমুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মস্তকোপরি একটি বৃক্ষ-শাখা ধরিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

স্বপন কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, সে পথ ভুল করিয়াছে। সে দক্ষিণ দিকে গমন না করিয়া পূর্ব মুখে চলিতেছে। ইহা চিন্তা করিয়া সে পুনশ্চ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিল।

স্বপন বেলা ১১টা অবধি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু রাজকুমারী বিজয়ার কোন সন্ধান না পাইয়া, সে গুহা-অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। একস্থানে আসিয়া স্বপন দেখিল, একটি পর্বত হইতে ঝরণা ধারা নামিয়া আসিয়াছে ও তিনটি হরিণ জল পান করিতেছে।

স্বপন রাইফেল উদ্যত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যে-মুহূর্তে একটি হরিণ জল পান করিয়া জলের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল,

স্বপনের রাইফেল গর্জন করিয়া উঠিল। অব্যর্থ লক্ষ্যে বুলেটাহত হরিণটি একটি তীব্র লম্ফ দিয়া পড়িয়া গেল এবং পড়িয়া রহিল।

স্বপন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া হরিণটি স্কন্ধে তুলিয়া লইল এবং গুহাবাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিল, হানাকু বহু পূর্বে একটি হরিণ ও তিনটি খরগোস শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

স্বপনকে দেখিয়া পিয়ালুর ম্লান মুখ হাস্যালোকিত হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "এত দেরি হ'ল যে, ভাইয়া?"

হানাকু হরিণটির দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, স্বপন কহিল, "আগে এক গ্লাস জল দাও, বহিন, তারপর আমার কৈফিয়ত দেব।"

তরুণী পিয়ালু দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল। হানাকু যেখানে হরিণটির ছাল ছাড়াইতেছিল, স্বপন সেখানে গিয়া উপবেশন করিল।

(৮)

স্বপনের মুখে রাজকুমারী বিজয়ার রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন ও সৈন্যদল কর্তৃক অনুসন্ধানের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তরুণী পিয়ালু কহিল, "এইবার বুঝেছি, কেন রাজকুমারী বনে আসবার পথ ও উপায় সম্বন্ধে আমাকে এত প্রশ্ন করেছিলেন! কিন্তু এখন কি হবে, ভাইয়া?"

উত্তর দিল হানাকু। সে কহিল, "এখন যে ভাবেই হোক তাঁকে অনুসন্ধান ক'রে বার করতে হবে এবং উদ্ধার ক'রে আমাদের গুহায় আনতে হবে, পিয়ালু। এক কাজ কর তুমি, যাও আমাদের খাদ্য যত শীঘ্র হয় শেষ কর। তারপর আমরা দুজনে দুদিকে রাজকুমারী মা'কে অনুসন্ধান করতে বার হব। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।"

স্বপন প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "না হানাকু, তোমার অনুসন্ধানে যাওয়া সমীচীন হবে না। কারণ রাজ-সৈন্যদল জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।"

হানাকুর মুখে এমন এক জাতীয় হাস্য ফুটিয়া উঠিল, যাহা দেখিয়া স্বপনের মন অসভ্য বন্য লোকটির সম্মুখে শ্রদ্ধাভারে নত হইয়া পড়িল। হানাকু কহিল, "তুমি কি ভেবেছ বন্ধু, রাজার দশ-বারো জন সৈন্য করবে আমাকে গ্রেফ্‌তার, আর আমি সেই ভয়ে সব জেনে-শুনেও আমার প্রাণদাতার অপরিশোধ্য ঋণের কণামাত্র পরিশোধ করবার সুযোগ পেয়েও তা' অবহেলায় নষ্ট করব? না শত্রুঘ্ন, না বন্ধু, তা' হবে না। আমাকে তুমি দয়া ক'রে নিষেধ ক'রো না, আমি কিছুতেই তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না।" এই বলিয়া সে পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিল, "যাও পিয়ালু, আমার কাজ দশ মিনিটের ভিতর শেষ হ'য়ে যাবে।"

পিয়ালু স্বামী ও স্বপনকে পরিবেশন করিয়া, নিজে তাহাদের সম্মুখে বসিয়া একটি পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল। একসময়ে সে কহিল, "আপনি অধৈর্য হবেন না, ভাইয়া। আমাকে রাজকুমারী বিজয়া বলেছিলেন যে তিনি রাজপুতের মেয়ে। বৃক্ষ, পর্বত এবং মরুভূমিতে কিরূপে বাস করতে হয় জানেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, যদি একান্ত-পক্ষে জঙ্গলে পালিয়ে যাবার সুযোগ পান, তবে কিছু খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবেন। আর অস্ত্র নিতে যেন ভুলবেন না।' আমার কথা শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন, 'অন্য অস্ত্র আমার কাছে থাকবে না, পিয়ালু। থাকবে আমার নারী-ধর্ম রক্ষাকারী চির-সাথী এই ছুরিকা।' এই বলে তিনি আমাকে একটি ধারালো ছুরিকা দেখিয়েছিলেন।"

স্বপন কহিল, "শুনে আশ্বস্ত হলাম, বহিন।"

পিয়ালু কহিল, "আমিও আপনাদের সঙ্গে একদিকে অনুসন্ধান করতে

যেতাম, কিন্তু আমি বৃক্ষ-পথে চলতে পারি না। তা'ছাড়া বিশালীর মেয়ে হয়েও আমি অস্ত্র ধারণ করতে শিক্ষা করি নি, ভাইয়া।"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "তোমরা আমাকে যে মহান সাহায্য করচ বহিন, সে-ঋণই আমার পক্ষে বহন করা দুর্বহ হয়ে উঠছে।" এই বলিয়া সে মুখ-হাত ধৌত করিয়া উপবেশন করিল।

পিয়ালু কহিল, "একটু বিশ্রাম ক'রে বা'র হোন, ভাইয়া। অন্তত পক্ষে আমার আহার করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

তরুণী পিয়ালু আহার শেষ করিয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী ও স্বপন বাহিরে যাইবার জন্য সর্ব রকমে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে কহিল, "যেখানেই যান, যেখানেই থাকুন, রাত্রে যখন কোন অনুসন্ধান-কার্য চালান যাবে না, তখন গুহায় ফিরে আসবেন, ভাইয়া।"

স্বপন কহিল, "ফিরে আসবার যদি সুযোগ থাকে, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি নিশ্চয়ই এখানে ফিরে আসব, বহিন।"

স্বপন ও হানাকু বাহির হইয়া উভয়ে বিভিন্ন দিকে গমন করিতে লাগিল। তখন বেলা আড়াইটা বাজিয়াছে। স্বপন অনুসন্ধান করিতে করিতে বৃক্ষ-পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার মন রাজকুমারীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইতে হইতে 'রাজকুমারী বিজয়া! রাজকুমারী বিজয়া!" বলিয়া মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল।

অবশেষে অপরাহ্ণ পৌনে পাঁচটার সময় সহসা স্বপন বৃক্ষের উপর হইতে দেখিল, একটি তরুণী রাজপুত মেয়ে ক্লান্ত ও শ্রান্ত চরণে ধীরে ধীরে বনের ভিতর দিয়া গমন করিতেছে এবং প্রায় ত্রিশ হাত দূরে থাকিয়া একটি ব্যাঘ্র তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। স্বপন মুহূর্তের ভিতর

বুঝিতে পারিল, হতভাগিনী তরুণী মেয়ে পশ্চাতে ব্যাঘ্রানুসরণ সম্বন্ধে আদৌ অবগত নহে।

স্বপন মুহূর্ত-মাত্র চিন্তা করিয়া দ্রুতবেগে তরুণী নারীর নিকট উপস্থিত হইয়া ঝুপ করিয়া তলদেশে অবতরণ করিল। তরুণী নারী চমকিত হইয়া চাহিলে যুগপৎ স্বপন ও ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার পদদ্বয় নিদারুণ ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। স্বপন দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "কোন ভয় নেই। আপনি যে-কোন একটা বৃক্ষে আরোহণ করুন। আমি ব্যাঘ্রের পথ রোধ করছি। যান, কোন প্রতিবাদ করবেন না।"

তরুণী মেয়ে রাজকুমারী বিজয়া। সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ বৃক্ষের নিকট ছুটিয়া গিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিবার জন্য কম্পিত হস্ত ও পদের দ্বারা মুহূর্ত-কয়েক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে বৃক্ষের উপর আরোহণ করিল এবং উপর দিকে নিরাপদ দূরত্বে গমন করিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এদিকে ব্যাঘ্র তাহার নিশ্চিত শিকারের পথে বাধা উপস্থিত হইতে দেখিয়া, প্রলয়-গর্জনে হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল এবং রাজকুমারীকে ছুটিয়া বৃক্ষের নিকট যাইতে দেখিয়া প্রচণ্ড বেগে লম্ফ দান করিল। স্বপনের হস্ত-ধৃত রাইফেল গর্জিয়া উঠিল। বুলেট ব্যাঘ্রের স্কন্ধ দেশে প্রবিষ্ট হইলে, সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল ও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্বপনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল। স্বপন তাহার রাইফেল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, এক লম্ফে ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠ দেশে আরোহণ করিল এবং এক হাত দিয়া ব্যাঘ্রের কণ্ঠ-দেশ বেষ্টন করিয়া ভীম বলে জড়াইয়া ধরিল ও দুই লৌহ-দণ্ড সদৃশ পদদ্বয় ব্যাঘ্রের উপর চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ

হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে দ্বিধার ছুরিকা ধরিয়া উপর্যুপরি ব্যাঘ্রের হৃৎপিণ্ডের উপর আঘাত করিতে লাগিল।

ব্যাঘ্র প্রলয়ঙ্কর গর্জনে চিৎকার করিতে করিতে বারবার লম্ফ দিয়া স্বপনকে পৃষ্ঠচ্যুত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিল, কিন্তু লৌহ-বেড়ী স্বরূপ পদদ্বয়ের চাপ ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। মাত্র দুই মিনিট পরে ব্যাঘ্র গতায়ু হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

স্বপন ব্যাঘ্র-পৃষ্ঠ হইতে লাফ দিয়া অবতরণ করিল এবং ব্যাঘ্র নিশ্চিত ভাবে মরিয়াছে অবগত হইয়া, সে রাজকুমারীর বৃক্ষতলে গিয়া কহিল, "নেমে আসুন, রাজকুমারী বিজয়া। কোন ভয় নেই। আমি আপনার বন্ধু। আমার নাম ও উদ্দেশ্য পিয়ালুর মুখে শুনেছেন। আমি শত্রুঘ্ন।"

রাজকুমারী বিজয়া উত্তেজিত আনন্দে অধীর হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। সে স্বপনের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, "ভগবান করুণাময়, ভাইয়া। তিনি অবশেষে হতভাগিনীকে উদ্ধার করবার জন্য দেবতা ভাইয়াকে পাঠিয়েছেন।"

স্বপন কহিল, "ওঠো, বহিন। এদিকে পাঁচটা বেজেছে। আমাদের এখন অনেক দূর যেতে হবে।"

রাজকুমারী বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "কোথায় যাবেন, ভাইয়া?"

"পিয়ালুর গুহাবাসে রাজকুমারী। এস আমার সঙ্গে। ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আমি তোমাকে এরূপ সহজে উদ্ধার করতে পেরেছি, বহিন। নির্ভাবনায় আমার সঙ্গে এস, বহিন।"

"ভাবনা!" রাজকুমারী বিজয়ার মুখে অপূর্ব হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনার সঙ্গে যাবার ভাবনা, ভাইয়া? আপনি কি জানেন,

পিয়ালুর মুখে আপনার কথা শোনা অবধি আমার মনে আর অন্য কোন চিন্তার অবসর ছিল না? চলুন, আপনার আদেশে আমি এখন হাসতে হাসতে জীবন দিতেও মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করব না।"

স্বপন তাহার রাইফেলটি হাতে তুলিয়া লইয়া রাজকুমারীর অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই বনানীর ভিতর ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল। স্বপন চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে-যে কোন্ দিকে কত দূর আসিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তবুও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সে দ্রুত পদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক স্থানে উপনীত হইয়া সহসা স্বপন সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার কর্ণে পূর্বে শ্রুত সেনাদলের কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিতে লাগিল। সে রাজকুমারীকে কোন কথা বলিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া, যেদিক হইতে কথাবার্তার ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই দিকে সোজা গমন না করিয়া ধীরে ধীরে ঘুরিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই দেখিল, সেই দিক হইতে প্রায় বিশজন সৈন্যের একটি দল আগমন করিতেছে। স্বপন সচকিতে রাজকুমারীর একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে বৃক্ষান্তরালে লইয়া যাইবার জন্য যেমন উদ্যত হইল, অমনি সৈন্যদলের সম্মুখবর্তী সৈন্যেরা তাহাদের দেখিতে পাইয়া উন্মাদভরে চিৎকার করিয়া উঠিল, "পাগাতকা ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষী! গ্রেফ্‌তার কর! গ্রেফ্‌তার কর!"

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাত ও সম্মুখ দিক হইতে সৈন্যগণ রাজকুমারী বিজয়া ও স্বপনকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

স্বপন দেখিল, বিনা-যুদ্ধে পলায়নের কোন পথ নাই। সে তাহার

হস্ত-ধৃত রাইফেল উদ্যত করিয়া ফায়ার করিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন সৈন্য আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। স্বপনের রাইফেল পশ্চাদদিকে উপর্যুপরি দুইবার গর্জন করিয়া উঠিল। আরও দুইজন সৈন্য হত হইল। কিন্তু চারিদিক হইতে প্রায় এক শত জন সৈন্য ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, অগ্নি-বাণ ছুটিতেছে দেখিয়া কয়েকজন দুঃসাহসী সৈন্য বৃক্ষের উপর দিয়া আসিয়া এক যোগে স্বপনের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং চারিদিক হইতে সৈন্যগণ আসিয়া স্বপনকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিলে, স্বপন রুদ্ররোষে ফুলিয়া রাইফেল ত্যাগ করিয়া মুষ্ট্যাঘাতে দশ-বারোজন সৈন্যকে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল অবশেষে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রয়াস ধারণা করিয়া বন্দী হইল।

সৈন্যদলের সেনাপতি রাজকুমারী বিজয়ার দিকে চাহিয়া সৈন্যদলকে কহিল, "খবরদার! রাজমহিষীর দেহে এতটুকুও না আঘাত লাগে, সেদিকে সকলে অবহিত হও। আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ পাঠরানীর এতটুকুও অমর্যাদা আমি সহ্য করব না। রাজা অমর্যাদাকারীকে স্বহস্তে হত্যা করবেন।" এই বলিয়া সে বিজয়ার সম্মুখে গিয়া কহিল, "মা, আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। আজ রাত্রে আমরা ঐ মুক্ত স্থানে রাত্রি যাপন করব। আগামী কাল আমরা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করব।" এই বলিয়া সেনাপতি স্বপনের দিকে ফিরিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে কহিল, "আপনি একা ছয়জন সৈন্যকে যুদ্ধে হত্যা করেছেন, বারো জন সৈন্যকে শুধু হাতে ধরাশায়ী করেছেন, এমন বীরকেও আমরা অমর্যাদা দেখাতে চাইনে। রাজা আপনার বীরত্বের কাহিনী যখন শুনবেন, তখন নিশ্চয়ই আপনাকে যথাযোগ্য পদে অভিষিক্ত করবেন। আপনি কোনরূপ পলায়নের চেষ্টা না করে আমাদের সঙ্গে আসুন।"

স্বপন বুঝিল, কোনরূপ প্রতিবাদ করিয়া লাভ হইবে না। উপরন্তু যুদ্ধ করিয়াও এমন ক্ষেত্রে কোনরূপ স্বফল দেখা দিবে না। স্নতরাং সে ধীরে ধীরে সৈন্যদলের সহিত গমন করিতে লাগিল।

সম্মুখে অল্প দূরে মুক্ত স্থানে আসিয়া সেনাপতি রাজকুমারীর রাত্রি-যাপনের জন্য আপনার একমাত্র তাঁবু ছাড়িয়া দিল এবং স্বপনের দু'টি পা একত্রে বন্ধন করিয়া দিয়া কহিল, "আপনার হাত দু'টো মুক্ত রাখলাম। কিন্তু পলায়নের জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করলে, আমি তৎক্ষণাৎ আপনার হাত বাঁধবার আদেশ দেব।"

স্বপন বীরের মত এই লাঞ্ছনাটুকু সহ্য করিতে লাগিল।

মুক্ত স্থানের চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইল। সৈন্য-বাহিনীর পাচকেরা সৈন্যদের জন্য রন্ধন করিতেছিল। সেনাপতি রাজকুমারী বিজয়া ও স্বপনকে খাদ্যের ভাগ দান করিল।

সেনাপতি ও সৈন্যদলের আহার-পর্ব শেষ হইলে, সেনাপতি স্বপনের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল। আহার-পর্বের সময় স্বপনের পদদ্বয় মুক্ত করা হইয়াছিল। সে সেনাপতির দিকে চাহিয়া কহিল, এবার বাঁধবার আদেশ দিন।"

সেনাপতি মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "না বন্ধু, আমরা মানুষ চিনি। আপনার মত মহান বীর যুবকের প্রতি না জেনে যে অন্যায় আচর করেছি, তা' আর ফিরবে না। কিন্তু আপনার মুখের কথার ওপর নির্ভর ক'রে অর্থাৎ আপনি পলায়ন করবেন না বলায়, আমি সৈন্যদলকে আপনাকে মুক্ত রাখবার জন্য আদেশ দিয়েছি।"

স্বপন কহিল, "ধন্যবাদ!"

সেনাপতি কহিল, "শুনলাম, আপনি এখানে পৌছাবার কিছু সময়

পূর্বে একটা বাঘকে একটি ছুরিকার দ্বারা হত্যা করেছেন, বাঘের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে তাকে কাবু করেছেন। যিনি এমন অসাধ্য সাধন করতে পারেন, তাঁকে বিশালীপুরার সৈন্যেরা কখনও অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।"

স্বপন কহিল, "রাজকুমারীকে অনুসন্ধানের জন্য কত সৈন্য বেরিয়েছে ?"

"সর্বদিকে অর্থাৎ রাজধানীর চতুর্দিকে এবং বিশেষ ভাবে জঙ্গলের দিকে সর্বসমেত দু' হাজার সৈন্য বিশালীর ভবিষ্যৎ প্রধানা রাজমহিষীকে অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছিল। আমরা ভাগ্যবান, তা'ই আপনাদের দেখা আমরাই পেয়েছি।"

স্বপন কহিল, "আপনারা রাজধানী থেকে কত দূরে আছেন ?"

"প্রায় আট ঘণ্টার পথ দূরে আছি, বন্ধু। আমাদের সঙ্গে অশ্ব আছে। মহা সম্মানিতা ভবিষ্যৎ পাটরানী ও আপনাকে দু'টি অশ্বে আরোহণ করিয়ে নিয়ে যাব। রাজা বাহাদুরের কঠিন আদেশ আমাদের প্রতি আছে যে, রানী-মা'র এতটুকুও অসুবিধা না হয়, সেদিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।"

স্বপনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সেনাপতি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় স্বপনের পার্শ্বে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিল। স্বপন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিল।

স্বপনের চক্ষুতে সেদিন রাত্রে সহসা নিদ্রার আগমন সম্ভব হইল না। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার পক্ষে রাজকুমারী বিজয়াকে অনুসরণ করাই সমীচীন কাজ হইবে। সে রাজপ্রাসাদে পৌঁছাইয়া যদি রাজার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারে, তাহা হইলে সে রাজকুমারীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবার কোন না কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

স্বপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া চক্ষুদ্বয় মুদিত করিল এবং মন হইতে সকল চিন্তা সবলে দূর করিয়া দিয়া কয়েকটি মিনিটের ভিতর নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(৯)

পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দেখিল, সেনাপতি একটি বৃহৎ পাত্রে চা-জাতীয় কোন তরল পদার্থ হাতে লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। স্বপনকে উঠিতে দেখিয়া সেনাপতি কহিল, "এই পানীয়টুকু গরম গরম পান করুন। আপনার দেহের সকল জড়তা নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে।"

স্বপন বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "এ কি? চা?"

সেনাপতি কহিল, "আপনাদের দেশে কি বলে জানি না, আমরা এখানে 'সুরালি' বলে থাকি।"

স্বপন সুরালি পান করিবার জন্য একটি চুমুক পান করিয়া দেখিল, তাহাকে দুগ্ধ ও চিনি-বিহীন গরম চা পান করিতে দেওয়া হইয়াছে। সে মৃদু হাস্য মুখে বিস্বাদ চা পান করিয়া অপেক্ষাকৃত তৃপ্তি বোধ করিল।

সেনাপতি হাস্য মুখে কহিল, "নিশ্চয়ই আপনারা এ-জিনিষ আপনার মুলুকেও পান ক'রে থাকেন? বেশ। এখন আসুন, আমরা প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে আসি।"

ঝরণার জলে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া, স্বপন সেনাপতির সহিত প্রত্যাবর্তন করিল এবং ব্রেকফাস্ট করিল। হরিণের মাংসের রোস্ট ও রুটির দ্বারা প্রাভাতিক ভোজ-পর্ব শেষ হইলে, রাজকুমারী বিজয়া ও স্বপনকে অশ্বারোহণ করাইয়া, সেনাপতি অশ্বারোহণে স্বপনের পার্শ্বে থাকিয়া

সৈন্যদলকে অগ্রে ও পশ্চাতে সমভাগে ভাগ হইয়া যাত্রা করিবার জন্য আদেশ দিল।

অশ্বারোহণে অগ্রসর হইতে হইতে এক সময়ে রাজকুমারী বিজয়া স্বপনের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "আপনি ত অনায়াসে চলে যেতে পারতেন, ভাইয়া?"

"না, পারতাম না।" স্বপন হাস্য মুখে কহিল, "আর পারলেও আমার বহিনকে শত্রু-হাতে ফেলে কাপুরুষের মত কাজ করতে পারতাম না, বহিন।"

বিজয়া কহিল, "ভেবেছিলাম, ভগবান করুণাময়। ভেবেছিলাম, তিনি হতভাগিনীর প্রতি সদয় হয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি, তিনি আমার প্রতি বিদ্রূপ করেছিলেন, ভাইয়া।"

স্বপন ম্লান কণ্ঠে কহিল, "অমন চিন্তাতেও অপরাধ হয়, বহিন। ভগবান কখনও তাঁর সন্তানের পক্ষে কোন অমঙ্গলকর কার্য করেন না। আমরা বুঝতে পারি না, তাই তাঁকে অপরাধী ভেবে থাকি, বহিন। তোমার ও আমার গ্রেফ্‌তারের জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তাই শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবার জন্য আমরা সৈন্যদলের হাতে পড়েছি।"

রাজকুমারী বিজয়া কহিল, "আমি যদি আপনার মত বিশ্বাসী হতাম, তা'হলে হয়তো মনে যে দারুণ দুঃখ বোধ করছি, তা' থেকে মুক্তি পেতাম।"

সেনাপতি কহিল, "আপনি বলছেন যে বিশালী ও কুশালী ছাড়া পৃথিবীতে অন্য রাজ্য আছে?"

স্বপন কহিল, "হাঁ, বন্ধু। আমি ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসেছি। আপনি নিশ্চয়ই ভারতের নাম শোনেন নি, সেনাপতি?"

"ভারতবর্ষ!" সেনাপতি ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখে চিন্তা করিয়া কহিল, "ভারতবর্ষ? হাঁ, মনে পড়েছে। আমাদের প্রধান পুরোহিতকে একবার বলতে শুনেছিলাম যে, শাস্ত্র-গ্রন্থে আছে নাকি পৃথিবীতে আরও অনেক দেশ আছে, যা'র সন্ধান কেউ জানে না। আজ পর্যন্ত সেই সব দেশ আবিষ্কার করা যায় নি।"

স্বপন মৃদু হাস্য করিল। সে কহিল, "আপনাদের প্রধান পুরোহিতের বয়স কত?"

"কেউ বলে দু'শো, কেউ বলে হাজার বছর। তবে প্রধান পুরোহিত বলেন, তাঁর বয়স মাত্র দেড়শো বছর।" সেনাপতি কহিল।

"মাত্র দেড়শো বছর?" স্বপনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে না?"

"নিশ্চয়ই যাবে। তিনি প্রত্যহ রাজার কাছে আসেন। রাজাকে পরামর্শ দেন। বিচারের সময় প্রায়ই দরবারে উপস্থিত থাকেন।" এই বলিয়া সেনাপতি নীরব হইল।

স্বপন মুহূর্ত-কয়েক দ্বিধা করিয়া কহিল, "আপনাদের রাজা নাকি কুষ্ঠ ব্যাধি-গ্রস্ত?"

সেনাপতি সচকিত হইয়া কহিলেন, "চুপ করুন, বন্ধু। ও-কথা আর উচ্চারণ করবেন না। তবে আমি আপনাকে বলছি, রাজা কুষ্ঠ-ব্যাধি নয়, শ্বেতী রোগে ভুগছেন। তাঁর সর্ব দেহ প্রায় সাদা হয়ে যাচ্ছে।" এই বলিয়া সে রাজকুমারী বিজয়ার দিকে একবার চাহিয়া পুনশ্চ নত স্বরে কহিল, "আর এই জন্যই ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষী পলায়ন করেছিলেন।"

স্বপন দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে কহিল, "কোন নারীই সহ্য করতে পারেন না, সেনাপতি।"

সেনাপতি নত স্বরে কহিল, "জানি, বন্ধু। কিন্তু উপায় কী? ব্যাধি রাজার স্বেচ্ছার্জিত নয়। তাঁরও কামনা আছে, বাসনা আছে। সুতরাং তাঁর পক্ষে কোন অন্যায় হয়েচে কি বলা যায়, বন্ধু? কিন্তু থাক ও-আলোচনা। রাজ্যে ফিরে আমরা আপনার অগ্নি-বাণের শক্তি পরীক্ষা করব। আশা করি, আপনি তা দেখাতে অস্বীকৃত হবেন না, বন্ধু?"

স্বপন কহিল, "না, সেনাপতি। আমার বিস্ময়ও এই যে, আপনাদের মত সভ্য দেশের সৈন্যবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্রের কোন সংবাদ রাখেন না! কিন্তু তা'র একমাত্র হেতু এই যে আপনারা সমুদ্রের পরপারে কি আছে, তা' দেখবার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি। আচ্ছা আপনারা কি সমুদ্রে বড়ো বড়ো জাহাজ এবং এরোপ্লেন উড়ে যেতেও দেখেন নি!"

সেনাপতি কহিল, "কচিৎ আমরা বড়ো বড়ো ভাসমান বাড়ী দেখেছি। অতি বড়ো পাখীও উড়ে যেতে দেখেছি। তবে তা' দশ-বিশ বছরের ভিতর দু'-একবার, বন্ধু। কচিৎ কোন মহা ঝড়ের পর বহু দূর থেকে যেতে দেখা গিয়েছে। প্রধান পুরোহিত বলেছেন যে, পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত দেশের লোকেরা ঐ সব ভাসমান বাড়ীতে চলেছে। কিন্তু আমরা ও-সব ভৌতিক ব্যাপার ভেবে বিশেষ কোন মনোযোগ দিই নি।"

স্বপন বুঝিল যে, মৃত্যু-দ্বীপ সমুদ্রের উপর এমন এক স্থানে অবস্থিত যে তার তিন শত মাইলের ভিতর দিয়া কোন জাহাজ অথবা এরোপ্লেন যাতায়াত করিবার পথ নাই। একমাত্র সাইক্লোনের প্রচণ্ড প্রভাবে পড়িয়া কচিৎ কোন জাহাজ মৃত্যু-দ্বীপের দৃষ্টি-সীমার বাহির অবধি আসিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এমন কি যে-সব জাহাজ মৃত্যু-দ্বীপের কিনারায় উপস্থিত হয়, কচিৎ সে-সব জাহাজ মৃত্যু-দ্বীপের অধিবাসীদের দৃষ্টিতে পড়িয়া থাকে।

দ্বিপ্রহর অবধি সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হইয়া, সেনাপতির আদেশে যাত্রা রুদ্ধ করিল এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সৈন্যবাহিনীর পাচকেরা রন্ধন-কার্য আরম্ভ করিয়া দিল।

রাজকুমারী বিজয়া স্বপনকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল, "ভাইয়া, আপনাকে যে এরা অপমান করে নি, তা দেখে আমার গভীর বেদনা ও দুঃখের ভিতরে শান্তি লাভ করেছি। আমি বুঝেছি যে আমার আর পরিত্রাণ নেই। মৃত্যু ভিন্ন আমার আর কোন পথ নেই, ভাইয়া।"

স্বপন দেখিল, সেনাপতি অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে কহিল, "আমার অনুরোধ—তুমি মৃত্যু চিন্তা করতে পাবে না, রাজকুমারী বিজয়া। অবশ্য কেউ বাধা আরোপ করবে না, বহিন। আচ্ছা কথা দাও, তুমি ভুলেও মরবার কথা চিন্তা করবে না।"

রাজকুমারী বিজয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার স্বপনের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল এবং পরে নত স্বরে কহিল, "আপনার আদেশ পালিত হবে, ভাইয়া।"

এমন সময়ে সেনাপতি সেখানে আসিয়া কহিল, "কোন গন্ধ পাচ্ছেন, বন্ধু?"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "হাঁ, বন্ধু। আমরা চন্দন-বনে উপস্থিত হয়েছি।"

"চন্দন!" সেনাপতি মৃদু হাস্য করিল। সে কহিল, "হয়তো আপনারা চন্দনই বলে থাকেন, কিন্তু আমরা বলি লালি। এই লালি-কাঠ জল দিয়ে পাথরের উপর ঘস্‌লে, কোন কাঠে শ্বেত এবং কোন কাঠে রক্ত বর্ণ, কোমল, স্নিগ্ধ এক প্রকার প্রলেপ বা'র হয়ে থাকে, গ্রীষ্মকালে আমরা সেই প্রলেপ সারা দেহ মাখি। আমাদের দেহ শীতল হয়, মন প্রফুল্ল হয়।"

মধ্যাহ্ন আহারের পর এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া পুনশ্চ সৈন্যবাহিনী যাত্রা আরম্ভ করিল এবং চন্দন বৃক্ষের বন অতিক্রম করিয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিল।

স্বপন কহিল, "এই বনানীর সর্ব স্থান আপনারা অবগত আছেন ?"

সেনাপতি মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, বন্ধু। এই বনানীর শেষ কোথায় জানবার জন্য কোন লোক যদি একাদিক্রমে পাঁচ বছরও ঘুরে বেড়ায়, তা'হলেও সে বনের সর্ব স্থান দেখতে পাবে না। পূর্বে কয়েক বছর মাত্র পূর্বে আমাদের অনেকের ধারণা ছিল যে, এই বনানীর শেষ নেই। কিন্তু সে ধারণা আমাদের পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ আমরা সমুদ্র-তীর অবধি গমন করেছি।"

স্বপন মৃদু হাস্য করিল। সে কহিল, "আপনাদের দেশে কোন্ কোন্ শস্যের চাষ-আবাদ হয়ে থাকে ?"

সেনাপতি কহিল, "গম, যব, কড়াই, সুরালি অর্থাৎ আপনারা যা'কে চা বলেন আবাদ হয়ে থাকে। প্রচুর খেজুর গাছ আছে, তা' থেকে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য কয়েকটি জিনিষেরও চাষ-আবাদ হয়ে থাকে।"

স্বপন কহিল, "শিকারে স্বাধীনতা আছে ?"

সেনাপতি কহিল, "না। প্রত্যেকটি হরিণের জন্য হরিণের মূল্যের এক দশমাংশ কর দিতে হয়। কারণ হরিণের মাংস বাজারে বিক্রয় ক'রে শিকারীরা প্রচুর লাভ ক'রে থাকে। তা'ছাড়া শিকারে স্বাধীনতা থাকলে অতি অল্প সময়ের ভিতর বনানীর খাদ্যোপযুক্ত জন্তুর সংখ্যা লোপ পেয়ে যাবে।"

স্বপন বুঝিল, রাজ্যের আইন-কানুন স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য সভ্য

দেশের রীতি মত প্রবর্তিত হইয়াছে। সে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া নীরবে গমন করিতে লাগিল।

বেলা তিনটার সময় অর্ধ ঘণ্টার জন্য সৈন্যবাহিনীর যাত্রা রুদ্ধ হইল। অপরাহ্ণ-কালীন চা-পান অন্তে পুনরায় সৈন্যবাহিনী মার্চ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় পলাতকা ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীকে বনানী হইতে গ্রেফতার করিয়া, সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতি বিজয়োল্লাসে উত্তর দিকের প্রধান ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিউগল ধ্বনিত হইয়া শুভ সংবাদ রাজধানীতে প্রচার করা হইল। অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী বক্ষ স্ফীত করিয়া গর্বোন্নত শিরে রাজধানীর ভিতর প্রবেশ করিল।

স্বপনের পার্শ্বে পার্শ্বে সেনাপতি গমন করিতেছিল। সে এক সময়ে কহিল, "রাজা বর্তমানে প্রাসাদে নেই। তিনি আগামী কাল প্রত্যাবর্তন করবেন। ইতোমধ্যে আপনি আমার অতিথি হ'য়ে বাস করবেন।"

"আর রাজকুমারী ?" স্বপন প্রশ্ন করিল।

সেনাপতি কহিল, "ওহো! আমাদের পূজনীয়া ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীর কথা বলছেন ? তিনি আপন পদমর্যাদায় রাজপ্রাসাদে তাঁর নিজস্ব স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ভিতর অবস্থান করবেন। অবশ্য তাঁর নিরাপত্তা পুনরায় ব্যাহত না হয়, সেদিকে আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।"

স্বপন বুঝিল, তাহাদের উভয়কেই বন্দী ও বন্দিনী-জীবন যাপন করিতে হইবে। সে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সৈন্যবাহিনী প্রথমে রাজপ্রাসাদের রাজার মহিষীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদের এক বিশিষ্ট অংশের বহির্মহলে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পূর্বেই ভবিষ্যৎ পাটরানীর আগমন-সংবাদ প্রাসাদে প্রচারিত হইয়াছিল।

ভবিষ্যৎ পাটরানীর প্রধানা পরিচারিকা, সহচরীগণ এবং অন্যান্য পরিচারিকারা আসিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া বিজয়াকে ভিতরে লইয়া গেল। বিজয়া ভিতরে যাইবার পূর্বে একবার কাতর দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে চাহিয়া গেল।

সেনাপতি প্রাসাদের সেনাপতিকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া, তাহার নিকটে গিয়া কহিল, "আপনি এবার ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীর দায়িত্ব গ্রহণ করুন।"

প্রাসাদ-সেনাপতি মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আপনারা সাফল্য অর্জন করবেন চিন্তা ক'রে আমি পূর্বাহ্ণেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি, বন্ধু।" এই বলিয়া সে স্বপনের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "ইনি কে?"

"ভবিষ্যৎ প্রধানা পাটরানীর আত্মীয়-ভ্রাতা। তাঁর অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন।" এই বলিয়া সে স্বপনের ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "ইনি একজন অসাধারণ বীর পুরুষ। এঁর পরিচয় রাজা ফিরে এলে জানতে পারবেন। এখন আমরা আসি, বন্ধু।" এই বলিয়া সেনাপতি অপেক্ষমাণ সৈন্যবাহিনীর দিকে চাহিয়া তাহাদের সৈন্য-ব্যারাকে যাইবার জন্য আদেশ দিল ও স্বপনকে কহিল, "আসুন, বন্ধু।"

(১০)

প্রাসাদ হইতে অল্প দূরে সৈন্য-ব্যারাকের সেনাপতিদের জন্য নির্দিষ্ট অংশে স্বপনকে লইয়া সেনাপতি আপন কোয়ার্টারে গমন করিল।

সেনাপতি তখনও বিবাহ করেন নাই। সে তাহার শয়ন-কক্ষ সংলগ্ন অন্য কক্ষ স্বপনের জন্য নির্দিষ্ট করিল এবং স্বপনকে স্নানাদি সারিয়া জলযোগের জন্য প্রস্তুত হইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিল।

স্নানাগারে উত্তমরূপে স্নান করিয়া স্বপন সেনাপতির দেওয়া এক প্রস্থ চর্ম পোশাক পরিধান করিয়া যখন অপেক্ষা করিতেছিল, তখন সেনাপতি তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে, বন্ধু।"

দুই জন ভৃত্য সেনাপতি ও স্বপনের জন্য খাদ্য ও চা লইয়া প্রবেশ করিল এবং একটি ছোট টেবিলের উপর সজ্জিত করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বপন ও সেনাপতি আহার করিতে বসিল। স্বপন কহিল, "বন্ধুর নামটি জানতে পারি কী?"

সেনাপতি কহিল, "নিশ্চই, বন্ধু। আমার নাম গয়াকু। আমার অধীনে দু'হাজার সৈন্য আছে। অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি আমি। তা'ছাড়া এক হাজার প্রাসাদ ও ফটক প্রহরী আমার অধীনে আছে।"

"প্রাসাদ প্রহরীদের কয় ঘণ্টা ক'রে পাহারা দিতে হয়, সেনাপতি?" স্বপন কহিল।

"চার ঘণ্টা অন্তর প্রহরী বদল হয়ে থাকে।" গয়াকু কহিল, "সর্ব-সমেত দুই শত প্রহরী প্রাসাদ পাহারা দিয়ে থাকে।"

জলযোগ পর্ব শেষ হইলে স্বপন কহিল, "আমি নিশ্চয়ই স্বাধীন ভাবে আপনাদের রাজধানী দেখে বেড়াতে পারি না?"

সেনাপতি গয়াকু ম্লান হাস্য মুখে কহিল, "আপনার কথার উপর নির্ভর ক'রে আমার সাধ্যাতীত অধিকারের সীমা অতিক্রম ক'রেও আপনাকে সুখী করবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য জঙ্গলের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এখন আপনি যদি একাকী রাজধানীর পথে বা'র হন, তবে দশ পা যাবার পূর্বেই আপনাকে গ্রেফ্তার হ'তে হবে। কারণ আপনি বিদেশী এবং

অপরিচিত। এখানে বিদেশী মাত্রেই শত্রু, বন্ধু। সুতরাং বলুন, আপনি কি দেখতে চান?"

"আপনাদের দেব মন্দির এবং প্রধান পুরোহিতকে। যাঁর বয়স দু'শোও হ'তে পারে—আবার তাঁর দাবি মত দেড়শত বৎসরও হতে পারে।"

সেনাপতি প্রফুল্ল মুখে কহিল, "বেশ, আজ সন্ধ্যার পর আমি আপনার আশা পূর্ণ ক'রে দেব, বন্ধু। ইতোমধ্যে আপনি বিশ্রাম করুন।" এই বলিয়া সেনাপতি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্বপন তাহার রাইফেলটি শয়ন-কক্ষের এক কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। সে শয্যার উপর অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়া বাতায়ন-পথে চাহিয়া রহিল।

রাজপথ দিয়া হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু-চর্ম পরিহিত অর্ধ নগ্ন নর-নারী যাতায়াত করিতেছিল। নারীদের ঊর্ধ্বাঙ্গের স্বর্ণ অথবা চর্ম-নির্মিত আচ্ছাদন এবং কটিদেশ হইতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত চর্মাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য কোন আচ্ছাদন ছিল না। নারীদের চুলের খোঁপা এক অভিনব ধরণে আবদ্ধ ছিল এবং খোঁপায় নানা জাতীয় সুন্দর ফুল দ্বারা শোভিত ছিল। পায়ে স্যাণ্ডেল জাতীয় চর্মের আবরণ ছিল। নারীদের বেশ-ভূষা আদৌ দৃষ্টিকটু ছিল না। সাবলীল ভঙ্গিমায় তাহাদের গতি ছন্দে এতটুকুও মাত্রাহীন বোধ হইতেছিল না।

স্বপন বিস্মিত হইল। সে ভাবিয়া পাইল না, চারিদিকে জঙ্গলে অবরুদ্ধ জনগণের পক্ষে, যাহারা বহির্জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না ও বহির্জগতের কোন অস্তিত্ব আছে কি-না সে বিষয়েও যাহারা নিঃসন্দেহ নহে, সেই দেশের একজন রাজার পক্ষে এরূপ সুসভ্য প্রথায়

তাহার রাজধানী প্রস্তুত ও সভ্য নাগরিক সৃষ্টি সম্ভবপর হইল কি প্রকারে?

স্বপন কিছু সময় নীরবে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ ভাবিতে লাগিল, হয়তো এমনও হইতে পারে যে, পুরা যুগে ভারতীয় অথবা এশিয়ার অন্য কোন হিন্দু-প্রধান দেশের রাজা অথবা রাজপুত্র সস্ত্রীক নির্বাসনে আসিয়া এই দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদানীন্তন দ্বীপের অসভ্য বন্য অধিবাসীদের ক্রমশ সভ্য করিয়া রাজা হইয়া বসিয়াছিল। হাজার হাজার বছর ধরিয়া রাজবংশ বৃদ্ধি পাইয়া এই দ্বীপে দুটি নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল—বিশালী ও কুশালীপুরা। কে বলিতে পারে যে সেই একই নির্বাসিত রাজার দুই বংশধর কর্তৃক এই দুই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি-না!

স্বপন ভাবিতেছিল, কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানে নাই। সহসা সেনাপতি গয়াকুর আহ্বানে সচকিত হইয়া দেখিল, কক্ষ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। একটি ভৃত্য কক্ষের আলোক জ্বালিবার জন্য প্রবেশ করিতেছে। সেনাপতি বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। স্বপন শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহিরে আসিয়া কহিল, "চলুন, বন্ধু।"

সেনাপতি ভৃত্যকে কক্ষ বন্ধ রাখিবার জন্য আদেশ দিয়া, স্বপনের সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথ দিয়া চলিতে চলিতে স্বল্পান্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথের উপর চলমান নর-নারী স্বপনের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সহিত সেনাপতি রহিয়াছে দেখিয়া কেহ স্বপনকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইল না।

স্বপন দেখিল, রাজপথের প্রায় প্রতি বিশ গজ অন্তর একটি করিয়া

আলোক-স্ট্যাণ্ড রহিয়াছে। জন্তুর চর্বি পাত্রে রাখিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছে।

প্রায় বিশ মিনিট যাবৎ ভ্রমণ-গতিতে পথ চলিয়া তাহারা দেবতা মন্দিরে উপস্থিত হইল। মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বহু নারী দেবতার আরতি দেখিতে আসিয়াছিল। প্রধান পুরোহিত মন্দিরের ভিতরে স্বর্ণাসনে বসিয়া ধ্যান-মগ্ন ছিলেন। অন্য একজন সহকারী পুরোহিত আরতি ও পূজায় নিযুক্ত ছিল। স্বপন ও সেনাপতি উভয়ে একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

পূজা ও আরতি শেষ হইল। নর-নারীগণ দেবতাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। পুরোহিত বিগ্রহকে শয়ন করাইয়া, সেনাপতির নিকট আসিয়া কহিল, "গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, সেনাপতি?"

"হাঁ, প্রভু।" সেনাপতি কহিল, "ওঁর কি খুব বেশি দেরি হবে?"

পুরোহিত কহিল, "না। আর কয়েক মিনিটের ভিতর মন্দিরের এই বিগ্রহ-কক্ষ বন্ধ হয়ে যাবে। তা'র পূর্বে উনি প্রণাম শেষ ক'রে নেবেন।"

হইলও তাহাই। প্রধান পুরোহিত সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেনাপতি দেশীয় প্রথায় পুরোহিতকে প্রণাম জানাইলে, স্বপনও তাঁহাকে নত হইয়া নমস্কার জানাইল।

প্রধান পুরোহিত স্বপনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বিদেশী! মনে হয়, শস্য শ্যামলা ভারত মহাদ্বীপের সন্তান। এই সুন্দর সুঠাম যুবকটি কে, গয়াকু?"

গয়াকু সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "প্রভু, আপনার ধারণা সত্য। যুবক

বলেছেন যে তিনি ভারতবর্ষ নামে পৃথিবীর এক দ্বীপ থেকে এসেছেন।"

প্রধান পুরোহিতের মুখভাব আলোকিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এস তোমরা, আমি যুবকের সঙ্গে একটু আলাপ করব। আমার মহালে এস।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে বিগ্রহ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

স্বপন ও সেনাপতি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

(১১)

প্রধান পুরোহিতের মন্দির-সংলগ্ন একটি মহালে প্রবেশ করিয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি দাওয়ার উপর ব্যাঘ্র-চর্মাসনে সেনাপতি ও স্বপন বসিলে, প্রধান পুরোহিত তাহাদের সম্মুখে একটি স্বর্ণপাত ভূষিত কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন।

প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "ভারতবর্ষের কথা আমাদের ধর্ম-গ্রন্থে লিখিত আছে, পুত্র। পুরাকালে ভারতবর্ষ থেকে দুইজন রাজপুত্র সস্ত্রীক সমুদ্রে মহা ঝড়ে পতিত হন। জাহাজ উল্কা বেগে এই মৃত্যু-দ্বীপ অভিমুখে ছুটে এসে তীরের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে যে-কয়জন সহযাত্রী ছিলেন, তাঁদের নিয়ে রাজপুত্রদ্বয় বিশালী ও কুশালী রাজ্যের পত্তন করেন। প্রায় এক হাজার বছর পূর্বের কথা, পুত্র। তারপর ধীরে ধীরে মহা জঙ্গলের দুই দিকে জনপদ সৃষ্টি হয়, বর্তমানে দুই পরাক্রান্ত নরপতির মধ্যে অতীতের রক্ত-সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে প্রতি বছর একবার ক'রে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। উদ্দেশ্য—উভয় রাজ্য একজন রাজার অধীনে আনা। কিন্তু প্রতি বৎসর যুদ্ধ হয়েও আজ পর্যন্ত একে অন্যকে

পরাজিত করতে পারে নি। কখনও পারবে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

স্বপন বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন, প্রভু, আপনি ত এই সর্বনাশা বিবাদ সদ্ভাবে পরিণত করতে পারেন?"

প্রধান পুরোহিতের মুখে মৃদু স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "না পুত্র, পারি না। বিধাতার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবেই। তিনি যদি কখনও উভয় রাজ্যের মধ্যে সম্প্রীতি ইচ্ছা করেন তবেই, নচেৎ প্রতি বর্ষার সময়ে যখন বন্য জন্তুরা তাদের গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই এই যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়ে থাকে। প্রতি বৎসর বহু লোক প্রাণ দিয়ে রাজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে থাকে।" এই অবধি বলিয়া সহসা তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং পুনশ্চ কহিলেন, "পুত্র, এইবার বল, কোন্ ঘটনার বশে তোমার এখানে আগমন করা সম্ভবপর হয়েচে? মহা ঝড়ে?"

"না, প্রভু। আমি......" এই অবধি বলিবামাত্র স্বপন বাধা পাইল। সেনাপতি বাধা দিয়া সংক্ষেপে আগমন উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল।

প্রধান পুরোহিত নীরবে শ্রবণ করিলেন। তিনি কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "পুত্র, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, আমি আশা করি, তুমি বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা থেকে বিরত হবে। তুমি যদি চাও, আমি তোমার মত একজন মহাবীরকে রাজার প্রাসাদ-প্রহরী সৈন্যে নিযুক্ত করবার জন্য রাজাকে অনুরোধ জানাতে পারি। বল পুত্র, পারবে?"

স্বপন দ্রুত চিন্তা করিতেছিল। সে কহিল, "আমি পরম বাধিত হব, প্রভু।"

প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "জানি না, কোন্ জন্মের পাপের ফলে রাজা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। আমি দেবতার কাছে রাজার রোগ-মুক্তির জন্য বহু প্রার্থনা জানিয়েছি, পুত্র, কিন্তু দেবতার দয়া হয় নি। আমার মনে হয়, যে-পর্যন্ত না অতীত জন্মের পাপ নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, সে পর্যন্ত রাজার রোগ-মুক্তির আর কোন সম্ভাবনা নেই।"

স্বপন নীরবে রহিল। প্রধান পুরোহিত বলিতে লাগিলেন, "রাজা আগামী কাল প্রাতে প্রাসাদে উপস্থিত হবেন। খুব সম্ভবত আগামী কাল অপরাহ্নে তোমাদের বিচার করবেন। আমি সে সময়ে উপস্থিত থাকব, পুত্র।"

স্বপন কহিল, "প্রভুর উপস্থিতি আমার পক্ষে মহোপকার সাধন করবে।"

প্রধান পুরোহিত এক মুখ হাসিয়া কহিলেন, "পুত্র, মানুষ কি মানুষের মহোপকার করতে পারে? পারে না। সেই সর্বনিয়ন্তার ইচ্ছা না হ'লে মানুষের এমন শক্তি নেই যে একটি খড়কুটাও তুলতে পারে। তোমার মুখ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, পুত্র, তুমি ভাগ্যবান। শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহ তোমার শিরে দিবারাত্র অসংখ্য বর্ষিত হচ্ছে।"

সেনাপতি কহিল, "আমরা এখন আসি, প্রভু?" এই বলিয়া সেনাপতি পুনশ্চ প্রধান পুরোহিতকে প্রণাম করিল।

প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "একটু অপেক্ষা কর, পুত্র। এখন পর্যন্ত আমার বিদেশী পুত্রের আগ্রহ দমিত হয় নি।" এই বলিয়া তিনি স্বপনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "হাঁ পুত্র, আমার বয়স একশত পঞ্চান্ন বৎসর হয়েছে। আমি এই পৃথিবীতে আরও কয়েক বছর বাস করব, ভগবানের এই ইচ্ছা, পুত্র। সুতরাং বিস্মিত হবার কিছুমাত্র হেতু নেই। দীর্ঘ পরমায়ু

তুমিও লাভ করতে পার এবং যে-কোন ব্যক্তিই তা' পারে, পুত্র। দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করবার একমাত্র উপায় এই যে, শ্রীভগবানের মনোমত জীবন যাপন করা। কায়মনোবাক্যে যদি পবিত্র জীবন যাপন করতে পার এবং মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় মূলে অঙ্কিত করতে সক্ষম হও যে, তোমাকে দুইশত বৎসর বাঁচতেই হবে, তার পূর্বে কিছুতেই তুমি মৃত্যুবরণ করবে না, তা' হ'লেই তোমার ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হবে, পুত্র। মানুষের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মন। এই দেহের মৃত্যুর পর মানুষ মনোময় দেহে অনাদি অনন্ত কাল জীবিত থাকে। মানুষের আত্মা, যিনি সত্যই মানুষের পরমায়ুরূপে মৃত্তিকা-দেহে অধিষ্ঠান করছেন, তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি অজয়, অমর।"

স্বপন নীরবে রহিল। সে কোন উত্তর অথবা প্রশ্ন করিল না। প্রধান পুরোহিত পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই মনের খেলা, পুত্র। মানুষ যখন মনকে আয়ত্তাধীনে আনতে পারে, তখন তার পক্ষে অসম্ভব কার্য কিছুই নেই। দীর্ঘ জীবন লাভ ত অতি সহজ ব্যাপার, মানুষ তখন ইচ্ছা করলে, পর্বত ধারণ করতে পারে, ইচ্ছামত নিজে শূন্য পথে স্বর্গ ও পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে পারে। কোন ইচ্ছাই তার অপূর্ণ থাকে না, পুত্র। মনকে আয়ত্তাধীন করতে হ'লে সকল কামনা-বাসনার লোপ করতে হবে, ভীতি-হিংসা-ঘৃণা দূর করতে হবে। জীবিত জীব মাত্রেই পরম সুহৃদ বিশ্বাস করতে হবে। এই বনের হিংস্র ব্যাঘ্র-সিংহ প্রভৃতি জন্তুরাও গৃহে পালিত কুকুর-বেড়ালের মত তোমার আজ্ঞাধীন হয়ে উঠবে। মনের শক্তি এমনি অপরিমেয় এবং অলৌকিক, পুত্র।" এই বলিয়া তিনি মৃদু হাস্য করিলেন এবং

স্বপন ও সেনাপতি উভয়ে প্রধান পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সেনাপতি কহিল, "কি রকম মনে হ'ল, বন্ধু ?"

স্বপন সশ্রদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "মহাপুরুষ এবং মহাঋষি উনি, বন্ধু। এমন মহাপুরুষের দেখা অনেক ভাগ্য ফলে হ'য়ে থাকে, সেনাপতি।"

সেনাপতি কহিল, "কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা ওঁকে ভালরূপে চিনি না।"

"তা'ই হয়ে থাকে, বন্ধু। মানুষ নিকটের বস্তুকে চোখ মেলে দেখতে চায় না। মানুষ দূরের রহস্যকে জানবার জন্য আকুল হয়। আমি দেখেছি, মা ধরিত্রী বহু ভণ্ডকে বক্ষে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সত্যকার মহামানবের সংখ্যা অতি নগণ্য। ক্বচিৎ ভাগ্য ফলে তাদের দর্শন লাভ হয়ে থাকে। আবার এমনও হয় যে, অশুদ্ধ মনের পঙ্কিল প্রভাবে আসল বস্তুকেও কৃত্রিম ব'লে ধারণা হয়ে থাকে। ফলে মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যকে মানুষ অবহেলা ভরে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। কিন্তু আমি কি ভাবছি জান, বন্ধু ? ভাবছি, এমন এক মহাপুরুষের আশীর্বাদ লাভের চরম সুযোগ লাভ ক'রেও, তোমাদের রাজা কেন এরূপ এক ঘৃণিত ব্যাধিতে ভুগছেন ? অবশ্য প্রধান পুরোহিত বলেছেন যে, গতজন্মের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করছেন। কিন্তু আমি বলি, বন্ধু, তিনি গত জন্মের নয়, বর্তমান জীবনে অর্জিত মহাপাপের নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত করছেন।"

সেনাপতি চমকিত হইয়া কহিল, "দোহাই বন্ধু, আর যেন ভুলেও অমন সর্বনাশকর উক্তি উচ্চারণ করবেন না। আপনি জানেন না, আমাদের রাজা কিরূপ নিপুণ প্রথায় সংবাদ গ্রহণ ক'রে থাকেন।"

সেনাপতির ব্যারাক-কোয়ার্টারে উপস্থিত হইয়া স্বপন কহিল, "আজ

যা দেখলাম, কোনদিন এমন এক জঙ্গলে তা দেখতে পাব, আমার সুদূর-প্রসারী কল্পনাও তা' ধারণা করতে পারে নি। অসংখ্য ধন্যবাদ, বন্ধু।"

সেনাপতি কহিল, "এইবার রাত্রি-ভোজনের সময় হয়েচে, বন্ধু। যদি অনুমতি হয়......"

বাধা দিয়া স্বপন কহিল, "আপনার সৌজন্য দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হ'লাম, বন্ধু। আমাদের খাদ্য দেবার জন্য আদেশ দিন।"

আহার-পর্ব শেষ হইলে, স্বপন মুখ-হাত ধৌত করিয়া শয্যার উপর আরোহণ করিলে, সেনাপতি তাহার সম্মুখে একটি টুলের উপর বসিয়া কহিল, "আমি শয়ন করবার পূর্বে কয়েকটা কথা বলতে চাই, বন্ধু।"

স্বপন কহিল, "বলুন, বন্ধু।"

সেনাপতি কহিল, "আগামী কাল রাজার নিকট আমি এবং আমার অধস্তন অফিসারেরা আপনার বীরত্ব-কাহিনী সালঙ্কারে রাজাকে জানাবে। কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে নীরবতা রক্ষা করতে হবে। তা' না করলে আপনার জীবন রক্ষা পাবে না, বন্ধু।"

স্বপন বিস্মিত হইয়া কহিল, "তা' সে কি, বন্ধু?"

"আপনার সঙ্গে যে ভবিষ্যৎ প্রধানা রানীর কোন সম্বন্ধ আছে, আপনি যে তাঁ'কে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছেন, তা' রাজাকে জানানো চলবে না। অবশ্য এ-বিষয় আমি ভিন্ন অন্য কোন অফিসার জানে না। সুতরাং আপনাকে ও আমাকে সে-বিষয়ে একেবারে মূক সাজতে হবে।"

স্বপন কহিল, "তবে কি বলব?"

সেনাপতি কহিল, "তা'ও আমি ভেবে স্থির ক'রে রেখেছি। আপনি বলবেন যে, সমুদ্রে জাহাজ ঝড়ে পড়ে, এই দ্বীপের তীরের নিকট এসে

সমুদ্রে ডুবে যায়। আপনি সাঁতার থেকে তীরে ওঠেন এবং বনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আশ্রয় অনুসন্ধান করবার জন্য চারিদিকে ঘুরতে থাকেন। তারপর কয়টা বাঘ আপনি মেরেছেন, তা' জানাবেন এবং পরে আপনি দেখতে পান যে, একটি নারীর পশ্চাতে একটি ব্যাঘ্র অনুসরণ করছে। তারপর যা ঘটেছিল, তা' সবিস্তারে জানাবেন। তা'হলেই আমরা বন্ধুকে চিরদিনের জন্য কাছে পাবার সৌভাগ্য অর্জন করব।"

স্বপন দ্রুত চিন্তা করিতে লাগিল। সে কহিল, "বেশ তা'ই হবে, বন্ধু।"

"যাক, আমার একটা দুর্ভাবনা গেল, বন্ধু।" সেনাপতি কহিল, "নইলে রাজমহিষীকে নিয়ে যাবার জন্য যিনি এসেছেন, তাঁর পরিচয় লাভ ক'রেও তাঁকে আমি আশ্রয় দিয়েছি, মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি—তা'হলে আপনার ও আমার উভয়ের শির ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবার আদেশ প্রদত্ত হবে এবং তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালিত হ'ল কি-না রাজা দাঁড়িয়ে দেখবেন।"

স্বপন মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসির রূপ ও ধ্বনি শুনিয়া সেনাপতি বিমূঢ় হইয়া পড়িল। স্বপন কহিল, "আমার অকৃত্রিম বন্ধুর এতটুকুও অনিষ্ট হবে, এমন কাজ আমার দ্বারা হবে না, ভাই। আমি নিজে জীবন দেব, তবু আপনার দেহে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেব না। বেশ, আমি রাজাকে ঐ কথাই জানাব, বন্ধু।"

সেনাপতি খুশি হইয়া বিদায় লইয়া, শুভ রাত্রি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বপন কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া আলোকের তেজ স্তিমিত করিয়া দিয়া শয়ন করিল ও কিছু সময় চিন্তা করিতে করিতে এক সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(১২)

শ্বেতী-ব্যাধিগ্রস্ত রাজা মিত্রাসুর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন অপরাহ্ণ তিনটার সময়। রাজকুমারী বিজয়াকে সেনাপতি গয়াকু লইয়া আসিয়াছে—আসিবামাত্র শ্রবণ করিয়া তিনি অতীব খুশি হইয়া উঠিলেন। তিনি কিছু সময় বিশ্রাম করিবার পূর্বে আদেশ জারি করিলেন যে, অপরাহ্ণ চারিটার সময় তিনি দরবারে দর্শন দান করিবেন।

রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া সেনাপতি গয়াকু অপরাহ্ণ চারিটা বাজিবার বিশ মিনিট পূর্বে স্বপনকে সঙ্গে লইয়া দরবার-কক্ষে আগমন করিল। চারিটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্বে মন্ত্রীগণ, সভাসদগণ, দরবার-কক্ষের অফিসারগণ সকলে আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। অন্দর-মহল দিকের একটি বিশেষ ঘেরা স্থানে রাজকুমারী বিজয়া তাহার প্রধানা পরিচারিকা ও সহচরীগণের সহিত উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণ চারিটা বাজিবার ঘণ্টাধ্বনি হইবার সঙ্গে সঙ্গে একজন নবীন রাজার আগমন-বার্তা সুর করিয়া ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে দরবার-কক্ষ মধ্যস্থ সকলে দাঁড়াইয়া রাজার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজা গম্ভীর মুখে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, নত হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিল।

স্বপন সেনাপতি গয়াকুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সে সভয়ে দেখিল, রাজার মুখের, হাতের ও উদরের মুক্ত অংশে বীভৎস শ্বেত চিহ্নে তাঁহাকে বিভীষিকাময় মূর্তিতে পরিণত করিয়াছে। রাজা অবিরাম তাঁহার দেহের মুক্ত অংশের বিভিন্ন স্থান চুলকাইতেছিলেন ও একরূপ রস বাহির

হইয়া তাঁহাকে যন্ত্রণা দান করিতেছিল। কারণ তাঁহার মুখের ও কপালের শিরাসমূহ নিদারুণ যন্ত্রণার দাহে ফুলিয়া উঠিতেছিল। রাজা যে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে স্বপনের বিলম্ব হইল না। স্বপন বুঝিয়াছিল, রাজাকে কোন্ ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই সেনাপতি গয়াকুকে আহ্বান করিলেন। গয়াকু তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল।

রাজা অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার কাহিনী বর্ণনা কর, সেনাপতি। অবশ্য পূর্বেই আমি বলে রাখছি যে, তোমার দক্ষতায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। সেজন্য তোমাকে যোগ্য ভাবে পুরস্কৃত করবারও বাসনা আছে! এখন বল, তুমি কিরূপে ভবিষ্যৎ পাটরানীর দেখা পেলে?"

সেনাপতি ইতিপূর্বেই এক গল্প রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। সে কহিল, "আমরা ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষী-মা'র পদ-চিহ্ন গভীর জঙ্গলে দেখতে পাই। পদ-চিহ্ন অনুসরণ ক'রে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা এইরূপে অগ্রসর হ'য়ে নিকটেই সহসা একটি ব্যাঘ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন-ধ্বনি শুনতে পাই। আমি উল্কা বেগে অগ্রসর হয়ে যাই। দেখি, একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ভবিষ্যৎ পাটরানী মা'র ওপর লম্ফ দিয়ে আকাশে উঠেছে। এমন সময়ে যেন আকাশ থেকে এক অপরিচিত যুবক লম্ফ-দানকারী ব্যাঘ্রের সম্মুখে ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষী-মা'কে আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে অগ্নি-বাণ গর্জে উঠ্‌ল। কিন্তু মহারাক্ষস ব্যাঘ্রের গতি শুদ্ধ হ'ল না। যদিও যুবকের অগ্নি-বাণে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার পূর্বে সেই যুবক ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে একটা ছুরিকা দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত ক'রে দুই মিনিটের ভিতর ব্যাঘ্রকে হত্যা ক'রে ফেলে। যুবক ভবিষ্যৎ পাটরানী-মাকে একটা বৃক্ষে আশ্রয় নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনিও বৃক্ষে আরোহণ করেছিলেন।"

রাজা বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়া অঙ্গ চুলকাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "আর তুমি আর তোমার সেনারা কি করেছিলে?"

"আমরা বর্শা উদ্যত ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম, রাজা। কিন্তু পাছে যুবককে আহত করি, এই আশঙ্কায় অস্ত্র ব্যবহার করতে পারি নি। সমগ্র ব্যাপারটি আড়াই মিনিটের ভিতর শেষ হয়ে গিয়েছিল।"

"কে সেই যুবক?" রাজা প্রশ্ন করিলেন।

সেনাপতি কহিল, "আমি যুবককে প্রশ্ন করায় বললেন তিনি ভারতবাসী। জাহাজে যাচ্ছিলেন, ঝড়ে জাহাজ এই দ্বীপের নিকটে এসে ডুবে যায়। তিনি অতি কষ্টে সাঁতার কেটে তীরে ওঠেন এবং আশ্রয়ের জন্য জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করেন। যুবক আরও বললেন যে, তিনি চারিদিকে দুই দিন যাবৎ ঘুরে বেড়ান। তাঁকে কয়েকটি ব্যাঘ্র হত্যা ক'রে জীবন রক্ষা করতে হয়। তিনি বৃক্ষে বাস করছিলেন। তৃতীয় দিনে দেখেন, একটি দেবী সদৃশ্য নারীকে একটি ব্যাঘ্র আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তিনি তাঁকে রক্ষা করবার জন্য বৃক্ষ হতে নেমে এসেছিলেন।"

রাজা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "সেই যুবককে সঙ্গে এনেছ?"

"হাঁ, রাজা।" এই বলিয়া সেনাপতি স্বপনের দিকে চাহিয়া, তাহাকে নিকটে আহ্বান করিল।

স্বপন রাজাকে অভিবাদন করিলে, রাজা পরম বিস্মিত দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে কহিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে যে ভারত মহাদ্বীপের কথা লেখা আছে, তুমি সেই দেশের অধিবাসী ?"

"হাঁ, রাজা বাহাদুর !" স্বপন সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল।

রাজা কি ভাবিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি মহাদ্বীপ ভারতের কন্যা আমার ভবিষ্যৎ পাটরানীকে চিনতে ?"

স্বপন দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "না, রাজন। ভারতবর্ষে চল্লিশ কোটী নর-নারী-শিশু বাস করেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের দূরত্ব কয়েক হাজার মাইল। সুতরাং সে দেশে প্রত্যেক নর-নারীর সঙ্গে পরিচয় থাকা অসম্ভব ব্যাপার, রাজন। আমি শুধু এক অসহায়া নারীকে একটা ব্যাঘ্র হত্যা করবে—এই চিন্তায় উন্মাদ-প্রায় হ'য়ে ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করেছিলাম। মহীয়সী নারীর জাতি ও দেশ-ভেদ করবার কোন অবসর ছিল না, রাজন।"

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "শুন্‌লাম, তুমি অগ্নি-বাণের অধিকারী। আমি তোমার অগ্নি-বাণের খেলা দেখতে চাই। আগামী কাল অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় প্রাসাদ পার্শ্বস্থ খেলার ময়দানে তোমার অগ্নি-বাণের খেলা আমি দর্শন করব। ইতোমধ্যে বল, তুমি কি এই দেশে আমার প্রজারূপে বাস করতে চাও ? যদি সম্মত হও, তা'হলে আমি তোমাকে আমার প্রাসাদ রক্ষী সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করব। ভবিষ্যতে তোমার কাজ দেখে তোমাকে সেনাপতি-পদে উন্নীত করব। বল, তুমি চাকরি গ্রহণ করবে ?"

স্বপন যেন কৃতার্থ হইয়াছে এমন স্বরে কহিল, "রাজার দয়া অপরিসীম। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি অনুগৃহীত হ'লাম, রাজন।"

রাজা খুশি হইয়া তাহার প্রাসাদ-রক্ষী বাহিনীতে স্বপনকে লইবার জন্য সেনাপতি গয়াকুকে আদেশ দিলেন এবং সেনাপতিকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি-পদে উন্নীত করিলেন।

রাজা রাজকুমারীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষী, সেনাপতি গয়াকু ও এই অপরিচিত যুবক যা বললে, সব সত্য?"

রাজকুমারী বিজয়া আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "প্রতি বর্ণ সত্য, রাজা।"

রাজা কহিলেন, "এই যুবককে তুমি ইতিপূর্বে কখনও দেখেছ?"

রাজকুমারী বিজয়া সেনাপতির উক্তি শুনিয়া সতর্ক হইয়াছিল। সে কহিল, "না, রাজা। আমি জীবনে তাঁকে দেখি নি।"

"দরবার ভঙ্গ হইল" ঘোষণা করিয়া রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিলে, সকলে তাঁহাকে নত হইয়া অভিবাদন করিল, রাজা আপন অঙ্গ চুলকাইতে চুলকাইতে নিজ মহালের দিকে চলিয়া গেলেন।

রাজকুমারী বিজয়া স্বপনের সঙ্গে একবার কথা বলিবার জন্য অত্যন্ত উতলা হইয়া পড়িয়াছিল। সে সহচরীগণের সহিত দাঁড়াইয়া তাহার প্রধানা পরিচারিকাকে একান্তে আহ্বান করিয়া কহিল, "এক কাজ কর, মৃণালী। ঐ যে আমার দেশের ভদ্রলোককে রাজা প্রহরী-সৈন্যের চাকরি দিলেন, ওঁকে বলে আয় যে, রাজকুমারী বিজয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এই ভেবে যে তাঁর দেশের মহাবীর যুবকের সম্মান রক্ষিত হয়েচে। আরও বলবি, আমি তাঁর দ্রুত উন্নতির প্রত্যাশা করব এবং প্রার্থনা করব, তিনি যেন শীঘ্র কৃতকার্য হন।"

প্রধানা পরিচারিকা কহিল, "আপনি সহচারীদের নিয়ে মহালে যান, দেবী! আমি আপনার আদেশ পালন ক'রে আসচি।"

স্বপন ও সেনাপতি যখন দরবার-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাজপ্রাসাদের সাধারণ কড়িডোরে উপস্থিত হইল, প্রধানা পরিচারিকা আসিয়া স্বপন ও সেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া, স্বপনকে রাজকুমারী বিজয়ার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি করিয়া শুনাইল।

স্বপন মুহূর্ত-কয়েক নীরবে থাকিয়া, সহসা উক্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। সে কহিল, "মহামান্যা রাজকুমারীকে বলবে, তাঁর শুভেচ্ছার জন্য আমি কৃতজ্ঞ হ'লাম। আমার কৃতকার্য হবার প্রথম সুযোগ পাবামাত্র তা' গ্রহণ করব। কোনরূপ অবহেলা আমার দিক থেকে হবে না, তাঁকে জানাবে।"

প্রধানা পরিচারিকা অভিবাদন করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

স্বপন সেনাপতির সহিত বাহিরে আসিয়া, যখন রাজপথ দিয়া সৈন্য-ব্যারাক অভিমুখে গমন করিতে লাগিল, তখন সেনাপতি কহিল, "বন্ধু, আমার একটি অনুরোধ আছে। বলুন, রাখবেন?"

স্বপন মুহূর্তের জন্য সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "আমি জানি, কি বলবেন আপনি। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নিজের জীবন আমি কোন হেতুর জন্যই বিপন্ন করব না।"

সেনাপতির মুখভাব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আজ পর্যন্ত বিশালীর দীর্ঘ ইতিহাসে কেউ পলায়ন ক'রে স্বাধীনতা দীর্ঘ দিনের জন্য অর্জন করেছে, একটিও তেমন ঘটনা নেই, বন্ধু। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পলাতক অথবা পলাতকা গ্রেফ্‌তার হয়েছে রাজসৈন্যের হাতে, নয় প্রাণ দিয়েছে হিংস্র জন্তুদের আক্রমণে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে-নারী এই রাজ্যের পাটরানী হতে চলেছেন, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য আপন মহামূল্য জীবনকে কেন বিপন্ন করবেন, বন্ধু?"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "ও-আলোচনা থাক, সেনাপতি। বলুন, কবে থেকে আমাকে প্রহরী-সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হবে?"

সেনাপতি কহিল, "আজকার অবশিষ্ট দিন ও রাত্রি বিশ্রাম করুন। আগামী কাল আপনার অস্ত্র ও পোশাকের জন্য অর্ডার দেব। তারপর আগামী পরশু হতে আপনি আমার বাহিনীতে যোগদান করবেন।"

স্বপন কহিল, "আগামী কাল অপরাহ্ণে আগুন বাণের পরীক্ষার কথা স্মরণ আছে ত, বন্ধু!"

"রাজাদেশ কি কখনও বিস্মৃত হওয়া যায়, বন্ধু? আপনি শুনে হয়ত বিস্মিত হবেন, রাজাদেশে অগ্নি-বাণের পরীক্ষা গ্রহণের কথা সমগ্র রাজধানীতে প্রচারের জন্য একদল ঘোষক ও বাদ্যকর ইতোমধ্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে।" এই বলিয়া সেনাপতি হাসিমুখে পিছন ফিরিয়া অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া পুনশ্চ কহিল, "ঐ দেখুন, দুজন ঘোষক ও দুজন বাদ্যকর এই দিকে আসছে।"

এমন সময়ে এক অপরূপ আকৃতি ঢোল গুরু-গম্ভীর গর্জনে বাজিয়া উঠিল এবং একজন ঘোষক চিৎকার করিয়া জানাইল—"আগামী কাল অপরাহ্ণে রাজ-ময়দানে অগ্নি-বাণের পরীক্ষা হবে। মহামান্য রাজা সভাপতিত্ব করবেন। সকলের উপস্থিতি মঞ্জুর। দলে দলে সমবেত হবেন।"

রাজপথ ঘোষকের ঘোষণা শুনিবার জন্য জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল ও সকলে উৎকর্ণ হইয়া ঘোষণা শ্রবণ করিতে লাগিল।

সেনাপতির সহিত স্বপন সেনাপতির ব্যারাক-কোয়ার্টারে প্রবেশ করিল।

সেনাপতি স্বপনকে তাহার কক্ষে পৌছাইয়া দিয়া কহিল, "সন্ধ্যার পরে কি ভ্রমণে বার হবেন, বন্ধু?"

স্বপন আগ্রহভরে কহিল, "যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়, বন্ধু।"

সেনাপতি কহিল, "কিছুমাত্র না। অবশ্য আজও আপনার সঙ্গে আমার যাওয়া প্রয়োজন। কারণ আপনার অঙ্গে বিদেশী ও অপরিচিত পোশাক রয়েছে। ফলে বিশালীরা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আগামী কাল যখন সৈনিকের বেশ ধারণ করবেন, তখন রাজার নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য আপনাকে আহ্বান করা হবে। উত্তম! আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সেনাপতি দ্রুতপদে তাহার শয়ন-কক্ষ অভিমুখে গমন করিল।

(১৩)

সেনাপতির সহিত সন্ধ্যার পর ভ্রমণে বাহির হইয়া, তাহার প্রশ্নের উত্তরে স্বপন কহিল, "চলুন, আজও দেব-মন্দিরে আরতি দেখে আসি।"

"বেশ, আসুন।" এই বলিয়া সেনাপতি দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

মন্দিরে যখন তাহারা উপস্থিত হইল, তখন আরতি করা শেষ হয় নাই। স্বপন অভিনব ধরণের আরতি করা দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

গত রাত্রের মত বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত একান্তে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, স্বপন দেখিল। প্রায় শতাধিক বৃদ্ধা, তরুণী, বালিকা প্রভৃতি সর্ব বয়সের নারী অপলক দৃষ্টিতে দেবতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। স্বপনের মনে হইল, একটি তরুণী মেয়ে তাহার দিকে একবার চাহিয়া মুখ নত করিয়া বসিল।

স্বপন দেবতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল এবং আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত একই ভাবে বসিয়া রহিল।

আরতি শেষ হইলে নারী-কুল মন্দির হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। স্বপন ও সেনাপতি মন্দির-চত্বর হইতে অবতরণ করিয়া আঙ্গিনায় প্রধান পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে পূর্ব-দৃষ্ট নারী স্বপনের নিকট আসিয়া নত স্বরে কহিল, "ভাইয়া, দয়া ক'রে একবার এদিকে আসুন।"

স্বপন সচকিত হইয়া উঠিল। সে সেনাপতির নিকট হইতে দুই মিনিটের জন্য বিদায় লইয়া আঙ্গিনার একান্তে গিয়া কহিল, "এ কি! পিয়ালু বহিন?"

পিয়ালু নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, ভাইয়া। আপনি যথা-সময়ে গুহায় ফিরলেন না দেখে, আমরা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। কোনরকমে রাত্রিটা কাটিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, বন-সীমান্ত অবধি এসে সে আমাকে দিয়ে গেল। আমি দেখতে এলাম, সত্যই আপনাকেও শয়তানেরা বন্দী ক'রে এনেছে কি-না! ভগবান করুণাময়! আমি বিচারের সময় আমার ভগ্নীর সঙ্গে রাজকুমারীর পার্শ্বে ছিলাম। যখন শুনলাম যে, সেনাপতি রাজাকে আপনার পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানাল না, তখন আনন্দে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, ভাইয়া। তাই মন্দিরে এসেছিলাম ভগবানকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য, ভাইয়া।"

স্বপন একবার সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া কহিল, "কাজটা ভাল হয় নি, বহিন। যদি তোমাকে প্রহরীরা সন্দেহ ক'রে বসে, তবে ভয়ানক বিপদে জড়িয়ে পড়বে। তুমি রাত্রি প্রভাতেই........."

বাধা দিয়া পিয়ালু কহিল, "আমার কথা থাক, ভাইয়া। এখন দয়া ক'রে বলুন, আপনি কি সত্য সত্যই এই ঘৃণিত কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্ত রাজার চাকরি করবেন?"

স্বপন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তাই তো বন্দোবস্ত হ'ল, পিয়ালু ?"

"তা' হয়েছে। কিন্তু আর যাকেই ফাঁকি দিন, ভাইয়া, আপনার বহিনকে দিতে পারবেন না।" এই বলিয়া পিয়ালু মুহূর্ত্ত-দুই নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু ভুলে যাবেন না, ভাইয়া, রাজা মিত্রাসুর মত নিষ্ঠুর মহারাজা আর দু'টি নেই। সে যদি কোনরকমে সন্দেহ করে যে, আপনি রাজকুমারীকে অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎ প্রধানা-মহিষীকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবার জন্য তাকে প্রতারিত করেছেন, তা'হলে……"

বাধা দিয়া স্বপন কহিল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক, পিয়ালু। আমি ব্যস্ততার বশে কোন কাজ করব না। আশা করি, ভবিষ্যতে যদি তোমাদের গৃহে আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে যাই, তা'হলে নিশ্চয়ই ভাইয়াকে আশ্রয় দেবে ?"

তরুণী পিয়ালু থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, "দোহাই ভাইয়া, বহিনকে নিষ্ঠুর আঘাত করবেন না। আমি দিন-রাত্রি এই প্রার্থনা ভগবানকে জানাব যে, তিনি যেন হতভাগিনীকে তেমন সুযোগই অচিরে দান করেন।" এই বলিয়া সে একবার সেনাপতির দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "আসি, ভাইয়া। আমার বুকের পাষাণ-চাপ অপসৃত হয়ে গেছে।" এই বলিয়া স্বপন সাবধান হইবার পূর্বে তাহার পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল ও দ্রুতপদে আঙ্গিনা হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্বপন সেনাপতির নিকট ফিরিয়া আসিলে, সেনাপতি এ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "আসুন, প্রধান পুরোহিত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"চল, বন্ধু।" স্বপন কহিল।

উভয়ে প্রধান পুরোহিতের কোয়ার্টারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি

একটি ব্যাঘ্র-চর্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বপনকে দেখিয়া কহিলেন, "এস পুত্র, বস। এস গয়াকু, বস, বাবা। আমি তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।"

স্বপন ও সেনাপতি উভয়ে বৃদ্ধ পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে, তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আমি সব শুনেছি, পুত্র। তুমি যে এই পবিত্র দ্বীপের অধিবাসীতে পরিণত হ'তে চলেছ, সে-সংবাদ আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। রাজা তোমার প্রতি বিশেষ করুণা প্রদর্শন করেছেন।"

স্বপন কহিল, "আমি সেজন্য রাজার নিকট কৃতজ্ঞ হয়েছি, পিতা।"

প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "আরও শুনলাম, আগামী কাল তোমার অগ্নি-বাণের পরীক্ষা দেবে। কিন্তু বৎস, তোমাকে খুব সতর্ক হতে হবে। আমাদের ধর্ম-গ্রন্থে আছে যে, যে-দিন আমাদের পাপের ফলে রুষ্ট দেবতারা অগ্নি-বাণে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করতে আসবে, সেই দিনই বিশালী দ্বীপ সমুদ্রের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাবে।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত-কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেবতাদের হাতে ভিন্ন অগ্নি-বাণ আর কারুর কাছে নেই; কিন্তু সে-ধারণা আমাদের যে ঠিক নয়, তা প্রমাণিত হয়ে গেল।"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "পিতাজী, বর্তমান পৃথিবী অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এখন মানুষ বিজ্ঞানের শক্তিতে এমন সব আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী হয়েছে, তা' দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, প্রভু।"

প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "এখন যুগে যুগে কতই না দেখতে হবে, পুত্র। সে যাই হোক, তোমার অগ্নি-বাণ যেন বিশালীর মঙ্গলকর কার্যে নিয়োজিত হয়, পুত্র। রাজা আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে এ-বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে আগামী

কাল প্রাতে জানাব যে, তুমি বিশালীর শুভের জন্যই তোমার অগ্নি-বাণ ব্যবহার করবে। কেমন? জানাব ত, পুত্র?"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখবেন না, পিতাজী।" এই বলিয়া স্বপন বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিতকে অভিবাদন করিল ও সেনাপতির সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ আশীর্বাদ করিলেন।

পথে বাহির হইয়া সেনাপতি কহিল, "বন্ধু, তুমি সমগ্র বিশালীতে একটা প্রবল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েচ। এখন আগামী কালের অগ্নি-বাণ-পর্ব শেষ হ'য়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

স্বপন সবিস্ময়ে কহিল, "কেন বন্ধু, তুমিও কি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছ?"

"হই নি বলতে পারলেই খুশি হতাম, বন্ধু। কিন্তু সত্য বলতে কি, রাজা যখন তোমার অগ্নি-বাণের প্রচণ্ড শক্তির বিষয় জ্ঞাত হবেন, তখন তোমাকে না···" এই অবধি বলিয়া সহসা সেনাপতি নীরব হইল।

স্বপন কহিল, "কথা শেষ করো, বন্ধু?"

সেনাপতি হাস্য মুখে কহিল, "আমাকে পীড়াপীড়ি ক'রো না, শত্রুঘ্ন। যেটুকু উহ্য আছে, সেটুকু উহ্যই থাক, বন্ধু।"

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ব্যারাক-কোয়ার্টারে উপস্থিত হইল। রাত্রি-ভোজনের সময় হইয়াছিল। উভয়ে আহার করিয়া শয়ন-কক্ষে আশ্রয় লইল।

পরদিন অপরাহ্ণ একটার সময় হইতে রাজ-ক্রীড়া ময়দানে জনসাধারণ অগ্নি-বাণের পরীক্ষা দেখিবার জন্য দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই সুবৃহৎ ময়দানে তিল ধারণের স্থান পর্যন্ত রহিল না।

সেদিন প্রাতে দুইজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী স্বপনের নিকট আসিয়া, অগ্নি-বাণ পরীক্ষার জন্য কি ভাবে স্থান মুক্ত রাখিতে হইবে জানিয়া গিয়াছিলেন। স্বপন ময়দানের পূর্বদিকে বিশ হাত পরিমিত প্রশস্ত স্থান মুক্ত রাখিবার জন্য ও উচ্চ বেড়া দিয়া ঘিরিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিল।

ফলে ময়দানের পূর্বদিকে বিশ হাত পরিমিত প্রশস্ত স্থান মোটা ও কঠিন কাষ্ঠের খোঁটা দ্বারা ঘিরিয়া, অবশিষ্ট সমগ্র ময়দান জনসাধারণের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ময়দানের পশ্চিম দিকের একাংশ রাজা ও রাজ-পরিবারবর্গের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং সমগ্র অংশটির চারিদিকে সৈন্য-পাহারা নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ চারটার সময় রাজা পারিষদবর্গের সহিত আগমন করিলেন। পারিষদবর্গ রাজা ও রাজ-পরিবারবর্গের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। শতাধিক রাজমহিষী, তাঁহাদের সহচরী ও পরিচারিকাবর্গের সহিত আগমন করিলেন এবং রাজার অব্যবহিত পার্শ্বে চিক্ দিয়া ঘেরা স্থানে উপবেশন করিলেন।

রাজার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বপন সৈনিক বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, পৃষ্ঠে রাইফেল ও কটীদেশে রিভলভার ঝুলাইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দর্শক-কুল উল্লাস-ধ্বনি করিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইল।

স্থির হইয়াছিল, প্রথমত রাজার চিড়িয়াখানা হইতে একটি অতিকায়, হিংস্র এবং ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রকে বেড়া দ্বারা অবরুদ্ধ স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং অগ্নি-বাণের দ্বারা তাহাকে বধ করিতে হইবে।

অতিকায় ব্যাঘ্রকে লৌহ-খাঁচায় পুরিয়া আনা হইয়াছিল এবং বেড়া দ্বারা অবরুদ্ধ স্থানের শেষ প্রান্তে বেড়া-মুখে রাখা হইয়াছিল।

স্বপন রাজাকে অভিবাদন করিল। সে দেখিল, রাজা অবিরাম তাঁহার অঙ্গের শ্বেতা-স্থানগুলি চুলকাইতেছেন এবং যেখানে রস বাহির হইতেছে, সেই স্থান রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলিতেছেন।

স্বপন ব্যস্তভাবে ঐরূপ বীভৎস দৃশ্য হইতে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। রাজা একজন অফিসারকে আহ্বান করিয়া নত স্বরে কিছু বলিলে, সে দ্রুতপদে স্বপনের নিকট আসিয়া কহিল, "আপনি প্রস্তুত, সৈনিক ?"

"হাঁ, অফিসার।" স্বপন উত্তর দিল।

হাজার হাজার দর্শকেরা রুদ্ধ-প্রায় নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে একটা বিউগল বাজিয়া উঠিল। জনতা উচ্চরবে চিৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র-খাঁচার দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। জনতার চিৎকারে উত্তেজিত ও ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র এক লম্ফে রণক্ষেত্রে বাহির হইয়া দাঁড়াইল।

জনতা নীরব হইয়া গেল। অতিকায় ব্যাঘ্রের ভয়াল আকৃতি, তাহার চক্ষুদ্বয়ের হিংস্র দৃষ্টি, সর্বোপরি একটি তরুণের সম্মুখে ছাড়িয়া দেওয়া জনতার ভিতর অনেকেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মনোভাব নানা কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিল।

রাজা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জনতার দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিলে, যাহারা রাজার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতেছিল, তাহারা সহসা নীরব হইয়া গেল।

রাজ-মহিষীদের সহিত রাজকুমারী বিজয়াও আসিয়াছিল। তাহার মুখ নিঃশেষে রক্তশূন্য হইয়া বিবর্ণ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।

ব্যাঘ্র জনতার দিকে মুহূর্ত-কয়েক লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। স্বপন নির্বিকার দৃষ্টিতে

চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার রাইফেল পৃষ্ঠদেশ হইতে মুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জনতা স্বপনের নির্ভীক ও নির্বিকার মুখভাবের দিকে চাহিয়া পরম বিস্ময় বোধ করিল। তাহাকে দেখিয়া ধারণা করা কঠিন ছিল যে, সে জীবন্ত মৃত্যু-রূপী ব্যাঘ্রের পা পা করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া আদৌ দেখিয়াছে কি-না!

জনতা স্বপনকে সতর্ক করিবার জন্য চিৎকার করিয়া উঠিলে, সহসা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র ক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়ঙ্কর রবে গর্জন করিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বেগে লম্ফ প্রদান করিল।

স্বপন এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে চক্ষুর নিমেষে তাহার রাইফেল উদ্যত করিয়া ধরিয়া, ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যদেশে উপর্যুপরি ফায়ার করিল।

রাইফেলের গর্জন ও ব্যাঘ্রের অগ্রগতি অর্ধ পথে রুদ্ধ হইয়া, সবেগে ময়দানের উপর পতন দৃশ্য দেখিয়া, সমবেত জনতা, এমন কি রানীরা পর্যন্ত আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল।

রাজ-অফিসার কয়েকজন ছুটিয়া আসিয়া ব্যাঘ্রকে পরীক্ষা করিল এবং কয়েকজন বাহক আসিয়া মৃত ব্যাঘ্রকে তুলিয়া লইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল।

রাজা আসন হইতে উঠিয়া, ব্যাঘ্রকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ব্যাঘ্রের মস্তকে ও বক্ষে দুইটি গোলাকার বুলেট ক্ষত দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। তিনি কহিলেন, "আশ্চর্য ব্যাপার! কিন্তু এ-পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট নই। যে সিংহটাকে গত সপ্তাহে বন থেকে ধরে আনা হয়েছে, চিড়িয়াখানা থেকে সেটাকে আনতে বল। যদি সৈনিক তা'কে

হত্যা করতে পারে তবেই অগ্নি-বাণের শক্তি প্রমাণিত হবে।" এই বলিয়া রাজা পুনরায় ব্যাঘ্রের বুলেট আঘাত-প্রাপ্ত স্থান দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

(১৪)

রাজাদেশ সমগ্র জনতার ভিতর ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু জনতার ভিতর হইতে কোনরূপ উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি না শুনিয়া, রাজা ক্রুদ্ধ ও দুর্বোধ্য স্বরে কিছু বলিলেন। তাঁহার সম্মুখে সেনাপতি গয়াকু দাঁড়াইয়াছিল। রাজা তাহাকে আহ্বান করিয়া নত স্বরে কহিলেন, "অগ্নি-বাণের খেলার পরে অগ্নি-বাণটি আমার অস্ত্রাগারে জমা রাখতে হবে। আমি এমন অস্ত্র কোন সৈনিকের নিকট রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারব না।"

"তাই হবে, প্রভু।" সেনাপতি সম্মতি জানাইল।

রাজা কহিলেন, "এখন নয়। আগে খেলা শেষ হয়ে যাক, তারপর তুমি আমার আদেশ জানাবে।"

গয়াকু অভিবাদন করিয়া পুনশ্চ কহিল, "তাই হবে, প্রভু।"

অনতিবিলম্বে খাঁচায় ভরা সিংহ লইয়া ভৃত্যগণ উপস্থিত হইল। রাজ-সৈন্যেরা ফাঁদ পাতিয়া এই সিংহকে ধরিয়া ছিল মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে। সিংহ দেখিয়া জনতার গুঞ্জন-ধ্বনি শুরু হইয়া গেল। স্বপন তাহার দুই ব্যারেল্ বিশিষ্ট রাইফেলে বুলেট ভরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাজার আদেশে বিউগল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহের খাঁচার দ্বার মুক্ত হইয়া গেল এবং পশু-রাজ এক লম্ফে খাঁচা হইতে বাহির হইয়া, দ্রুত পদে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া, সহসা স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। সে একবার মুখ ঘুরাইয়া জনতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া

দেখিল, পরে স্বপনের দিকে চাহিয়া, মেঘ-গর্জনের মত ভয়াবহ শব্দে গর্জন করিয়া উঠিল এবং লম্ফ দিবার সীমার ভিতর আসিয়া প্রচণ্ড গর্জনের সহিত স্বপনের উপর লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইতেই, স্বপনের রাইফেল গর্জন করিয়া উঠিল এবং সিংহের স্কন্ধদেশে বুলেট বিদ্ধ হইলে সে উন্মাদ-প্রায় হইয়া যুগপৎ শত শত মেঘ গর্জনের রবে গর্জন করিতে করিতে লম্ফ দান করিল।

স্বপনের রাইফেল পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল। মধ্য পথে সিংহের বক্ষদেশে বুলেট্ বিদ্ধ হইলে সিংহ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্বপনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াই দেখিল সে তাহার পৃষ্ঠের উপর আরোহণ করিয়াছে।

সিংহ উন্মাদ হইয়া গেল। সে প্রচণ্ড স্বরে গর্জন করিতে করিতে লম্ফদান করিতে লাগিল ও স্বপনকে পৃষ্ঠ হইতে নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগিল।

স্বপন জানিত যে, অগ্নি-বাণের খেলায় অন্য অস্ত্র ব্যবহারের ফলে অগ্নি-বাণের মাহাত্ম্য খর্ব হইবে। ফলে সে তাহার প্রিয় সাথী ছুরিকা ব্যবহার করিতে না পারিয়া, রিভলভার বাহির করিয়া সিংহের বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া উপর্যুপরি দুইবার ফায়ার করিল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহ গতায়ু হইয়া শেষ বারের জন্য একটি প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল ও পড়িয়া রহিল।

রাজা হাস্য মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও স্বপনকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমি খুশি হয়েছি, যুবক। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব। ইতোমধ্যে তোমার অগ্নি-বাণ দু'টি আমার অস্ত্রাগারে রক্ষা কর। ভবিষ্যতে যখন প্রয়োজন হবে, তখন বার করে দেওয়া হবে।"

স্বপন আদেশ শুনিল। সে আদেশের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে পারিল। সে দ্রুত চিন্তা করিতে লাগিল এবং কোনরূপ বাধা না দেওয়াই সমীচীন হইবে—সিদ্ধান্ত করিল। সে কহিল, "প্রভুর আদেশ পালিত হবে।" এই বলিয়া সে রাইফেল ও রিভলভার বাহির করিয়া রাজার সম্মুখে রক্ষা করিল।

রাজা দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, "না না, তুমি নিজে গিয়ে অস্ত্রাগারে রেখে এস, যুবক।" এই বলিয়া তিনি সেনাপতি গয়াকুকে নিকটে আহ্বান করিয়া, স্বপনকে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।

গয়াকুর সহিত স্বপন বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সমগ্র জনতা তাহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল ও সকলে প্রচণ্ড কলরবের সহিত বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

রাজকুমারী বিজয়া রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়াছিল। তাহার মন এই চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিল যে, তাহাদের পলায়ন করিবার শেষ সুযোগটি পর্যন্ত শয়তান ঘৃণিত রাজা ধ্বংস করিয়া দিলেন। সে অন্যান্য মহিষীদের সহিত ক্রীড়া-ময়দান হইতে প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পারিষদবর্গের সহিত বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন।

রাজার প্রধান মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ অগ্নি-বাণের শক্তি দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাজা স্বপনের নিকট হইতে অস্ত্র দুইটি কাড়িয়া লইলেন দেখিয়া, তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাজার নিকট তাহাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

রাজা ক্রূর হাস্যে কহিলেন, "এমন অস্ত্র একজন বিদেশী সৈনিকের

নিকট রাখা রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। তোমরা খুশি হয়েছে দেখে আমি আনন্দ বোধ করছি।"

এদিকে গয়াকুর সহিত রাজার অস্ত্রাগারে রাইফেল ও রিভলভার রাখিবার জন্য গমন করিতে করিতে এক সময়ে স্বপন কহিল, "রাজা ভীত হয়েছেন, বন্ধু।"

সেনাপতি কহিল, "হওয়াই ত স্বাভাবিক, শক্রন্ন। কোন রাজাই এমন ভয়ঙ্কর বস্তু তাঁর অধীনে কোন প্রজা অথবা কর্মচারীর নিকট রাখতে পারেন না। কিন্তু সেজন্য কি আপনি দুঃখিত হয়েছেন, বন্ধু?"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "না, বন্ধু। কারণ এমন এক স্থানে এমন এক অবস্থা না হলেই অস্বাভাবিক হ'ত। সত্য বলছি, আমি খুশিই হয়েছি।"

গয়াকু কহিল, "আপনার তিনপ্রস্থ পোষাক ও অস্ত্র-শস্ত্র সব এসেছে। বাসস্থানে ফিরে গিয়ে আমি আপনাকে সে-সব অর্পণ করব।"

স্বপন কহিল, আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েচে?"

"হয়েচে। রাজার বিশেষ আদেশে, যদিও সাময়িক ভাবে আপনি প্রহরী সৈন্যের কাজ করবেন, তা' হলেও আপনার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েচে। আপনি আমার বাড়ীর ত্রিতলে সেনাপতিদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান পেয়েছেন। আপনার বাসস্থান সজ্জিত করা আরম্ভ হয়েচে। আপনি ইচ্ছা করলে আজ রাত্রেই নূতন বাসস্থানে রাত্রি যাপন ও আহার কার্য শেষ করতে পারবেন।"

স্বপন সবিস্ময়ে কহিল, "আহার প্রস্তুতের জন্য……"

বাধা দিয়া সেনাপতি কহিল, "রাঁধুনি-ভৃত্য সব এসে উপস্থিত হয়েচে। একমাসের উপযোগী প্রচুর খাদ্য-সম্ভারও এসেছে। আগামী

কাল থেকে আপনার ওপর কর্তব্য ভার অর্পণের আদেশ আমি পেয়েছি, বন্ধু। কিন্তু আমি আপনার রাঁধুনি ও ভৃত্যদের বলে দিয়েছি যে, আপনি আজ আমার গৃহে আহার করবেন এবং রাত্রে নিজ বাসস্থানে শয়ন করবেন।"

"ধন্যবাদ, বন্ধু!" স্বপন কহিল, "অস্ত্রাগার এখনও কত দূরে, সেনাপতি?"

"এই যে আমরা এসে পড়েছি।" এই বলিয়া সেনাপতি স্বপনকে লইয়া সিঁড়ি বাহিয়া প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে নিম্নতলে ভূগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিল। নিম্নে অবতরণ করিয়া স্বপন দেখিল, তাহারা প্রস্তর বাঁধানো একটি চত্তরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে দুইজন ভীমকায় প্রহরী বর্শা ধারণ করিয়া পাহারা দিতেছে।

সেনাপতির আদেশে একজন প্রহরী একটি কক্ষের দ্বার চাবিমুক্ত করিয়া খুলিয়া দিল ও সরিয়া দাঁড়াইলে, সেনাপতি ও স্বপন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিল।

স্বপন দেখিল, অস্ত্রাগারের চারিদিকে আলোক জ্বলিতেছে এবং প্রায় একশত গজ দীর্ঘ ব্যারাকের উপর থরে থরে ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, তীর, ধনুক, টাঙ্গি প্রভৃতি সে-কালের নানা অস্ত্র-শস্ত্র প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত রহিয়াছে।

স্বপন দ্বারের নিকট একটি আলমারির ভিতর তাহার রাইফেল ও রিভলভার রক্ষা করিয়া, সেনাপতির সহিত বাহিরে আসিলে, প্রহরী পুনশ্চ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

স্বপন ও সেনাপতি বাহিরে আসিয়া তাহাদের বাসস্থান অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

রাত্রে আহারের পর স্বপনকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি তাহার কোয়ার্টারে লইয়া গেল। স্বপন দেখিল, একখানি শয়ন কক্ষ, বসিবার কক্ষ, ভাঁড়ার ও রান্নার ঘর এবং ভৃত্যদের শয়ন করিবার জন্য পশ্চাদ্দিকে দুইখানি ঘর রহিয়াছে।

ভৃত্য দুইজন ও রাঁধুনি আসিয়া স্বপনকে ও সেনাপতিকে অভিবাদন করিল। রাঁধুনি তাহার নূতন প্রভু কখন কি আহার করিবেন, জানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বপন কহিল, "রাজার নিকট আমি কৃতজ্ঞ হলাম, বন্ধু এবং মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্তে এই-সব বিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব করবার জন্য আমার প্রিয় বন্ধু সেনাপতির নিকট চিরকাল ঋণী থাকব।"

সেনাপতি খুশি হইয়া কহিল, "ভুল বন্ধু, ভুল, আপনি নিজের যোগ্যতার বলে এই সব অর্জন করেছেন। নইলে আমার মত শত-সহস্র সেনাপতিরও সাধ্য হ'ত না, আমাদের সদা-অসুখী, সদা-তপ্ত-মস্তিষ্ক প্রভুর নিকট হতে কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা আদায় করে। আচ্ছা, বন্ধু। এইবার আপনি শয়ন করুন।" এই বলিয়া সেনাপতি স্বপনের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বপন শয়ন-কক্ষের বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছিল। দূরে বনানীর শীর্ষ দেশ দেখা যাইতেছিল। গভীর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া বৃক্ষের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল। স্বপন বনানীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে পিয়ালু ও হানাকুর কথা উদয় হইলে সে ভাবিল, এই বন্য দম্পতি বাল্য জীবনে আধুনিক সভ্যতার সমস্ত উপকরণ হইতে দূরে থাকিয়া, কিরূপ সুখে জীবন যাপন করিতেছে। অকৃত্রিম প্রেম-নিষ্ঠা, স্নেহ-ভালবাসা এই সভ্যতা-বর্জিত

দম্পতীর মনে কিরূপ স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করিয়াছে।. এমন পবিত্র স্নেহ, এমন অকৃত্রিম ভালবাসা ক্বচিৎ সভ্য মানুষের সমাজে দেখা দিয়া থাকে। সভ্যতালোক বর্জিত দম্পতীর মনে এতটুকু কৃত্রিমতা, কপটতার আভাস মাত্রও নাই।

স্বপন ভাবিতে লাগিল, 'শাশ্বত প্রেম বর্তমান সভ্যতার কৃত্রিমতা-ভরা আবহাওয়ায় কখনও বাঁচিতে পারে না। তাই আমরা যখন কোন পরিচিতের সহিত দেখা হয় জিজ্ঞাসা করি, 'এই যে, কেমন আছেন? খবর সব ভাল?' কিন্তু তা'র উত্তরে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যা বলেন, সেদিকে ক্বচিৎ কান দিয়া থাকি। আবার যখন বলি, 'আপনাকে দেখে বড় আনন্দ বোধ করছি।' কিন্তু সত্য বলিতে হইলে, সে সময়ে আমাদের মনে কোনরূপ আনন্দের আভাস মাত্রও থাকে না। ইহাই হইল বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা! কোন আন্তরিকতা নাই। এতটুকু প্রাণের স্পর্শ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।' ভাবিতে ভাবিতে স্বপনের চক্ষুদ্বয় ঘুম ঘোরে ভারি হইয়া উঠিল। সে শয্যার উপর শয়ন করিবার পূর্বে কক্ষের আলোক নির্বাপিত করিয়া দিল। রাশি রাশি জ্যোৎস্না আসিয়া তাহার ব্যাঘ্র-চর্মাচ্ছাদিত শয্যা ভাসাইয়া দিল। সে শয়ন করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদিত করিল ও এক সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(১৫)

পরদিন বেলা ১টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা অবধি স্বপনের উপর প্রাসাদ পাহারা দিবার ডিউটি প্রদত্ত হইল। সে প্রায় দুইশত প্রহরীর সহিত প্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে পাহারা দিবার দায়িত্ব পালন করিল।

স্বপনকে যে-স্থানে পাহারা দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা রাজ-অন্দর-মহল হইতে বহু দূরে ছিল।

এই ভাবে স্বপনকে প্রাসাদে নানা স্থানে সপ্তাহ ধরিয়া ঘুরাইয়া পাহারা দিবার কার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করাইতে লাগিল।

একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। তবুও স্বপন রাজকুমারী বিজয়াকে উদ্ধার করিবার, এমন কি একটিবার দেখা করিবারও সুযোগ না পাইয়া সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিল। তাহার মনের বল হ্রাস পাইয়া যাইতে লাগিল। সে একদিন অন্দর-মহল-সংলগ্ন বহির্মহলে পাহারা দিবার ডিউটি পাইয়াছিল, কিন্তু সে বহির্মহলে ও অন্দর-মহল-সংলগ্ন দ্বার মুহূর্তেরও জন্য মুক্ত হইতে দেখে নাই। এমন কি কোন কণ্ঠস্বর শুনিতে অথবা রাজকুমারী বিজয়া কর্তৃক প্রেরিত কোন পরিচারিকার দেখা পায় নাই। স্বপন সপ্তম দিন সন্ধ্যার পূর্বে পাহারা দিবার ডিউটি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেনাপতি গয়াকুর সন্ধান লইয়া অবগত হইল যে, সে রাজার কোন কার্যে দুই দিনের জন্য দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছে। সে আগামী দুই দিনের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিবে না।

স্বপন সাতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে জলযোগ ও চা-পর্ব শেষ করিয়া তাহার পন্থানুসন্ধানের জন্য চিন্তা করিতে লাগিল। সে বহুক্ষণ যাবৎ চিন্তা করিয়াও যখন কোন পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইল না, তখন সে অস্থির চরণে কক্ষের ভিতর পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল।

এক সময়ে স্বপনের মনে বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিতের কথা স্মরণ হইল। সে উত্তেজনায় অধীর হইয়া আপনাকে আপনি কহিল, 'কি বিচিত্র!' সে একেবারে প্রধান পুরোহিতের কথা বিস্মৃত হইয়াছিল। সে ব্যস্ত ভাবে বেশভূষা করিয়া সন্ধ্যার পর দেব-মন্দির অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিল।

স্বপন যখন মন্দিরে উপস্থিত হইল, তখন আরতি চলিতেছিল। প্রধান পুরোহিত তাঁহার প্রথানুযায়ী দেবতার সম্মুখে পুরোহিতের দক্ষিণ দিকে চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছিলেন। নারী সমাগম অত্যধিক হইয়াছিল। স্বপন একান্তে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিছু সময় পরে আরতির কাজ শেষ হইয়া গেল।

সকলে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। স্বপনের মনে হইতে লাগিল যে, এখনই হয় তো পিয়ালু নারী-জনতা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিবে। কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

প্রধান পুরোহিত প্রণাম করিয়া উঠিয়া স্বপনের অজ্ঞাতে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এসেছ, পুত্র! আমি তোমাকেই চিন্তা করছিলাম। এস আমার সঙ্গে।"

স্বপন সচকিত হইয়া উঠিল। সে নিজের অজ্ঞাতসারে দেড়শো বছরের বয়স্ক প্রধান পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমি আপনার সাহায্য লাভের আশায় এসেছি, পিতাজী।"

বৃদ্ধের দন্তহীন মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এস, পুত্র।"

প্রধান পুরোহিতের শয়ন-কক্ষের দালানে বসিয়া স্বপন কহিল, "আমার মন অত্যন্ত উচাটন হয়েছে, পিতাজী।"

"জানি, পুত্র।" বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "কিন্তু তুমি যে আশা ক'রে বসে আছ, আজ তা'র সব শেষ হয়ে যাবে। অস্থির হয়ো না, পুত্র। প্রশ্ন ক'রো না। আমি জানি, তুমি কোন্ আশায় প্রাসাদ-প্রহরী সৈন্যের পদ গ্রহণ করেছ। আমি আরও জানি, গত এক সপ্তাহ

কাল যাবৎ তুমি রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলে। আমি আরও জানি, তুমি সিদ্ধান্ত করেছ যে আজ রাত্রে তুমি নিজ প্রাণ বিপন্ন ক'রেও প্রাসাদের নারী-মহলে প্রবেশ ক'রে রাজকুমারী বিজয়াকে উদ্ধার ক'রে পলায়ন করবে। কিন্তু······"

স্বপন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে বিমূঢ় কণ্ঠে কহিল, "আপনাকে এসব কাহিনী কে জানিয়েছে, পিতাজী ?"

বৃদ্ধ পুরোহিত অপূর্ব স্নিগ্ধ হাস্য মুখে কহিলেন, "পূর্বেই তোমাকে অনুরোধ জানিয়েছি, পুত্র, আমাকে প্রশ্ন ক'রো না। আমি সব জানি, জানতে পারি, এইমাত্র চিন্তা ক'রে শান্ত থাক, পুত্র।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "হাঁ, তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি, পুত্র। আগামী কাল রাত্রে রাজা এক ভোজ দেবেন। সেই ভোজে রাজবংশের নিয়মানুযায়ী ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীকে তিনি নির্জন কক্ষে নিয়ে ভবিষ্যৎ মহিষীর হস্তে হীরক বলয় পরিয়ে দেবেন। তারপর তৃতীয় দিন রাত্রে প্রথানুসারে রাজকুমারী রাজার প্রধানা মহিষীতে পরিণত হবেন। তারপর একমাস যাবৎ রাজ্যে উৎসব সমারোহ চলবে।"

স্বপনের মনে হইল, তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে কে যেন প্রলয়াগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছে। তাহার মুখভাব রুদ্রাভাসে ছাইয়া আসিল। প্রধান পুরোহিত এক দৃষ্টে স্বপনের দিকে চাহিয়াছিলেন; তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "শান্ত হও, পুত্র।"

স্বপন প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "হাঁ, পিতাজী, আমি শান্ত হয়েছি। এখন দয়া ক'রে বলুন, হতভাগিনীকে কোনও প্রকারে উদ্ধার ক'রে আনা যাবে কি-না ? নয় আপনি শুধু আমাকে বলুন, রাজকুমারীকে রাজা কোন্ মহলে আবদ্ধ রেখেছেন ?"

প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "আবদ্ধই রেখেছে, পুত্র। রাজকুমারীর মহলের চারিদিকে দিবা-রাত্র একশত কৃপাণ-ধারিণী ভীমকায় নারী পাহারায় নিযুক্ত আছে। সুতরাং তোমার দেহের শক্তি-বলে উদ্ধার প্রচেষ্টা একান্তই ছেলেমানুষি ব্যাপার হবে।" এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমার সৎ পরামর্শ গ্রহণ করো, পুত্র। তুমি রাজকুমারীকে প্রধানা মহিষী হবার সুযোগ দাও। ভাব, তাঁর অদৃষ্টে যা ছিল তা'ই ঘটেচে। নইলে রাজপ্রাসাদ থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার ক'রে নেবার পরেও, অবশ্য যদি একান্ত পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবে পরিণত হয়, তুমি এই দ্বীপ থেকে, ভয়াল অরণ্য থেকে কোথাও পলায়ন করতে পারবে না। ফলে তোমার মহামূল্য জীবন যাবে, রাজকুমারী-মা'ও প্রাণ হারাবেন। সেক্ষেত্রে......"

স্বপনের মুখে একজাতীয় মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসির রূপ দেখিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত চমকিত হইয়া উঠিলেন। স্বপন কহিল, "আমি আর চিন্তা করিতে পারছি না, পিতাজী। আমি এখন আসি।" এই বলিয়া সে বৃদ্ধকে নত হইয়া প্রণাম করিল এবং কোন বাধা আসিবার পূর্বেই দ্রুত পদে মহল হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

স্বপন পথে বাহির হইয়া উন্মাদের ন্যায় অতি দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল। সে যে কোথায় যাইতেছে, কি ভাবিতেছে, তাহা তাহার নিকটেও স্পষ্ট ছিল না। তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে মাত্র এই কথাগুলি বিদ্যুতাক্ষরে ভাসিতেছিল যে, 'আগামী কাল রাত্রে সব শেষ হইয়া যাইবে।' তাহার সকল গর্ব চূর্ণ হইয়া যাইবে। জীবনে তাহার প্রথম পরাজয় ঘটিবে। পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুও শত গুণে শ্রেয়। হাঁ, মৃত্যুও শত গুণে শ্রেয়। সে মরিবে তবু কাপুরুষের মত পরাজয় বরণ করিবে না।

সে বীরের মৃত্যু বরণ করিবে। হাঁ, সে একবার দেখাইয়া দিবে—কি ভাবে মৃত্যু বরণ করিতে হয়।

উন্মাদের মত বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে দ্রুত বেগে স্বপন অগ্রসর হইতেছিল। সহসা এক সময়ে সে দেখিল, তাহার কোয়ার্টারের সম্মুখে সে উপস্থিত হইয়াছে।

স্বপন একমুহূর্ত দ্বিধা করিয়া বাড়ীর বহির্দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল, প্রাসাদ-প্রহরী সৈন্যদের যে উচ্চপদস্থ অফিসার রাজ-প্রাসাদ পাহারা দিবার জন্য ডিউটি ভাগ করিয়া দিয়া থাকে, সে বাড়ীর আঙ্গিনায় অন্য দুইজন অফিসারের সহিত অপেক্ষা করিতেছে।

স্বপনকে দেখিয়া অফিসার কহিল, "এই যে এসেছ, শত্রুঘ্ন! আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। শোন, আগামী কাল তোমার প্রাতের পাহারা বাতিল করেছি। তুমি আগামী কাল সন্ধ্যা হতে রাত্রি ১টা পর্যন্ত বিশেষ পাহারার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছ। তুমি আর বিয়াল্লিশ নম্বর রাজার ভোজ-কক্ষের উভয় দ্বারে পাহারায় থাকবে। এই বিশেষ স্থান বিশেষ প্রহরী সৈন্যের দ্বারা বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত করবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। আগামী কাল সন্ধ্যায় সর্বসমেত তিন শত প্রহরী-সৈন্যের পাহারা বসবে। দুইশত প্রহরী সৈন্য যেমন সাধারণ ভাবে প্রাসাদ পাহারায় থাকে থাকবে এবং একশত বিশেষ ভাবে শক্তিমান ও বুদ্ধিমান প্রহরী সৈন্য রাজার বিবাহের সভায় পাহারা দেবার জন্য নানা স্থানে সন্নিবেশিত হবে। আচ্ছা আমি আসি।"

স্বপন প্রথানুযায়ী উচ্চপদস্থ অফিসারকে মিলিটারী স্যালিয়ুট করিল। অফিসার প্রত্যভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বপন ক্ষণকাল একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মস্তিষ্ক

আলোড়িত করিয়া চিন্তার ঘূর্ণী বাতাস বহিতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে বাড়ীর ত্রিতলে আরোহণ করিতে লাগিল।

দ্বিতলে আরোহণ করিতেই সেনাপতি গয়াকু হাস্য মুখে তাহার পথরোধ করিয়া কহিল, "বিশেষ কারণে আমাকে পথ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে, বন্ধু। আগামী কাল রাত্রে রাজার বিবাহ ভোজ-সভায় যোগ দেবার জন্য রাজা আমাকে পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আদেশ দেওয়ায় আমাকে ফিরে আসতে হয়েচে।" এই বলিয়া সে স্বপনের উদ্‌ভ্রান্ত মুখভাবের দিকে চাহিয়া অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে পুনশ্চ কহিল, "এ কি ব্যাপার, বন্ধু? তুমি কি অসুস্থ হয়েছ?"

স্বপন রহস্যময় হাস্য মুখে কহিল, "হাঁ হয়েছিলাম, তবে তোমাকে দেখে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।"

সেনাপতি স্বপনের একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "এস, আমার কক্ষে বসে এক-গ্লাস চা পান করে যাবে, বন্ধু। আমি তোমার মানসিক ব্যাধির ইতিহাস জানি, বন্ধু। এস, তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই আমি।"

স্বপন প্রতিবাদ না করিয়া সেনাপতির সঙ্গে তাহার বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিল ও কহিল, "আগামী কাল আমার সকল আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, বন্ধু।"

সেনাপতি কহিল, "বিধাতার বিধান ব্যর্থ করবার শক্তি মানুষের নেই, শত্রুঘ্ন। তুমি চেষ্টা ক'রেছিলে, তুমি ব্যর্থ হয়েছ, কারণ বিধাতার ইচ্ছা নয় যে, তাঁর লিখন তুমি ব্যর্থ কর। আশা করি, এইরূপে তোমার মন হ'তে সকল ক্ষোভ, গ্লানি দূর ক'রে দিতে সক্ষম হবে।"

স্বপনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কাপুরুষদের মা

একমাত্র মূলধন, তা'তে আমাকেও ভাগ বসাতে বলছ, সেনাপতি?" এই বলিয়া স্বপন ম্লান মৃদু হাস্য করিল এবং পুনশ্চ কহিল, "বন্ধু, ও-আলোচনা বন্ধ কর, এই আমার একান্ত অনুরোধ তোমার কাছে।"

সেনাপতি দুই গ্লাস চা ও কিছু খাদ্য আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ দিয়া স্বপনের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, বন্ধু। আচ্ছা, অনিবার্য ব্যর্থতা এবং মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হবে জেনেও কেউ কি সে কাজ সফল করবার জন্য সচেষ্ট হন?"

স্বপন কহিল, "এই পৃথিবীতে যদিও কয়েক জাতের মানুষ আছে, তা'হলেও তাদের মোটামুটি ভাবে মাত্র দু'টি অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশে অদৃষ্টবাদীরা দল থাকে। অর্থাৎ যাঁরা অদৃষ্টের ও ভগবানের দোহাই দিয়ে, নিজেদের নিবীর্যতার গর্ব চূর্ণ হলেও মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করে। আর এক দল—সংখ্যায় তাঁরা বোধ হয় অত্যন্ত অল্প, ভেবে থাকেন, একদিন যখন মরতেই হবে, মৃত্যুর যখন কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নেই, তখন কর্তব্য সাধন করবার জন্য পথের বাধা নির্মম হস্তে দূর ক'রে দিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করতে হবে। তার জন্য যদি মৃত্যু আসে আসবে। তবে কাপুরুষের মত বিধাতারও অদৃষ্টের দোহাই পাড়বে না।"

সেনাপতি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তবে কি তুমি শেষোক্ত দলীয়, বন্ধু?"

স্বপন মৃদু হাস্য করিল। সে কহিল, "এস বন্ধু, অন্য কিছু আলোচনা করা যাক।"

এমন সময়ে একজন ভৃত্য দুই গ্লাস চা ও দুই প্লেট খাদ্য লইয়া প্রবেশ করিল এবং উভয়কে পরিবেশন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বপন চা পান করিতে লাগিল। সেনাপতি চায়ের গ্লাসে কয়েকটি চুমুক

দিয়া কহিল, "আশা করি, আগামী কাল রাত্রে ভোজ-সভায় পাহারা দেবার ভার পেয়ে খুশি হয়েছ ?"

স্বপন মুহূর্ত-কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এইবার বুঝেছি, কেন সহকারী সেনাপতি আমার ওপর এমন সদয় হ'য়ে গুরু দায়িত্ব অর্পণ ক'রে গেলেন। আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ কর, বন্ধু।"

সেনাপতি মুহূর্ত-কয়েক গম্ভীর মুখে চিন্তা করিয়া কহিল, "কিন্তু কোন্ উপায় হবে তা'তে ? আমি শুধু একবার রাজকুমারীকে শেষবারের জন্য দেখবার সুযোগ আপনাকে দিয়েছি, বন্ধু।"

স্বপন কহিল, "সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, বন্ধু। গত সপ্তাহ-কাল যাবৎ অনেক চেষ্টা ক'রেও তাঁকে একটিবার দেখতে পাই' নি, তা'ই আমার এই প্রচেষ্টা বন্ধু।"

"আপনি কখন ফিরে এসেছেন ?" স্বপন প্রশ্ন করিল।

"অপরাহ্ন তিনটার সময়। ঠিক যে-সময়ে ভোজ-ক্ষেত্র পাহারা দেবার জন্য প্রহরী সৈন্য নির্দিষ্ট হচ্ছিল, ঠিক তখনই আমি ফিরে এসেছিলাম, বন্ধু।"

স্বপন উঠিয়া দাঁড়াইল ও হাস্য মুখে সেনাপতির সহিত করমর্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল এবং আপনার মহলে গমন করিতে লাগিল।

(১৬)

অতি অপরূপ ভাবে স্বর্ণ-পাতে বিমণ্ডিত টেবিল, কাষ্ঠাসন প্রভৃতি অসংখ্য আসবাব-পত্রে পূর্ণ ভোজ-কক্ষের অন্দর মহল দিকের দ্বারে স্বপন পাহারায় নিযুক্ত হইল।

ভোজ-কক্ষের অপর দ্বার যাহার উপর পাহারা দিবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল, সেই বিয়াল্লিশ নম্বর সৈন্যের সহিত স্বপন বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিল। তখনও নিমন্ত্রিতগণ আসিতে আরম্ভ করে নাই। বিয়াল্লিশ নম্বর প্রহরী-সৈন্য স্বপনের নিকট গমন করিয়া কহিল, "ভোজ শেষ হ'লে আমাদের ভোজ খাওয়ার সুযোগ আসবে, ছ'শো এক।

স্বপনের নম্বর ছয়শত এক। সে মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করবার সুযোগ পাব! না, বন্ধু?"

বিয়াল্লিশ হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "যাক্, তোমার মুখে যে রহস্য-ময় উক্তি শুনতে পেলাম, আমার শঙ্কা দূর হ'ল, বন্ধু। নইলে তোমার যে-মূর্তি আমি দেখছিলাম, তাতে ভয় হচ্ছিল, যেন তুমি কারুকে হত্যা করবার জন্য চিন্তা করছ।"

স্বপন চমকিত হইয়া কহিল, "হত্যা! ছি বন্ধু, অমন কথা রহস্যচ্ছলে বললেও বিপদ আছে।"

বিয়াল্লিশ কহিল, "তা' আছে। তবে আমি যা বলছিলাম। উচ্ছিষ্ট নয়, বন্ধু, রাজার পরিবেষনকারীরা আমাদের প্রচুর খাদ্য ও পানীয় তখন এনে দেবে। এই হ'ল-রীতি। অবশ্য যে দু'জন ভাগ্যবান ভোজ ক্ষেত্রে পাহারা দেবার সুযোগ পায়, তাদের ভাগ্যেই তা সম্ভব হ'য়ে থাকে।"

স্বপন কহিল, "আমাদের ভাগ্যের জোর আছে বলতে হবে, বন্ধু। কিন্তু আর না, নিমন্ত্রিতেরা আসতে আরম্ভ করেছে। শীঘ্র যাও, বন্ধু।"

বিয়াল্লিশ নম্বর বিদ্যুদ্বেগে তাহার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত-কয়েক পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আগমন করিতে লাগিল।

রাত্রি ৯টায় ভোজ আরম্ভ হইবে। পৌনে নয়টার ভিতর ভোজ-কক্ষের সমস্ত কাষ্ঠাসন পূর্ণ হইয়া গিয়া জানাইয়া দিল, রাজানুগৃহীত

প্রত্যেকটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে। এখন অবশিষ্ট শুধু স্বয়ং রাজা।

স্বপন দেখিল, ভোজ-ক্ষেত্রে সর্ব-সবেত প্রায় তিন শত জন আমন্ত্রিত বিশিষ্ট নর-নারী আগমন করিয়াছে। পৌনে নয়টা হইতে পরিবেষনকারীরা খাদ্য দ্রব্যের পাত্রগুলি লইয়া সাজাইয়া দিতে লাগিল।

কাঁটায় কাঁটায় ৯টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সিংহাসনাকৃতি কাষ্ঠাসন সুদীর্ঘ টেবিলের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত হইয়াছিল। ভোজ-ক্ষেত্রের কলরব একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। স্বপন দেখিল, রাজা দুই হাতে অঙ্গের শ্বেত-স্থান অবিরত চুলকাইতেছে ও ঘর্মের মত রস বাহির হইতেছে। স্বপনের মন ঘৃণায় জরজর হইয়া উঠিল। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল যে, রাজকুমারী বিজয়া যদি আত্মহত্যা করেন? তাহা হইলে কি হইবে?

রাজা উপস্থিত হইতেই প্রত্যেকটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিয়াছিল। রাজা উপবেশন করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলে, সকলে আহার করিতে লাগিল। ভোজ-ক্ষেত্রে নানা প্রকার শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

রাত্রি দশটার সময় ভোজ খাওয়া শেষ হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গ রাজার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় প্রত্যেকটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাহির হইয়া গেলে, রাজা প্রাসাদ-সুপারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমি বিবাহ-কক্ষে থাক্‌ব। একজন প্রহরী সৈন্যকে বিবাহ-কক্ষের সম্মুখস্থ হল ঘরের দ্বারে নিযুক্ত করো। আমার আহ্বান না পাওয়া পর্যন্ত সে ভিতরে গমন

করবে না এবং কোন ব্যক্তিকে ভিতরে যেতে দেবে না। তা'কে জানিয়ে দাও, এই আদেশ অমান্য করলে মৃত্যু-দণ্ড পাবে। যাও।" এই বলিয়া রাজা ভোজ-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পার্শ্বস্থ মহলের দ্বার দিয়া দীর্ঘ হলের ভিতর প্রবেশ করিল এবং দীর্ঘ হল অতিক্রম করিয়া সুসজ্জিত বিবাহ-কক্ষের ভিতর উপস্থিত হইল। সেখানে একজন তরুণী পরিচারিকা অপেক্ষা করিতেছিল। রাজা তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "যা, ভবিষ্যৎ প্রধানা রানীকে নিয়ে আয়।"

পরিচারিকা অভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

এদিকে প্রাসাদ-সুপার স্বপনের নিকট আসিয়া রাজাদেশ জানাইল ও কহিল, "খুব সাবধান! বিনা আহ্বানে নিজেও প্রবেশ করবে না অথবা কারুকে, তিনি যদি প্রধানা স্ত্রীও হন অথবা প্রধান সেনাপতিও হন, ভিতরে রাজার বিনা আদেশে প্রবেশ করতে দেবে না। আদেশ অমান্যে প্রাণদণ্ড হবে স্মরণ রাখবে।"

স্বপন অভিবাদন করিয়া কহিল, "আমি প্রাণ দিয়ে রাজার আদেশ পালন করব, প্রভু।"

সুপার খুশি হইয়া কহিল, "উত্তম!" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এদিকে রাজকুমারী বিজয়া বিবর্ণ মুখে শঙ্কিত মনে তাহার প্রধানা পরিচারিকার সহিত রাজার কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, রাজা স্বর্ণ-পালঙ্কের উপর বসিয়া রহিয়াছেন, আর দুই হাতে অঙ্গের কুষ্ঠ-সদৃশ ব্যাধির বীভৎসতা বৃদ্ধি করিতেছেন। সে তাহার দৃষ্টি ঘৃণাভরে ফিরাইয়া লইলে, রাজার দৃষ্টিতে তাহা এড়াইল না। তিনি প্রধানা পরিচারিকার দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "যা এখান থেকে।"

বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইতেই, রাজকুমারী আর্ত স্বরে চিৎকার করিয়া কহিল, "না না, তুমি যেও না। তোমার সঙ্গে এখনি ফিরে যাব আমি।"

প্রধানা পরিচারিকা দ্বিধাগ্রস্ত হইলে, রাজার কণ্ঠ গর্জন করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলে বেত মারবার আদেশ দেব।"

ইহার বেশি বলিবার প্রয়োজন ছিল না। পরিচারিকা প্রাণভয়ে ভীতা হরিণীর মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাজার বীভৎস মুখের হাসি মুখকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। তিনি রাজকুমারী বিজয়ার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কেন, ভয় কিসের তোমার, রানী? আমাকে তুমি ঘৃণা কর? কেন? আমার এই ব্যাধির জন্য? কিন্তু এই ব্যাধিটাই কি আমার সব, বিজয়া? আমি তোমাকে রাজ্যের প্রধানা মহিষী পদে অভিষিক্ত করব—তোমাকে পাটরানী ক'রে সিংহাসনের অর্ধাংশ দান করব। তোমার পুত্র হবে এই রাজ্যের অধীশ্বর। এতেও তোমার মন ভরবে না, বিজয়া? মানুষের দেহ-সৌন্দর্যের কি মূল্য আছে বলতে পার? আমিও একদিন পরম সুন্দর ছিলাম। কিন্তু আজ ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছি। তা' বলে কি আমার কামনা, বাসনা, রূপতৃষ্ণা সব লয় পেয়ে গেছে? আমি তোমাকে সুখী করব, বিজয়া। আমি তোমাকে......" বলিতে বলিতে রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও এক পা এক পা করিয়া বিজয়ার দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

বিজয়া আর্ত-স্বরে চিৎকার করিয়া কহিল, "আমাকে স্পর্শ করবেন না।"

রাজা অগ্রসর হইতেছিলেন, সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সারা মুখ নিদারুণ ক্রোধাভাসে ছাইয়া গেল। তিনি কঠিন স্বরে কহিলেন,

"শোন, রূপ-যৌবন-গর্বিতা নারী। তোমার রূপ ও যৌবনের গর্ব আমি চূর্ণ করব। তোমার অঙ্গে আমি এই ব্যাধি চালনা করব। তোমার ঐ সুন্দর মুখ যখন আয়নাতে দেখবে, তখন শিউরে উঠবে ঠিক এমনি ক'রে।" এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া কঠিন স্বরে পুনশ্চ কহিলেন, "এখনও সময় আছে, এস আমার কাছে।" বলিতে বলিতে পুনরায় তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজকুমারী বিজয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া, তাহার আর্ত-স্বর রোধ করিতে করিতে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া পিছু হটিতে লাগিল। যে-সময়ে সে কক্ষের দেওয়ালে আসিয়া বাধা পাইল, সেই সময়ে রাজা একটা অট্টহাস্য করিয়া, ব্যধিগ্রস্ত হস্তে বিজয়ার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিতে টানিতে পালঙ্কের নিকট লইয়া আসিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী বিজয়া অন্য মুক্ত হস্তে রাজার হস্ত-বন্ধন ছাড়াইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। সে বলিতে লাগিল, "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, শয়তান। আমাকে তুই ছেড়ে দে, পিশাচ। আমি তোর মেয়ে, তুই আমার বাবা। এখনও বলছি, আমাকে ছেড়ে দে।"

রাজা যে-মুহূর্তে সবলে তাহার রসসিক্ত ব্যাধিগ্রস্ত বক্ষে বিজয়াকে টানিয়া লইতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁহার পশ্চাদ্দেশ হইতে স্বপন এক হস্তে তাঁহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হস্তে সবলে শূন্যে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল।

রাজকুমারী বিজয়া স্বপনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে কহিল, "আপনি! আপনি এসেছেন! ভগবান! ভগবান!"

রাজা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বপনের দিকে চাহিয়া

কহিলেন, "জানিস হতভাগা, এর জন্য তোকে মাটিতে অর্ধেক পুঁতে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হবে?" এই বলিয়া তিনি ভৃত্যদের আজ্ঞা করিবার জন্য পালঙ্কের নিকট ঘন্টার দড়ি ধরিয়া টানিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

স্বপন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে, না? কিন্তু তার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বন্ধু?"

রাজা ক্রোধে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "ওরে কুত্তা, তুই কার গায়ে হাত দিয়েছিস জানিস?"

"একটা কুষ্ঠ রোগীর গায়ে। এই হাত এ্যাসিড দিয়ে ধুতে হবে। কন্তু তায় পূর্বে..." বলিতে বলিতে স্বপন আচম্বিতে রাজার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে মেঝের উপর ফেলিয়া, তাহার পোশাকের ভিতর লুক্কায়িত একটা দড়ির রোল বাহির করিয়া হাত ও পা বাঁধিয়া ফেলিল। রাজা মুখে যা আসিল, তাহাই বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

স্বপন কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাহার রুমাল দ্বারা প্যাড্ তৈয়ারী করিয়া রাজার মুখে গুঁজিয়া দিল এবং তাঁহাকে পালঙ্কের উপর তুলিয়া ফেলিয়া রাখিল ও পরে কহিল, "শোন্, শয়তান! তোমাকে আমি হত্যা করতাম। কিন্তু তোর মত বিষ্ঠার ক্রিমিকে হত্যা করতেও ঘৃণা বোধ করি ব'লে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তোকে জীবিত রেখে গেলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি অন্য কোন রমণীকে তা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বনাশ করতে উদ্যত হস, তবে বিধাতার বজ্র তোর শিরে ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পড়বে না। আচ্ছা, আসি আমরা। তোর কঠিন আদেশে এখন অন্তত পক্ষে দুটো দিন কোন লোক এই কক্ষে প্রবেশ করবে না। এই সময়ের মধ্যে আমরা তোর শয়তান দ্বীপ ত্যাগ ক'রে চলে যাব।" এই বলিয়া সে রাজকুমারী বিজয়ার দিকে চাহিয়া কহিল, "এস, বহিন।"

"চলুন! শীঘ্র চলুন, ভাইয়া।" বলিতে বলিতে রাজকুমারী বিজয়া স্বপনের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বপন কক্ষের আলোক নির্বাপিত করিয়া দিল ও বাহির হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সুদীর্ঘ হলে জনপ্রাণী ছিল না। স্বপন দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া বামদিকে একটি দ্বার দেখিয়া স্বপন দাঁড়াইয়া পড়িল। সে দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, একটি সিঁড়ি সোজা নামিয়া গিয়াছে। রাজকুমারী কহিল, "এই সিঁড়ি দিয়ে উদ্যানে যাওয়া যায়, ভাইয়া।"

স্বপনের মুখভাব আলোকিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "এস, বহিন! দেখি, এই পথে স্বাধীনতা আছে কি-না!"

স্বপন নিঃশব্দে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। রাজকুমারী বিজয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। স্বপন নিম্নে অবতরণ করিয়া দেখিল, দ্বার ভিতর দিক হইতে বন্ধ রহিয়াছে। সে রাজকুমারীকে নীরবে অপেক্ষা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া ভাবিল, খুব সম্ভবত দ্বারের বাহিরে কোন প্রহরী সৈন্য পাহারা দিতেছে। সে মুহূর্ত-দুই নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সহসা নিঃশব্দে দ্বারের অর্গল মুক্ত করিয়া ফেলিল এবং দ্বার মুক্ত করিতেই দেখিল, একজন প্রহরী সৈন্য দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া পাহারা দিতেছে। স্বপন ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া প্রহরী সৈন্যের উপর পতিত হইল। আচম্বিতে সেই ভীমবেগ সহ্য করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। স্বপন সৈন্যকে লইয়া সশব্দে ভূমিতলে পড়িয়া গেল ও প্রহরী সৈন্য মস্তকে ভীষণ আঘাত পাইয়া জ্ঞান হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

স্বপন তাহার পোশাকের ভিতর লইতে দড়ির আর একটা ক্ষুদ্র বাণ্ডিল বাহির করিয়া সৈন্যকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাহার মুখে দ্বিতীয় রুমাল গুঁজিয়া দিয়া, তাহার কথা বলিবার সামর্থ্য বন্ধ করিয়া দিল।

স্বপন সোজা হইয়া দাঁড়াইল ও রাজকুমারীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এস, বহিন। মুহূর্তমাত্র বিলম্বেও বিপদের আশঙ্কা আছে। যে-কোন মুহূর্তে অন্য প্রহরী সৈন্য এদিকে রোঁদ দেবার জন্য আসতে পারে।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে রাজোদ্যানের ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিল।

তরুণী রাজকুমারী সমগতিতে তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

উদ্যানের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া স্বপন দেখিল, তাহাদের সম্মুখে প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ বনানী হইতে রাজধানী পরিবেষ্টিত পাঁচিল রহিয়াছে। সে বুঝিল যে, এই পাঁচিলের অপর দিকে স্বাধীনতা এবং ভিতর দিকে ধরা পড়িবার সমূহ সম্ভাবনা ও পরে মৃত্যু-দণ্ডের নিশ্চিত ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেমন করিয়াই হউক এই পাঁচিল অতিক্রম করিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে স্বপন চাহিয়া দেখিল, পাঁচিলের অব্যবহিত পার্শ্বে উদ্যান-সীমান্তে কয়েকটি উচ্চ বৃক্ষ রহিয়াছে। সে একটি বৃক্ষের তলদেশে গিয়া কহিল, "তুমি গাছে উঠতে পারবে ত, বহিন? না আমাকে……"

বাধা দিয়া রাজকুমারী বিজয়া কহিল, "জানি, ভাইয়া। কিন্তু পাঁচিলের ওপর যেতে পারব না।"

স্বপন কহিল, "সে-ভার আমার ওপর থাক, বহিন। এস।" এই বলিয়া স্বপন প্রথমে বিজয়াকে গাছে তুলিয়া দিয়া, স্বয়ং তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল এবং পাঁচিলের সমান্তরালবর্তী একটি শাখার নিকট আসিয়া, সে রাজকুমারী বিজয়া কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্বেই তাহাকে শিশুর মত

দুই হাতে স্কন্ধের উপর দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়া দিল ও কাঠ-বিড়ালীর মত তর্ তর্ করিয়া পাঁচিলের নিকট গমন করিল।

পাঁচিলের উপরিভাগ প্রায় দুই হাত প্রশস্ত ছিল। স্বপন দেখিল, বৃক্ষ-শাখা ও পাঁচিলের ভিতর মাত্র তিন হাত ব্যবধান রহিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে পাঁচিলের শীর্ষ দেশে উপস্থিত হইল এবং রাজকুমারীকে স্কন্ধদেশ হইতে অবতরণ করাইল। তারপর তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে দড়ির সিঁড়ি বাহির করিয়া, অগ্রভাগ পাঁচিলের সহিত আবদ্ধ করিল এবং প্রথমে রাজকুমারী বিজয়াকে নিম্নে অবতরণ করিবার জন্য আদেশ দিল।

রাজকুমারী বিজয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নিম্নে অবতরণ করিল ও চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল এবং নত স্বরে স্বপনের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেউ কোথাও নেই, ভাইয়া।"

রাজকুমারীর কথা শেষ হইবার পূর্বে স্বপন তাহার পার্শ্বে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইল ও অপূর্ব কৌশলের সহিত সিঁড়ির অগ্রভাগ পাঁচিল হইতে মুক্ত করিয়া, দৃঢ় মুষ্টিতে বর্শা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "এস, বহিন। আমাদের স্বাধীনতা এই মুক্ত স্থানটুকুর বাইরে রয়েছে এবং হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে। এস।" এই বলিয়া স্বপন দ্রুতবেগে মুক্ত স্থানটুকু অতিক্রম করিয়া গেল এবং রাজকুমারী উপস্থিত হইলে, সে একটি বৃক্ষের উপর প্রথমে রাজকুমারীকে তুলিয়া দিয়া, স্বয়ং আরোহণ করিল।

বৃক্ষের নিরাপদ দূরত্বে গমন করিয়া স্বপন কহিল, "এখানে একটু বিশ্রাম করো, বহিন। এস, স্থির করি, আমাদের পরবর্তী কর্ম-পন্থা কি হবে।"

রাজকুমারী বিজয়া প্রগাঢ় স্বরে কহিল, "রামচন্দ্রজী আমাকে জীবন্ত

নরক কুণ্ড থেকে উদ্ধার ক'রে আনবার জন্ত আপনার মত দেবতা ভাইয়াকে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার ইহকাল পরকাল রক্ষা করেছেন। আমি এখন নিশ্চিন্ত, আমি নির্ভয়, আমি উদ্বেগশূন্য, ভাইয়া। আপনি আমাকে যে-আদেশ করবেন, আমি তা' দ্বিধাশূন্য চিত্তে পালন করব।"

স্বপন কহিল, "আমাদের এক পরমাত্মীয়-তুল্য বান্ধব ও বান্ধবী এই বনে এক পার্বত্য গুহায় বাস করেন, বহিন। আজ রাত্রে সেখানে যাওয়া সম্ভবপর হবে কি-না বলতে পারছি না। তবে আগামী কাল প্রাতে আমরা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেব। তারপর যেখানে আমি আমার প্লেনটাকে লুকিয়ে রেখে এসেছি, সুযোগ বুঝে একদিন সেখানে উপস্থিত হব। সেখান থেকে তোমার অপেক্ষমাণ পিতাজীর নিকটে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর সকল উৎকণ্ঠা দূর করব।"

"পিতাজী! আমার স্নেহময় পিতাজী! আর যে কখনও তাঁর চরণ দর্শন করবার সুযোগ পাব তেমন চিন্তা আমি ত্যাগ করেছিলাম, ভাইয়া। আমি মরব, এই স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলাম। আমি যে কখনও আর···"

স্বপন বাধা দিল। সে কহিল, "এখানে বেশি সময় অবস্থান করা আদৌ নিরাপদ হবে না, বহিন। রাজা এখন দু'দিন কারুর নজরে যাবে না। কিন্তু যে প্রহরী সৈন্যকে আমি বেঁধে রেখে এসেছি, রাত একটার সময় যখন প্রহরী বদল হবে, তখন সে মুক্তি পাবে। কিন্তু কে তা'কে আঘাত ক'রে অজ্ঞান করেছিল এবং বেঁধে রেখে পলায়ন করেছিল, তা' সে বলতে পারবে না। কিন্তু আমাকে যখন সে-সময়ে আমার পাহারার জায়গায় দেখতে পাবে না, তখন একটা সন্দেহের ভাব সৈন্য ও অফিসারদের ভিতর দেখা দেবে। তবে তারা কেউ কোন কারণেই আজ রাত্রে রাজাকে বিরক্ত ক'রে প্রাণদণ্ড নিতে সাহসী হবে না।"

রাজকুমারী বিজয়া কহিল, "কিন্তু আপনাকে দেখতে না পেয়ে যদি আপনি পলায়ন করেছেন এই সন্দেহ ক'রে সহকারী সেনাপতি আপনাকে গ্রেফতার করবার জন্য সৈন্যদল পাঠিয়ে দেয়, তবে ফল অন্যরূপ হবে, ভাইয়া। সুতরাং এরূপ নিকটে থাকা কোনক্রমেই সমীচীন নয়।" বলিতে বলিতে সে শাখার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বপনও দাঁড়াইয়া কহিল, "বড়ই দুঃখের বিষয়, বহিন, যে আমার রিভলভার ও রাইফেল শয়তানের অস্ত্রাগারে ফেলে রেখে আসতে বাধ্য হ'লাম।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তুমি বৃক্ষ-পথে অর্থাৎ এই গাছ থেকে অন্য গাছে এই ভাবে যেতে পারবে ত?"

রাজকুমারী বিজয়া ম্লান হাস্য মুখে কহিল, "না, ভাইয়া। আমি বৃক্ষে আরোহণ করতে বাল্যকালে আমার পিতার উদ্যানে শিক্ষা করেছিলাম।" কিন্তু বৃক্ষ-পথে যাবার সামর্থ্য আমার নেই, ভাইয়া।"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "কোন ভয় নেই, বহিন।" এই বলিয়াই সে বিজয়াকে দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া লইয়া তাহার স্কন্ধের উপর ফেলিয়া, তাহার টর্চ জ্বালিয়া বৃক্ষের উপর হইতে পার্শ্ববর্তী বৃক্ষে লাফাইয়া পড়িল ও যথাসম্ভব দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল।

রাজকুমারী বিজয়া কিছু দূর গমন করিয়া কহিল, "বৃক্ষ-তলদেশ দিয়ে একটা বাঘ আমাদের অনুসন্ধান করছে, ভাইয়া।"

স্বপন মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি বাঘেদের গাছে ওঠবার সামর্থ্য দেন নি, বহিন। তা' যদি দিতেন, তা'হলে কোন মানুষের পক্ষে বনে আগমন করা এবং নিরাপদে পাঁচটা মিনিটও বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠত।"

তরুণী রাজকুমারী কহিল, "কিন্তু ভালুক ত গাছে উঠতে পারে, ভাইয়া ?"

"তা পারে। কিন্তু ভালুক বাঘের যদি শতাংশের একাংশও হিংস্র হ'ত, তা'হলে একই রকম ফল দেখা দিত।" এই বলিয়া স্বপন তাহার অগ্রগতি দ্রুততর করিয়া দিল।

যে-ব্যাঘ্র তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল, সহসা সে প্রচণ্ড রবে গর্জন করিয়া বৃক্ষের উপর ধাবমান শিকারের উদ্দেশে এক লম্ফ দিল। কিন্তু স্বপন নিরাপদ দূরত্বে থাকায় তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

পতনের বেগে ব্যাঘ্র ভয়াবহরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং প্রচণ্ড রবে গর্জন করিতে করিতে স্বপন ও রাজকুমারীকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বৃক্ষ-পথে গমন করিয়া স্বপন একস্থানে একটি মহীরুহ-তুল্য বৃক্ষের উপর তরুণী বিজয়াকে অবতরণ করাইয়া, বসিবার জন্ম অনুরোধ করিল ও স্বয়ং অল্প দূর ব্যবধানে বসিয়া কহিল, "আজ এই পর্যন্ত, বহিন। কারণ রাত্রে আমি দিক নির্ণয় করতে পারছি না। এস, এখানে নিদ্রা যাই। তারপর আগামী কাল প্রাতে পুনশ্চ বন্ধু হানাকুর গুহাবাস অভিমুখে যাত্রা করব।"

বিজয়া কহিল, "সেই ভাল, ভাইয়া।"

(১৭)

রাজকুমারীকে একটি ডালের সহিত বন্ধন করিয়া, স্বপন তাহার অনতিদূরে অন্য একটি সংযোগ ডালের উপর বসিয়া কহিল, "আগামী কাল প্রাতে হানাকুর গুহাবাসে যে-পর্যন্ত না পৌছাতে পারছি, সে-পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না, বিজয়া।

রাজকুমারী কহিল, "যখনই ভাবি, এক গলিত-কুষ্ঠ রোগী আমাকে স্পর্শ করেছে, তখনই আমার সারা মন ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে ওঠে, ভাইয়া।"

স্বপন কহিল, "গলিত-কুষ্ঠ নয় এবং আসল শ্বেতা-ব্যাধিও নয়, বহিন। আমি ও-রোগের মোক্ষম ঔষধ জানি। মাত্র তিনটি দিন প্রলেপ লাগালে এবং পান করলে নিঃশেষে নিরাময় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে-শয়তান নারীর অমর্যাদা করতে একটুকুও বিবেকের কশাঘাত বোধ করে না, সে শয়তানের প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই প্রয়োজন।"

রাজকুমারী বিজয়া কহিল, "বাঘটার গর্জন ক্রমশ প্রচণ্ডতর হয়ে উঠছে, ভাইয়া। নিদ্রা যাওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার।"

স্বপন কহিল, "নিদ্রার বেগ যখন আসবে, বিজয়া, তখন শত ব্যাঘ্রের চিৎকারও তা' রোধ করতে পারবে না।"

হইলও তাহাই। রাজকুমারী বিজয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে একসময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপনও কিছু সময় জাগ্রত থাকিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

প্রত্যুষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে স্বপন দেখিল, ব্যাঘ্র তখনও বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। তবে কি ব্যাঘ্রের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে?

স্বপন মুহূর্ত-কয়েক চিন্তা করিল। তাহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে প্রভাত হইয়া আসিল। প্রভাতালোক চক্ষুতে পড়িলে বিজয়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সে চক্ষু মেলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং কহিল, "একি! প্রভাত হয়েছে, অথচ আমাকে জাগরিত করেন নি কেন, ভাইয়া?"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "এইমাত্র প্রভাত হয়েছে, বহিন। এস,

আমরা যাত্রা করি। এখানে কোন ঝরণা নেই। সুতরাং প্রাতঃকৃত্য বন্ধ রেখে অগ্রসর হই, এস।" এই বলিয়া সে রাজকুমারী বিজয়ার বন্ধন মুক্ত করিয়া, তাহাকে পুনশ্চ স্কন্ধে তুলিয়া লইল। কিন্তু কোন্ পথে যাত্রা করিতে হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য চারিদিকে চাহিয়া কিছু ধারণা করিতে না পারিয়াও, উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা আরম্ভ করিল।

ব্যাঘ্র একবার গর্জন করিয়া, স্বপন ও বিজয়াকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

বিজয়া কহিল, "কি সর্বনাশ! বাঘটা যে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ছে না, ভাইয়া?"

স্বপন কহিল, "সেজন্য উদ্বিগ্ন হবার হেতু নেই, বহিন। বন্ধু যদি আমাদের বডি-গার্ড হয়ে সঙ্গে যেতে চায়, মন্দ কি?" বলিতে বলিতে সে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রায় একঘণ্টা কাল চলিবার পর সহসা একটা গুরু-গম্ভীর ভয়াল গর্জন-ধ্বনি উত্থিত হইয়া বনানী ও আকাশ কম্পিত করিয়া তুলিল। স্বপন ও বিজয়া বৃক্ষ তলদেশে চাহিয়া দেখিল, একটি প্রকাণ্ড সিংহ ব্যাঘ্রের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

স্বপন মুহূর্ত-কয়েকের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ও বিজয়াকে স্কন্ধদেশ হইতে তুলিয়া একটি শাখার উপর বসাইয়া দিল। তাহারা দেখিল, ব্যাঘ্র ও সিংহ উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিবার জন্য পশ্চাতে পদদ্বয়ের উপর বসিয়া, উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া চাপা কণ্ঠে গর্জন করিতেছে।

স্বপন বুঝিল, বৃক্ষতলে অবস্থিত উভয় ভয়ালের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বিজয়াকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছু দূর গমন করিবার পর স্বপন ও বিজয়ার কণ্ঠে ব্যাঘ্র ও সিংহের নারকীয় তাণ্ডব স্বর প্রবেশ করিলে, স্বপনের গতি মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। বিজয়া কহিল, "মা-গো! একি রাক্ষুসে চিৎকার, ভাইয়া?"

স্বপন পুনশ্চ চলিতে আরম্ভ করিল। বেলা দশটা অবধি পথ চলিয়াও স্বপন হানাকুর গুহাবাস দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে যে ভুল পথে চলিয়াছে, সে-বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ রহিল না। সে আরও এক ঘণ্টা কাল পথ চলিয়া একটি পর্বতের নিকট উপস্থিত হইল। দেখিল, একটি ঝরণা পর্বত হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। সে বিজয়াকে কহিল, "এস, আমরা এখানে প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে নিই, বহিন।" এই বলিয়া সে বিজয়াকে একটি শাখার উপর বসাইয়া দিল।

বিজয়া কহিল, "আপনার বন্ধুর গুহাবাস কি এখনও বহু দূরে, ভাইয়া?"

স্বপন চিন্তিত স্বরে কহিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না, বহিন। বোধ হয়, আমি পথ ভুল করেছি।"

বিজয়া ম্লান স্বরে কহিল, "তা'হলে?"

স্বপন হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তা'হলে আমাদের কোথাও আশ্রয় নেওয়া চলবে না, আমরা সোজা উত্তর মুখে সমুদ্র তীরে চলে যাব। কিন্তু এস, আমি অন্তরালে দাঁড়াচ্ছি, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নেবে এস, বহিন।"

প্রাতঃকৃত্য শেষ হইলে বিজয়াকে পুনশ্চ বৃক্ষে আরোহণ করাইয়া স্বপন কহিল, "তুমি যদি এখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে পার, তাহ'লে আমি আহারের জন্য কিছু খাদ্য ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে আসি।"

রাজকুমারী বিজয়া কহিল, "বেশ, আমি এই বৃক্ষের ওপর বসে থাকি, আপনি কিন্তু বেশি দেরি ক'রে আমাকে উতলা করবেন না, ভাইয়া।"

স্বপন বিজয়াকে উচ্চ ডালের উপর বসাইয়া, তাহার সুতীক্ষ্ণ বর্শা ও তীর ধনুক লইয়া বৃক্ষ-পথে হরিণ শিকার করিবার জন্য গমন করিতে লাগিল।

বিজয়া বসিয়া রহিল। তাহার মন স্বপনের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, 'এমন যুবকও ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা গর্বের আর কি হইতে পারে? দেবতা কখনও চোখে দেখি নাই। দেবতারা যদি আমার ভাইয়ার শতাংশের একাংশও হন, তাহা হইলেও আমি দেবতাদের শ্রীচরণে প্রণাম করি।' বলিতে বলিতে বিজয়া তাহার কমনীয় দু'টি হাত একত্র করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

ধীরে ধীরে সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। একসময়ে বিজয়া চমকিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, সে যে-বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সেই বৃক্ষের তলদেশে একদল রাজ-সৈন্য আসিয়া বসিয়াছে এবং তাহারা পরস্পরে আলাপ-আলোচনায় রত হইয়াছে।

রাজকুমারীর দেহ নিদারুণ ভয়ে স্থবিরের ন্যায় হইয়া গেল। সে নিজেকে গোপন করিবার জন্য যেমন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার পদ-ভারে কয়েকটি পত্র চ্যুত হইয়া নিম্নে কয়েকজন সৈন্যের মস্তকে পতিত হইল। সৈন্যগণ উপর দিকে চাহিতেই রাজকুমারী বিজয়া তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িয়া গেল ও তাহারা বিদ্যুদ্বেগে দাঁড়াইয়া যুগপৎ চিৎকার করিয়া উঠিল, "প্রধানা মহিষী! প্রধানা মহিষী!"

সৈন্যদলের সেনাপতি কিছু দূরে বসিয়াছিল। সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বৃক্ষের উপর লম্ফ দিয়া আরোহণ করিয়া, রাজকুমারীকে অবতরণ করিবার জন্য আদেশ দিয়া কহিল, "নেমে আসুন, প্রধানা

মহিষী-মা ! আপনাকে সর্ব প্রকার সম্মানের ভিতর নিয়ে যাবার জন্য আদেশ আছে। কিন্তু আপনি যদি কোন বাধা দেন, তবে জোর ক'রে নিয়ে যাবার জন্য রাজা কঠোর আদেশ দিয়েছেন, মা। এখন আপনার অভিরুচি।"

রাজকুমারী বিজয়ার মুখভাব রক্তশূন্য হইয়া বিবর্ণ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। সে কহিল, "আবার সেই কুষ্ঠ রোগীর কাছে কেন নিয়ে যাবেন আমাকে ? চাই না আমি প্রধানা মহিষী হ'তে। দয়া ক'রে আমাকে ভাইয়ার সঙ্গে যেতে দিন। শ্রীভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

সেনাপতি পুলকিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনার ভাইয়াকে ত দেখছি না। কোথায় তিনি, প্রধানা মহিষী-মা ?"

রাজকুমারী বিজয়া সেনাপতির নিরীহ স্বরে প্রতারিত হইল। সে কহিল, "তিনি শিকার করতে গেছেন। এখনি এসে উপস্থিত হবেন।"

সেনাপতি মৃদু কপট-হাস্যের সহিত কহিল, "বেশ, তা'ই হবে, মা। আপনি নেমে এসে প্রাতঃরাশ করুন। তারপর আপনার ভাইয়া এলে, তাঁকেও প্রাতঃরাশ করিয়ে, একটু আলাপ-আলোচনা করে যেতে দেব। হাঁ, আপনাদের যেতে দেব, মা। আমি কেন মহাপাতকের ভাগী হব !"

রাজকুমারী বিজয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "রামচন্দ্রজী আপনার মঙ্গল করুন। বেশ, চলুন। আমি আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলাম।"

সেনাপতির সহিত রাজকুমারী বিজয়া নিম্নে অবতরণ করিলে, সেনাপতি সৈন্যদলের পাচকের দিকে চাহিয়া কহিল, "প্রধানা মহিষী-মা'র প্রাতরাশ নিয়ে এস।"

এদিকে স্বপন একটি হরিণ শিকার করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। সে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া, অল্প সময় বিশ্রামান্তে সোজা সমুদ্রতীর অভিমুখে যাত্রা করিবে। খুব সম্ভবত তিন দিন ও তিন রাত্রি পথে অতিবাহিত করিতে হইবে। হউক, সেজন্য কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বনানীতে প্রচুর সুস্বাদু ফল ও হরিণের মাংস আহার করিয়া অনায়াসে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারা যাইবে।

স্বপন যখন দেখিল, সে রাজকুমারীর বৃক্ষ হইতে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে উপস্থিত হইয়াছে, সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল এবং বনভূমি দিয়া রাজকুমারীর বৃক্ষের নিকট আসিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল যে, হরিণকে বৃক্ষ তলদেশে রাখিয়া, সে প্রথমে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবে ও মাংস রোস্ট করিয়া রাজকুমারীর সহিত আহার করিবে।

এদিকে সেনাপতি সৈন্যদলকে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিল। যে-মুহূর্তে স্বপন বৃক্ষ তলদেশে উপস্থিত হইল, সেই মুহূর্তে প্রায় একশত সৈন্য তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং কি ঘটিতেছে বুঝিতে পারিবার পূর্বেই স্বপন বন্দী হইল।

স্বপনের নিকট হইতে সকল অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল। সৈন্যগণ স্বপনের হাতে হাত-কড়ি দিতে উদ্যত হইলে সেনাপতি কহিল, "অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া সে স্বপনের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি এর পরেও পালাবার চেষ্টা করবেন, শত্রুঘ্ন ?"

স্বপন শান্ত কণ্ঠে কহিল, "পূর্বে বলুন, রাজকুমারী কোথায় ?"

সেনাপতি অঙ্গুলি নির্দেশে একটি অশ্ব দেখাইয়া কহিল, "তিনি ঐ অশ্ব-পৃষ্ঠে বসে আছেন।"

স্বপন চাহিয়া দেখিল, তাহাদের নিকট হইতে প্রায় বিশ গজ দূরে বহু অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং রাজকুমারী বিজয়াকে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া কয়েকজন সৈন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সেনাপতি পুনশ্চ কহিল, "আমাদের অশ্বগুলিকে দূরে রেখে এখানে বিশ্রাম করবার জন্য বলেছিলাম, দৈবক্রমে প্রধানা মহিষী-মা'র দেখা পাই এবং তাঁকে প্রতারণা বলে বন্দিনী করি। এখন বলুন, আপনি অশ্ব-পৃষ্ঠে শান্ত ভাবে আমাদের সঙ্গে যাবেন, না পলায়ন করবার চেষ্টা করবেন?"

স্বপন গম্ভীর মুখে কহিল, "আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।"

"বেশ, আসুন। এই বলিয়া স্বপনকে লইয়া সেনাপতি অশ্বের নিকট গমন করিল এবং স্বপনকে একটি অশ্বে আরোহণ করাইয়া, স্বয়ং নিজের অশ্বে আরোহণ করিল।

এমন সময়ে পূর্বে দেওয়া আদেশ অনুযায়ী পাচক স্বপনের জন্য প্রাতঃরাশ লইয়া উপস্থিত হইলে, সেনাপতির আদেশে স্বপন অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিয়া প্রাতঃরাশ শেষ করিল।

সেনাপতি স্বপন কর্তৃক শিকার করা হরিণটি লইয়া আসিবার জন্য আদেশ দিল এবং পরিশেষে কহিল, "আমরা এক ঘণ্টা পরে মধ্যাহ্ন আহারের জন্য যে-কোন স্থানে যাত্রা স্থগিত করব। উপস্থিত যাত্রা আরম্ভ কর, সৈন্যগণ।"

(১৮)

সেনাপতি ও স্বপনের মধ্যস্থলে থাকিয়া রাজকুমারী বিজয়া যাইতেছিল। সে এক সময়ে কহিল, "আমার দোষেই এই সর্বনাশ হয়েছে, ভাইয়া। আমি আত্মগোপন করতে গিয়ে কয়েকটি পাতা খসে যায় ও সৈন্যদলের

দৃষ্টিতে পড়ে যাই। কিন্তু আমার এ কি হ'ল, ভাইয়া!" রাজকুমারী আর্ত স্বরে প্রশ্ন করিল।

স্বপন মৃদু ম্লান হাস্য মুখে কহিল, "তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, বহিন! তিনি যদি আমাদের মৃত্যু ইচ্ছা ক'রে থাকেন, তবে তা' রোধ করবার সাধ্য আমাদের ত নেই, বহিন।"

অশ্ব-পৃষ্ঠে যাইতে যাইতে সহসা স্বপন দেখিল, তাহারা হানাকুর গুহা-বাসের নিকট দিয়া গমন করিতেছে। সে বুঝিল যে, তাহারা কিছু সময় পূর্বে এই স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, কিন্তু চিনিতে পারে নাই।

স্বপনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

বেলা দ্বিপ্রহর অবধি পথে চলিয়া, সেনাপতি যাত্রা নিরুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দিল।

সৈন্যদলের বাবুর্চিরা খাদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিল। রাজকুমারীর দিকে স্বপন চাহিয়া দেখিল যে, তাহার সারা মুখ নিদারুণ দুর্ভাবনা আভাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে কহিল, "ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখ, বহিন! তাঁর পুত্র-কন্যাদের কখনও কোন অমঙ্গলের হেতু তিনি হন না।"

রাজকুমারী বিজয়া আর্ত স্বরে কহিল, "আর কি কিছু আশা করা যায়, ভাইয়া?"

"যায় না!" স্বপন হাস্য মুখে কহিল, "এর অপেক্ষা বহু গুণে বেশি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও মানুষ মঙ্গলময়ের মঙ্গল হাতের স্পর্শ অনুভব করেছে। আমার অনুরোধ, তুমি দুশ্চিন্তায় নিজের স্বাস্থ্য বিপন্ন ক'রো না।"

রাজকুমারী কহিল, "আপনাকেও যখন এরা এমন সহজে বন্দী ক'রে ফেলেছে, তখন ভাইয়া ?"

স্বপন রহস্যময় হাস্য মুখে কহিল, "শয়তানের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় শেষ হয়েছে, বহিন। তা'ই আমার মনে কোনরূপ বাধা দেওয়ার প্রবৃত্তি পর্যন্ত জাগ্রত হয় নি। জানি না, মঙ্গলময় কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য আমাদের এইরূপ নিষ্ক্রিয় মনোভাব সঞ্চারিত করেছিলেন !"

পাচক ও একজন ভৃত্য আসিয়া স্বপন ও রাজকুমারীর খাদ্য দিয়া গেল। স্বপন রাজকুমারীকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, স্বয়ং আহার করিতে লাগিল।

সৈন্যদলের আহার-পর্ব শেষ হইলে, এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনশ্চ সেনাপতি যাত্রা আরম্ভ করিবার আদেশ দিল।

অশ্বারোহী-বাহিনী অগ্রসর হইতে লাগিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাহিনী একটি স্বল্প-পরিসর মুক্ত স্থানে আসিয়া রাত্রির মত তাঁবু ফেলিল। চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইল। রাজকুমারীর জন্য একটি বিশেষ জাতীয় তাঁবু ফেলা হইল। অবশিষ্ট সকলের মুক্ত আকাশের তলে ভূমি-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার আদেশ হইল।

স্বপন বুঝিল, আগামী কল্য বেলা ১১টার সময় সৈন্য-বাহিনী রাজধানীতে উপস্থিত হইবে। তাহার পর তাহাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা হইবে। স্বপন এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল যে, রাজা রাজকুমারী বিজয়ার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হইবে না। কারণ সে রাজকুমারীর রূপে উন্মাদ-প্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

স্বপন মৃদু ম্লান হাস্য মুখে ক্ষণকাল গভীর অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ চিন্তা করিতে লাগিল, রাজা তাহাকে দেখিবামাত্র

প্রাণ-দণ্ডাদেশ দান করিবে এবং আদেশ অবিলম্বে পালিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবে।

স্বপন চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে সেনাপতি তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। সে কহিল, "সেনাপতি গয়াকু আমার বিশিষ্ট বন্ধু, শত্রুঘ্ন। শুধু তাঁর অনুরোধেই আমি আপনার প্রতি বন্ধুর মত ব্যবহার করছি। কারণ আমি আপনাকে ইতিপূর্বে দেখি নি। আপনি যে-সময়ে রাজধানীতে ছিলেন, আমি দক্ষিণ প্রদেশে সৈন্য-বাহিনীর পরীক্ষা গ্রহণ করছিলাম।"

স্বপন স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "সেনাপতি গয়াকুর ঋণ আমি কোনদিনই পরিশোধ করতে পারব না। তিনি আমার প্রকৃতই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু।"

"হাঁ, তিনিও ঠিক ঐ কথা আপনার সম্বন্ধে বলেছিলেন।" সেনাপতি কহিল, "কিন্তু সে যাই হোক, রাজা আপনার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি আপনাকে যে মার্জনা করবেন, তা' আমি আশা করতে পারি না, বন্ধু। কারণ তাঁর যে-রকম অবস্থা ক'রে এসেছিলেন, তা'তে তাঁর যে মৃত্যু হয় নি, আশ্চর্যের বিষয় বলে সকলের মনে হয়েছিল।"

স্বপন কহিল, "মহাপাপীদের মৃত্যু এত সহজে হয় না, বন্ধু।"

"দয়া ক'রে চুপ করুন, বন্ধু। আমরা আগামী কাল প্রাতে যাত্রা ক'রে বেলা সাড়ে দশটায় রাজধানীতে পৌঁছাব। আমার ওপর আদেশ আছে, আপনাকে সোজা রাজার দরবারে নিয়ে যাবার জন্য। তাই ভাবছি……"

স্বপন বাধা দিয়া কহিল, "না বন্ধু, আমার জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে দেব না। আমি কাপুরুষ নই, বন্ধু।"

ইহার পর সেনাপতি আর কিছু বলিল না। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে কিছু সময় চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে প্রাতঃরাশের পর সৈন্যবাহিনী পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিল। বেলা সাড়ে দশটায় রাজধানীতে পৌঁছাইবার জন্য অশ্বের গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুততর করা হইয়াছিল। অশ্বারোহী-বাহিনী চলিতে চলিতে সহসা এক স্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল। অগ্রবর্তী বাহিনী বিউগল সঙ্কেতে ব্যাঘ্রের উপস্থিতি জানাইয়া দিল। সেনাপতি স্বপনের পার্শ্বে থাকিয়া গমন করিতেছিল। সে বিউগল-সঙ্কেত শুনিয়া স্বপনকে কহিল, "একটা বাঘ পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। অগ্রবর্তী সৈন্যেরা অবরোধ মুক্ত করবে।"

স্বপনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সৈন্যেরা তাহার নিকট হইতে তীর-ধনুক ও বর্শা কাড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রিয় ও চির সাথী দ্বিধার দীর্ঘ ফলা ছুরিকা এমন ভাবে গোপনে রক্ষিত ছিল যে, সৈন্যেরা তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

সহসা ব্যাঘ্রের প্রচণ্ড রব উত্থিত হইল। স্বপন সচকিতে রাজকুমারী বিজয়ার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার ঠিক পশ্চাতে এস, বহিন। বাঘটা আক্রমণ করেছে।"

স্বপনের কথা শেষ হইবার পূর্বে অগ্রবর্তী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি সকল সময়ে রাজকুমারীর পার্শ্বে থাকিয়া সৈন্যদলকে কঠিন স্বরে পলায়ন না করিতে ও ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ দিতে লাগিল। কিন্তু কোন আদেশই তাহার ফলপ্রদ হইল না। সৈন্যদল নিমেষের ভিতর অশ্ব লইয়া বনানীর ভিতর পলায়ন করিল। স্বপন ও সেনাপতির পুরোভাগ সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য-শূন্য হইয়া গেল। স্বপন ও সেনাপতি দেখিল, ব্যাঘ্র তিনজন সৈন্যকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহাদের আক্রমণ করিবার জন্য থাবা গাড়িয়া বসিয়া গর্জন করিতেছে। ব্যাঘ্রের কটিদেশের নিম্নে একটি বর্শা বিদ্ধ রহিয়াছে।

স্বপন তাহার অশ্বের লাগাম ভীত ও কম্পিত সেনাপতির হাতে দিয়া, তাহার হস্ত হইতে বর্শা লইয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং পশ্চাদ্দিকে না চাহিয়া কহিল, "ভয় নেই, সেনাপতি। ভয় নেই, বহিন। আমাকে হত্যা না ক'রে ব্যাঘ্র কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।"

ব্যাঘ্র একজন মানুষকে নির্ভীক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্রোধে ভয়াবহ গর্জন করিয়া উঠিল এবং মুখব্যাদন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে স্বপনকে আক্রমণ করিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিল।

স্বপন দুই হস্তে বর্শা ধরিয়া নির্নিমেষ নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। যে-মুহূর্তে ব্যাঘ্র তাহার উপর পতিত হইতে উদ্যত হইল, তাহার লৌহ-হস্তে ধৃত বর্শা ব্যাঘ্রের মুখ-বিবরে প্রচণ্ড শক্তিতে প্রবেশ করাইয়া দিল। বর্শা ব্যাঘ্রের বক্ষদেশ ভেদ করিয়া উদরে প্রবেশ করিল এবং ব্যাঘ্র কোন শব্দ করিবার পূর্বেই গতায়ু হইয়া স্বপনের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল ও পড়িয়া রহিল।

সেনাপতি এই অবিশ্বাস্য অসম্ভব দৃশ্য দর্শন করিল। স্বপনের শক্তি, সাহস ও অব্যর্থ লক্ষ্য দর্শন করিয়া সে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্বপনকে দুই হাতে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বন্ধু, এমন বীর ও শক্তিমান আপনি! এ যে নিজের চক্ষুকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। শুনুন বন্ধু, সৈন্যরা সব পলায়ন করেছে, এসবের পর আপনাকে আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিয়ে যেতে পারব না। আপনি অশ্ব নিয়ে যেখানে খুশি চলে যান।"

স্বপন শান্ত কণ্ঠে কহিল, "আর রাজকুমারী বিজয়া দেবী?"

সেনাপতি ম্লান স্বরে কহিল, "আপনি ত শুনেছেন, বন্ধু, ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীকে নিয়ে না গেলে রাজা আমাদের সকলকে হত্যা করবেন,

বন্ধু। তাছাড়া ওঁকে তিনি এতটুকুও শাস্তি দেবার চিন্তামাত্র করতে পারেন না। কিন্তু আপনার ওপরে যেরূপ ভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আপনার মহামূল্য জীবন নিঃসন্দেহে হত্যা করবার আদেশ দেবেন। সেক্ষেত্রে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, বন্ধু, আপনি অবলম্বে পলায়ন করুন।"

স্বপন তাহার অশ্বের লাগাম হাতে লইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। রাজকুমারী বিজয়া আর্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল। সে সেনাপতির প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পাইয়াছিল। তাহার মন পাষাণ-চাপে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

স্বপন অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ, বন্ধু। কিন্তু আমি একা পলায়ন করব না। হয় রাজকুমারী দেবী আমার সঙ্গে যাবেন, নয় আমি কিছুতেই তাঁর পার্শ্ব ত্যাগ করতে পারব না।"

সেনাপতি ম্লান স্বরে কহিল, "তবে আর উপায় কি, বন্ধু!" এই বলিয়া সে ভীত ও পলাতক সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য বিউগল বাজাইয়া আদেশ দিতে লাগিল। সে 'সকল বিপদ দূর হইয়াছে' এই সঙ্কেতও সৈন্যদের জানাইয়া দিল।

সেনাদল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব ছুটাইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। মৃত সৈন্যত্রয়কে সেনাপতির আদেশে সৈন্যবাহিনী তিনটি অশ্ব-পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। সেনাপতি অতি কষ্টে তাহার বর্শা ব্যাঘ্রের উদর হইতে বাহির করিয়া লইল ও পুনশ্চ যাত্রা আরম্ভ করিল।

ইহার পর পথে আর কোন বিপদের সম্মুখীন না হইয়া, সৈন্যবাহিনী রাজধানীর দক্ষিণ দিকের ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিজয়-বার্তা বিউগল বাজাইয়া ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে ফটক হইতে দ্বিতীয় বিউগল বাজিয়া উঠিল ও বিজয়-কাহিনী বিউগল ধ্বনিতে ধ্বনিতে

প্রহরী-সৈন্যদের দ্বারা রাজপ্রাসাদের ফটকে উপস্থিত হইল ও প্রাসাদ দেউড়ির প্রহরী-সৈন্যেরা বিউগল বাজাইয়া রাজাকে জানাইয়া দিল, সৈন্যবাহিনী পলাতক ও পলাতকাকে গ্রেফতার করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

রাজা দরবারে বসিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দীদ্বয়কে দরবার-কক্ষে আনিবার জন্য আদেশ দান করিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীকে অন্দরমহলের চিকের আড়ালে ও শত্রুগ্নকে দরবারে বন্দীদের কাঠগড়ায় আনিবার জন্য আদেশ জারি করিলেন।

দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি দ্রুতবেগে দরবার-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১৯)

প্রায় বিশমিনিট পরে বন্দী স্বপনকে লইয়া সেনাপতি দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজা স্বপনের নির্বিকার এবং নির্ভীক ভাবাপন্ন মুখের দিকে চাহিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন ও দরবারের রীতি বজায় রাখিবার জন্য সেনাপতিকে কহিলেন, "তোমার বিবরণ পেশ কর ?"

সেনাপতি কিরূপে ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীকে বৃক্ষের উপর দেখিতে পাইয়াছিল, কিরূপে স্বপনকে বন্দী করিয়াছিল, পরে অদ্য প্রাতে কিরূপে একটি ব্যাঘ্র তিনজন সৈন্যকে বধ করিয়াছিল ও স্বপন কিরূপে ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়াছিল, তাহার সত্য বিবরণ দাখিল করিল।

সভাসদগণ স্বপনের অসামান্য বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া চমৎকৃত হইল ও নত স্বরে স্বপনের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজার কর্ণে সভাসদগণের প্রশংসা-বাণী প্রবেশ করিলে তিনি সরোষে সকলকে নীরব থাকিবার জন্য

আদেশ দিলেন এবং স্বপনের মৃত্যু-দণ্ড দিবার পূর্বে তাহার সারা অঙ্গ চুলকাইয়া, সারা অঙ্গে দরদর ধারে ক্ষরিত বহায়, যন্ত্রণায় কিছু সময় মুখ বিকৃত করিয়া সহ্য করিয়া কথা বলিতে উদ্যত হইলে, স্বপন নির্ভীক কণ্ঠে কহিল, "রাজা, আমি জানি আপনি আমার প্রাণদণ্ড দেবেন। কিন্তু কয়েকটা কথা আমি মরবার পূর্বে আপনাকে বলে যেতে চাই। প্রথমত রাজকুমারী বিজয়া আমার আত্মীয়া—সহোদরা তুল্য। দ্বিতীয়ত আমি সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসেছিলাম আমার ভগ্নীকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবার জন্য।"

স্বপন মুহূর্তের জন্য নীরব হইলে, রাজা কঠোর স্বরে কহিলেন, "বন্দীর কোন কথা শোনবার প্রয়োজন আছে কি-না আমি জানি না। বন্দী আমার অঙ্গে হাত দিয়েছে, একমাত্র এই অপরাধেই তার প্রাণদণ্ড হতে পারবে।"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "আমি জানি, রাজা। আমার প্রাণদণ্ডের জন্য আমি এতটুকুও উদ্বিগ্ন নই। কিন্তু আমি যদি আপনাকে তিনদিনের ভিতর সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করতে পারি, এমন কি আপনার দেহে যদি এতটুকুও ক্ষত অথবা শ্বেতা চিহ্ন না থাকে, তা'হলে তার বিনিময়ে আপনি আমার শর্তে কি সম্মত হতে পারবেন ?"

রাজা যেন শুনিতে পান নাই, আর পাইলেও যেন অর্থ বোধ করিতে পারেন নাই এমন স্বরে কহিলেন, "কি বললে, আমাকে তুমি নিরাময় করবে তিনদিনের ভিতরে ?

স্বপন কহিল, "হাঁ, মাত্র তিনটি দিন ও তিনটি রাত্রির ভিতর। কিন্তু আমার নির্দেশ আপনাকে অক্ষরে অক্ষরে মান্য করতে হবে। বলুন, আপনি সম্মত আছেন ?"

রাজা সিংহাসনের উপর সোজা হইয়া বসিলেন। তিনি মুহূর্ত-কয়েক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুমি যে মিথ্যা কথা বলছ না, তা' আমি জানব কি ক'রে?"

"মাত্র তিনটি দিন বাদে জানতে পারবেন। তখন আমার প্রাণদণ্ড দিতে পারবেন।" স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল।

রাজা বিস্ময়ভরা স্বরে কহিলেন, "আমাকে কি করতে হবে?"

"আমি যে ঔষধ দেব তা পান করতে হবে, আর ক্ষতে মাখাতে হবে।" স্বপন কহিল।

রাজা সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "তুমি যদি আমাকে বিষ দাও?"

"হাঁ, একটা যুক্তিযুক্ত বিষয় বটে, প্রভু।" এই বলিয়া স্বপন মুহূর্ত-কয়েক নীরবে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিল, "হাঁ, হয়েচে। যে-ঔষধ আপনার দেহে প্রলেপ লাগাবার ও যে-ঔষধ আপনাকে পান করবার জন্য দেব, আমি আপনার সম্মুখে সেই উভয় ঔষধই আমার দেহে লাগাব ও পান করব। আমার দেহের এক স্থানে ছুরি দিয়ে কেটে সেই ঔষধ প্রয়োগ করব। আশা করি, তা'হলেই আপনার মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না?"

প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদবর্গ সকলেই 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

রাজা ক্ষণকাল গভীর ভাবে চিন্তা করিলেন। তাঁহার মুখ-ভাব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ, এইবার তোমার শর্ত কি বল?"

স্বপন একবার দরবার-কক্ষে উপস্থিত কর্মচারীবৃন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, পরে রাজার দিকে ফিরিয়া নির্ভীক কণ্ঠে কহিল, "আমার প্রথম

শর্ত যে আমার সহোদরাধিক আত্মীয়া রাজকুমারী বিজয়াকে মুক্তি দিতে হবে। আপনাকে অন্য প্রধানা মহিষী বেছে নিতে হবে।"

রাজা রুদ্র রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "না, কিছুতেই নয়। এত বড়ো সাহস বন্দীর, আমার ভবিষ্যৎ প্রধানা মহিষীর সম্বন্ধে কোন কথা......" কথা অসমাপ্ত রহিল। তিনি দুই হাতে উদর চুলকাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর ধারে রস বাহির হইয়া তাঁহার সারা মুখ যন্ত্রণায় কুঞ্চিত করিয়া তুলিল।

স্বপন নির্বিকার কণ্ঠে কহিল, "বেশ, আপনি সম্মত না হন, আমার প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ দান করুন। মানুষকে একদিন মরতেই হবে। আর যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসতে পারে যখন, তখন আমি হাসি মুখেই মৃত্যু বরণ করব।"

রাজার দৃষ্টি তাঁহার কুৎসিৎ দুর্গন্ধভরা দেহের প্রতি নিবদ্ধ হইল। তিনি ধীরে ধীরে শান্ত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এরূপ ঘৃণ্য জীবন হইতে যদি মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তবে সুন্দরী নারীর কোন অভাবই হইবে না। তিনি আপনার মন সংযত করিয়া কহিলেন, "বেশ, আমি সম্মত।"

স্বপন কহিল, "উত্তম! আমার দ্বিতীয় শর্ত এই যে, রাজকুমারী বিজয়াকে অবিলম্বে প্রধান পুরোহিতের আবাসে পাঠিয়ে দিতে হবে। তিনি আগামী তিনটি দিন সেখানে অবস্থান করবেন। তারপর আপনি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হবার পর তাঁকে ও আমাকে বিশালীপুরার উত্তর-সীমান্তে সমুদ্র-তটে পাঠিয়ে দেবার জন্য উপযুক্ত সৈন্য-বাহিনী এবং সকল ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। কোনমতেই রাজকুমারী অথবা আমাকে আটক করা চলবে না।"

রাজা কহিলেন, "বেশ, আমি সম্মত। তারপর?"

"আমি যে-সব গাছ-গাছড়া আনবার জন্য আদেশ দেব, তা' আপনার কর্মচারী অথবা সৈন্যেরা জঙ্গল থেকে আমাকে এনে দেবে। আমাকে বাস করবার জন্য একটি পৃথক বাড়ী দিতে হবে এবং আমি যখন ঔষধ প্রস্তুত করব, তখন কোন লোক আমার কাছে যেতে পারবে না।" স্বপন কহিল।

রাজা তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "মন্ত্রী, শত্রুঘ্নকে অতিথি-ভবন মুক্ত ক'রে দাও এবং তার আদেশ পালন করবার জন্য উপযুক্ত কর্মচারী, ভৃত্য এবং সৈন্যদল নিযুক্ত কর।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট নীরব শ্রোতা প্রধান পুরোহিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেব, আপনি রাজ-কুমারী বিজয়াকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ভবনে গমন করুন।" এই বলিয়া তিনি স্বপনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শুনুন, শত্রুঘ্ন। আপনি যদি আপনার প্রতিশ্রুতি মত আমাকে আরোগ্য করতে পারেন, তা'হলে আমি আপনাদের মুক্তি ত দেবই, উপরন্তু প্রচুর স্বর্ণ, হীরক এবং অন্যান্য দ্রব্য উপহারের সঙ্গে আপনাকে সসম্মানে উত্তর সমুদ্র তীরে পাঠিয়ে দেব।"

স্বপন অভিবাদন করিয়া কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ, রাজা। আমি জানি, আপনার ক্ষত-দুষ্ট দেহের জন্য আপনার মন বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। আপনি আরোগ্য হবামাত্র এমন এক নূতন মানুষে পরিণত হবেন, সে-মানুষ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। আমি আজ সন্ধ্যার পরেই আপনাকে ঔষধ সেবন করাব ও দেহে প্রলেপ প্রদান করব। দেখবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার চুলকানি ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে লয় পেয়ে যাবে।"

রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, "আমি অধীর আগ্রহে আপনার ঔষধের জন্য প্রতীক্ষা করব, শত্রুঘ্ন।" এই বলিয়া প্রধান মন্ত্রীকে

দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শত্রুঘ্নের জন্য বিশেষ খাদ্যের ও পাচকের আয়োজন করবে। সম্মানিত অতিথি হিসাবে ব্যবহার করবে। দরবার ভঙ্গ হ'ল।"

(২০)

প্রধান পুরোহিত রাজকুমারী বিজয়াকে সঙ্গে লইয়া যখন প্রাসাদ-ফটকে উপস্থিত হইলেন, তখন স্বপন সেখানে প্রধান মন্ত্রীর সহিত দাঁড়াইয়াছিল। রাজকুমারী স্বপনের দিকে চাহিয়া দীপ্ত মুখে কহিল, "স্বপ্নাতীত ব্যাপার সম্ভব করেছেন। আপনি কিছুতেই অনুভব করতে পারবেন না, আপনি আমাকে কিরূপে সুখী করেছেন। রামচন্দ্রজী আপনাকে আমার মতই সুখী করুন। তিনি আপনাকে সফলতা দান করুন।"

স্বপন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "দৃশ্যত অমঙ্গলের ভিতর দিয়েই ঈশ্বর মঙ্গল সাধন করেন। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শান্তির ভিতরে পিতাজীর আশ্রয়ে বাস কর গে, বহিন। ইতোমধ্যে আমি রাজার রোগ-মুক্তির ব্যবস্থা করি।"

প্রধান পুরোহিত কহিলেন, "আমি জানতাম পুত্র, তুমি সগৌরবে জয়ী হবে। আমি আরও জানতাম, রাজার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল শেষ হয়েচে। এখন যাও, পুত্র, প্রয়োজনীয় ঔষধাদি সংগ্রহ ক'রে আনবার জন্য আদেশ দাও।"

প্রধান পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া, স্বপন প্রধানমন্ত্রীর সহিত অতিথি-গৃহে গমন করিল।

অতিথি-গৃহের আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-সজ্জা দেখিয়া স্বপন খুশি হইল। সে দেখিল, ভৃত্য, কর্মচারী এবং কয়েকজন সৈন্য আসিয়া অপেক্ষা

করিতেছে। একজন কর্মচারী স্বপনকে তাহার শয়ন-কক্ষে লইয়া গেল। স্বপন কহিল, "লেখবার জন্য কাগজ-কলম চাই। আছে?"

"আছে, প্রভু। আপনি আমার সঙ্গে পার্শ্ব-কক্ষে আসুন।" এই বলিয়া কর্মচারী স্বপনকে লইয়া লিখিবার কক্ষে গমন করিল।

স্বপন দেখিল, কক্ষটির ভিতর বহু হাতে লেখা পুস্তক রহিয়াছে। একটি সুসজ্জিত টেবিলের উপর হাতে তৈয়ারী মোটা কাগজ, হাঁসের পালক কাটা কলম ও লিখিবার কালী রহিয়াছে। সে টেবিলের সম্মুখস্থ টুলের উপর বসিয়া কয়েক টুকরা কাগজে নানা জাতীয় গুল্ম লতা-পাতার নাম লিখিল এবং সৈন্যদের অফিসারকে আহ্বান করিয়া জঙ্গল হইতে অবিলম্বে আনিবার জন্য আদেশ দান করিল।

অফিসার দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "আপনার মধ্যাহ্ন আহারের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, প্রভু। দয়া ক'রে স্নান সেরে নিন।"

স্বপন স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপে স্নান করিল। পরে নানা জাতীয় সুখাদ্য আহার করিয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্বপন শ্বেতা-রোগের অব্যর্থ ঔষধ একজাতীয় লতার বিষয় তাহার তথাকথিত পিতা বিক্রমপ্রসাদের নিকটে অবগত হইয়াছিল। সে ইতো-পূর্বে কয়েকজন শ্বেতা-রোগীকে তিনদিনের ভিতর নিরাময় করিয়াছিল। এই বিশিষ্ট লতাটি বিশালী রাজধানীর বন-সীমান্তে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে সে দেখিয়াছিল। কিন্তু পাছে এই একটিমাত্র লতা সংগ্রহের জন্য আদেশ দিলে চিকিৎসার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়া যায়, সেই জন্য নানা-জাতীয় লতা-গুল্ম যাহা সীমান্তের চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাও আনিবার জন্য আদেশ দিয়াছিল।

স্বপন বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া কহিল, "ঔষধি লতা নিয়ে সৈন্যরা ফিরে এসেছে, প্রভু।"

স্বপন পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া, বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সৈন্যদের আসিবার জন্য আদেশ পাঠাইল।

অবিলম্বে দশজন সৈন্য দশ রকমের লতা-গুল্ম প্রচুর পরিমাণে লইয়া আগমন করিল।

স্বপন পূর্ব হইতেই দশটি পাত্র ও লতা-পাতা হইতে রস বাহির করিবার জন্য হামান-দিস্তা, শিল প্রভৃতি আনিবার আদেশ দিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি দ্রব্য ভৃত্যেরা আনয়ন করিয়াছিল।

স্বপনের সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন লতা-গুল্মের রস বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষা করা হইল। রস বাহির করিবার কার্য শেষ হইলে, স্বপন সৈন্যদের যাইবার জন্য আদেশ দিয়া কহিল, "পুনশ্চ আগামী কাল প্রাতে এই সব লতা-গুল্ম ও অন্যান্য আরও কয়েকটি দ্রব্য আনতে হবে। আমি আগামী কল্য প্রাতে লিখে দেব।"

সৈন্যগণ স্বপনকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। স্বপন একটি শিশিতে পানীয় ঔষধ ও একটি পাত্রে অঙ্গে লাগাইবার জন্য মলমের মত বস্তু রক্ষা করিল।

স্বপনের ঔষধ প্রস্তুত করা শেষ হইলে, সে অপ্রয়োজনীয় লতা-গুল্মের রস নর্দামায় নিক্ষেপ করিল এবং ঔষধ-পূর্ণ শিশি ও পাত্র লইয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

অপরাহ্ণে সেনাপতি গয়াকু স্বপনের সহিত দেখা করিতে আসিল। সে স্বপনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বন্ধু, যখন শুনলাম আপনারা গ্রেফতার হয়েছেন এবং রাজধানীতে নীত হয়েছেন, তখন আমার মনের

অবস্থা যা হয়েছিল, দেবতাই জানতেন। তারপর আপনি যে এমন জাদুকর যখন শুনলাম, তখন আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে এলাম আপনার কাছে।"

স্বপন নিজেকে আলিঙ্গন-মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "জানি বন্ধু, আপনি সুখী হবেন।"

গয়াকু কহিল, "কিন্তু সত্যই কি কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করতে পারবেন ?"

স্বপন রহস্যময় হাস্য মুখে কহিল, "তিনটি দিন অপেক্ষা করতে হবে, বন্ধু। কারণ মুখে গর্ব প্রকাশ যা করেছি, তা' আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, বন্ধু।"

গয়াকু কহিল, "বন্ধু, আপনি যদি এই অসাধ্য সাধন করতে পারেন, তা'হলে বিশালীর ইতিহাসে আপনি অক্ষয়, অমর হয়ে থাকবেন। বিশালী রাজবংশ চিরতরে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ ও ঋণী হয়ে থাকবে।"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "তা'ছাড়া রোগ-মুক্ত রাজা দেবতায় পরিণত হবেন।"

সেদিন সন্ধ্যার পর স্বপন রাজপ্রাসাদে গমন করিয়া, রাজার সম্মুখে প্রথমে স্বয়ং ঔষধ পান করিল ও ছুরি দ্বারা বাম হস্ত চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া প্রলেপ লাগাইয়া দিল।

অর্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর রাজা হাস্য মুখে কহিলেন, "আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, শত্রুঘ্ন। আপনি আমার চিকিৎসা আরম্ভ করুন।"

রাজার অঙ্গে প্রলেপ দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের চুলকানির ইচ্ছা বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে স্বপনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজাকে ঔষধ পান করাইয়া স্বপন কহিল, "প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর ঔষধ

পান করবেন। অবশ্য আজ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হবেন। নিদ্রার সময় কিম্বা নিদ্রা ভঙ্গ ক'রে ঔষধ পানের প্রয়োজন নেই। আপনি আর এক দাগ ঔষধ পান করবার পর আহার করবেন। তারপর শয়ন করবেন এবং নিদ্রা ভঙ্গ হবামাত্র এক দাগ ঔষধ পান করবেন। তা'ছাড়া তিনটি দিন আপনি দরবারে বেরুতে পারবেন না। তিন দিন পরে দরবারে যাবেন। ইতোমধ্যে রাজকার্যের ভার প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিন।"

পরদিন প্রাতে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, স্বীয় দেহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সারা দেহের শ্বেতা শ্বেত বর্ণ হারাইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং চুলকানির ইচ্ছা একেবারে লয় পাইয়াছে।

রাজা তৎক্ষণাৎ ঔষধ পান করিয়া স্বপনকে আনিবার জন্য একজন কর্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। স্বপন আসিলে তিনি সোল্লাসে কহিলেন, "দেখুন, দেখুন, আমার দেহের সাদা রঙ সব লাল হয়ে গেছে।"

স্বপন মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "আর একদিন পরে স্বাভাবিক বর্ণে পরিণত হবে।" এই বলিয়া সে রাজার অঙ্গে পুনরায় প্রলেপ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় প্রলেপ ও নূতন ঔষধের পরীক্ষা দিয়া স্বপন চলিয়া আসিল এবং তৃতীয় দিন প্রভাতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি তাঁহার অঙ্গের দিকে চাহিয়া, কোথাও কোন বিকৃতি দেখিতে না পাইয়া আনন্দে শিশুর ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং স্বপন উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "আমার নব জীবন-দাতা ভগবান! আমাকে মার্জনা করুন। আপনাকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম, সে-কথা ভুলে যান। আপনি আদেশ করুন, কবে আপনার যাত্রার

আয়োজন করতে হবে? কিন্তু যদি দয়া করে একটি সপ্তাহ কাল রাজ-প্রাসাদে আমার সঙ্গে বাস ক'রে, আমার মহারোগ্যের জন্য রাজ্যব্যাপী উৎসবে যোগদান করেন, তবে আমার মত সুখী আর কেউ হবে না। রাজকুমারী বিজয়াকে আমার মায়ের পেটের বোনের মত দেখ্‌ব এবং মর্যাদা দেব, বন্ধু। আপনি আজ হ'তে আমার জীবন-দাতা বন্ধু।"

স্বপন কহিল, "রাজা, আমরা আর দু'টো দিন আপনার আদেশে এখানে বাস করব। তৃতীয় দিনে আমাদের যাত্রার আয়োজন ক'রে দিলে বাধিত হব।"

রাজ্যব্যাপী মহোৎসব আরম্ভ হইল। রাজার নব কলেবর দেখিবার জন্য রাজ্যের সমুদয় নর-নারী রাজধানীতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজা প্রত্যেককে দর্শন দিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিনে একটি হস্তী-বাহিনী রাজধানী হইতে বাহির হইল। একটি হস্তীতে স্বপন ও রাজকুমারী বিজয়া ও অন্যান্য সৈন্যবাহিনী রাজ-প্রদত্ত স্বর্ণ হীরক ও বহু মূল্য উপহার-রাজি লইয়া গমন করিতে লাগিল।

স্বয়ং রাজা মিত্রাসু সপারিষদ কয়েকটি হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, মহামান্য অতিথিকে রাজধানীর দক্ষিণ ফটক অবধি আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া গেলেন।

হস্তী-বাহিনী চলিতে আরম্ভ করিলে রাজকুমারী কহিল, "এমন একটা দিন আসবে, তা কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম, ভাইয়া? ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

হস্তী-বাহিনী বনপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য যাত্রা নিরুদ্ধ হইল। স্বপন দেখিল, তাহারা হানাকু

ও পিয়ালুর গুহাবাসের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে রাজ-কুমারীর সহিত আহার-পর্ব শেষ করিয়া কহিল, "আমি আমার বন্ধুদের মুক্তি আদেশ-পত্র দিয়ে আসি, বিজয়া। হানাকু ও পিয়ালুকে রাজা মার্জনা করেছেন, বাড়ী দিয়েছেন ও রাজপ্রাসাদ-প্রহরী সৈন্যে যোগ দেবার জন্য আদেশ দিয়েছেন।" এই বলিয়া সে হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে অবতরণ করিল ও সম্মুখস্থ পাহাড়ের দিকে গমন করিতে লাগিল।

হানাকু ও পিয়ালু হস্তী-বাহিনীকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সভয়ে গোপন স্থান হইতে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহারা স্বপনকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। পিয়ালু কহিল, "ভাইয়া, আপনি মুক্তি পেয়েছেন ?"

স্বপন হাস্যমুখে কহিল, "শুধু আমি নিজে মুক্ত হয়ে সুখী হতে পারি নি, বহিন। আমার স্নেহময়ী বহিন ও অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে মুক্ত ক'রে তবে শান্ত হয়েছি।" এই বলিয়া সে রাজার সহিযুক্ত রাজাদেশ বাহির করিয়া হানাকুর হাতে দিল।

হানাকু রাজাদেশ পাঠ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল ও স্বপনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "এতদিনে মুক্ত হ'লাম ! আমার পিয়ালুকে সুখী করবার সুযোগ পেলাম।" বলিতে বলিতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে স্বপনকে প্রণাম করিল।

স্বপন বিব্রত হইয়া কয়েক-পা পিছাইয়া গেল ও তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য কহিল, "যদি সুযোগ হয়, আবার আসব, বহিন। আবার তোমার স্নেহময়ী হৃদয়ের স্নেহ লাভ ক'রে পরম সুখী হব।"

পিয়ালু ম্লান স্বরে কহিল, "ভাইয়া কি দেশে যাচ্ছেন ?"

"হাঁ, বহিন। আমার আত্মীয়াকে উদ্ধার করে নিয়ে সসম্মানে দেশে ফিরে যাচ্ছি। আসি বন্ধু, আসি বহিন।" এই বলিয়া স্বপন সংকিতে পিয়ালুর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে একবার চাহিয়া দ্রুতপদে হস্তীযূথের নিকট আগমন করিল ও হস্তীতে আরোহণ করিলে, হস্তী-বাহিনী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

স্বপন ও বিজয়া হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে চাহিয়া দেখিল, একটি যুবক ও একটি যুবতী মেয়ে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসিতেছে।

স্বপন হাত নাড়িয়া হানাকু ও পিয়ালুকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইল। অল্পসময় পরে হস্তী-বাহিনী তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া আসিল।

তৃতীয় দিন বেলা ১০টার সময় নির্বিঘ্নে হস্তী-বাহিনী উত্তর সমুদ্রতটে হইয়া যাত্রা বন্ধ করিল।

স্বপন হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, যেখানে এরোপ্লেন রাখিয়া গিয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, প্লেন অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। সে সৈন্যদলের সাহায্যে প্লেনটি বাহিরে আনিল। সৈন্যগণ ভীত হইলেও, স্বপনের আশ্বাসে শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্লেনে উপহার-সামগ্রীগুলি তুলিয়া, পেট্রল টিন হইতে ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরিয়া, স্বপন সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিজয়ার সহিত প্লেনে আরোহণ করিল। প্লেন গর্জন করিতে করিতে আকাশে উত্থিত হইল এবং উত্তর-পূর্ব মুখে ধাবিত হইতে লাগিল।

স্বপন ও বিজয়া প্লেন হইতে চাহিয়া দেখিল, হস্তীযূথ দ্রুতবেগে বনানীর ভিতর প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

স্বপন কহিল, "যাঁর দয়ায় মৃত্যু-দ্বীপ থেকে জীবন নিয়ে আমরা ফিরে এলাম, এস বহিন, তাঁকে আমরা নমস্কার করি!"

বিজয়া ও স্বপন নত হইয়া ভগবানের চরণে প্রণতি জানাইল। বিজয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমার পিতাজীকে আবার যে কোন দিন দেখব, সে-আশা আমি ত্যাগ করেছিলাম, ভাইয়া। যাঁর দয়ায় তা সম্ভব হ'ল, তাঁকেও আমি প্রণতি জানাই।" এই বলিয়া সে স্বপন কোন বাধা দিবার পূর্বেই তাহাকে নত হইয়া প্রণাম করিল।

প্লেন দুর্দম গতিতে সামগান অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

সমাপ্ত